প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৬

প্রকাশক : ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী
গ্রন্থবিতান
৭৩বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা—৭০০ ০২৬

মুদ্রক : শ্রীশান্তিময় ব্যানার্জী
প্রিণ্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিমিটেড
১, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলকাতা—৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : মুদ্রাঙ্কণ
৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০ ০১২

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন
ইতিহাস নানাবিধ
আজাদ হিন্দ ফৌজের কোর্ট মার্শাল ও গণবিক্ষোভ
শিকল ভাঙার গান (সম্পাদিত)
Quit India Movement 1942 (ed.)
Netaji Birth Centenary Volume (ed.)

ভূমিকা

ভারত ভূখণ্ডের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পৃথিবীর ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। ঐতিহাসিক এবং সমকালীন রাজনীতিবিদগণ এই ঘটনার গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছেন যে এই প্রথম বিনা যুদ্ধে কেবল পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একটি দুরন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্বেচ্ছায় তার উপনিবেশ ছেড়ে চলে যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে তাই সচরাচর ক্ষমতা হস্তান্তর বা ট্র্যান্সফার অফ পাওয়ার বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ক্ষমতা অর্জন নয়—ক্ষমতা প্রাপ্তি। ইংরেজ ক্ষমতা দান করে, আর ভারতবর্ষ তা অবনত মস্তকে গ্রহণ করে।

ক্ষমতা হস্তান্তর শব্দটির তাৎপর্য অনেক। ইংরাজরা ক্ষমতা ছেড়ে আসার মাধ্যমে বিশ্ব সমক্ষে তাদের মহত্ব বা উদারতা প্রর্দশন করেছিল। ভারতীয় উপমহাদেশ সেই দান গ্রহণ করে প্রকারান্তরে এই কথাই মেনে নিয়েছে যে বিগত প্রায় দুশো বছর ধরে স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য এখানকার মানুষ যে লড়াই করেছিল তার ফল স্বরূপ স্বাধীনতা লাভ ঘটেনি। ইংরাজরা ক্ষমতা না ছাড়লে ভারতবর্ষের ক্ষমতা তথা স্বাধীনতা লাভ ঘটত না।

ক্ষমতা দানের শর্ত হিসাবে রাজশক্তি উপমহাদেশকে দ্বিখণ্ড করার প্রস্তাব দিয়েছিল। কংগ্রেস চিরকাল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা এড়ানোর জন্য ভারত ভাগ মেনে নিয়েছিল। গান্ধীজি দলীয় নীতির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনের জন্য ব্যাক্তিগত ভাবে দেশবিভাগ না চাইলেও এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরেও তা রূপায়িত করার জন্য অনেক রকম বিপত্তি ও অনর্থ সৃষ্টি হয়েছিল। পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের প্রশ্নে অনেক রকম জটিলতা দেখা দিয়েছিল দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছিল।

এই বইতে এই সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাক্রমের বিবরণীর জন্য প্রধানত সরকারী নথি-পত্র ও সমকালীন সংবাদপত্র সমূহের উপর নির্ভর করা হয়েছে। বইতে উল্লেখিত তথ্যসমূহের মধ্যে বড় রকমের অভিনবত্ব কিছু নেই। কিন্তু তথ্যগুলির প্রামাণিকতা জ্ঞাপক নথিগুলি সুলভ নয়। সেগুলি যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে বঙ্গানুবাদ সহ এখানে পেশ করা হয়েছে। এই বইয়ের অভিনবত্ব হয়ত এইটুকুই।

এই গ্রন্থ রচনার সময় দুজনে দুভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। একজন আমার স্ত্রী-শ্রীমতী ছবি রায়চৌধুরী। আর-একজন আমার দৌহিত্র শ্রীমান অভীপ্সিত ভট্টাচার্য। আরও অনেকেই আছেন —তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সবশেষে অনুজ প্রতিম শ্রীসুধাংশু দে-কেও এই অবকাশে সস্নেহ কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রেসিডেন্সী কলেজ

জানুয়ারি ১৯৯৯ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

সূচিপত্র

ক্যাবিনেট মিশন থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রস্তাব

সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের সময় (১৭৬০-১৮০০) সম্ভবত ভারতবাসী সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তার পর সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮), স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-০৭), অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-২২), আইন অমান্য অভিযান (১৯৩০), 'ভারত ছাড়ো' বা আগষ্ট বিপ্লব (১৯৪২) এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযান (১৯৪২-৪৫) প্রভৃতি বিভিন্ন অধ্যায় পার হয়ে যেদিন ব্রিটেনের সদ্য নির্বাচিত লেবার পাটির প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ভারতের বড় লাট ওয়াভেলকে বিলেতে ডেকে নিয়ে তাঁকে দিয়েই প্রকাশ্যে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন (১৯ সেপ্টেম্বার ১৯৪৫) সেই দিনেই এই সংগ্রামের অবসান ঘটে। অবশ্য ১৯৪৫-এই ভারতবর্ষের ভাগ্যে স্বাধীনতা লাভ ঘটে নি—তার জন্য তাকে আরও প্রায় দু' বছর সময় (১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট অবধি) অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু এই দু বছর তাকে প্রতিপক্ষ ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় নি, কেননা ইংরাজের পক্ষ থেকে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ক্ষমতা হস্তান্তর কি ভাবে সম্পন্ন হবে সে ব্যাপারে ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে যে মুহূর্তে ঐকমত্য স্থাপিত হবে সেই মুহূর্তেই তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত। তারা এও বলেছিল যে এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তারা খুব বেশী দিন অপেক্ষা করতেও রাজী নয়। অর্থাৎ ভারত ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইংরাজ সরকারের নিজের তাগিদটাই যেন সব চেয়ে প্রকট ভাবে দেখা দিয়েছিল।

অথচ ভারতবর্ষের কি নিদারুণ বিড়ম্বনা -ইংরাজ ছেড়ে যেতে চাইলেও ভারতবাসীদের মধ্যে অনেক প্রভাবশালী অংশই তাদের মনে প্রাণে বিদায় দিতে চায় নি। এই রকম এক গোষ্ঠীর নেতা জগজীবন রাম বড় লাট ওয়াভেলকে বলেন যে ইংরাজ ভারত ত্যাগ করলে তাঁদের মত তপশিলী জাতির মানুষদের বর্ণহিন্দুদের উৎকট আধিপত্য সহ্য করে দিনাতিপাত করতে হবে। তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে অন্তত তাঁদের সমাজভুক্ত মানুষদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য ইংরাজদের আরও দশ বছরের আগে ভারত ত্যাগ করা উচিত হবে না।[১] তপশিলী সম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়াও শিখ এবং বিশেষত হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি কোন পক্ষই অপর পক্ষের সঙ্গে সহমত হতে পারছিলেন না। ফলে এইবারে ইংরাজ যে স্বাধীনতা (অবশ্য এ্যাটলির ১৯৪৫-এর ঘোষনায় 'স্বাধীনতা' শব্দের বদলে 'স্বায়ত্ত শাসন' কথাটিই ব্যবহার করা হয়েছিল) দেওয়ার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেয় সেই স্বাধীনতার প্রকরণ ও সীমানা স্থির করার জন্য ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যেই লড়াই শুরু করতে হয়েছিল (১৯৪৫-৪৭)-এই লড়াই কখনও কাউন্সিল ঘিরে এবং কখনও বা ভাইসরয়ের সঙ্গে মীমাংসা সূত্র আলোচনার অবকাশে উত্তপ্ত বাক-বিতণ্ডা ও পারস্পরিক

দোষারোপের প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়। আবার এই লড়াই অনেক সময়েই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল-যেমন কলকাতায়, নোয়াখালিতে, গড়-মুক্তেশ্বরে এবং পাঞ্জাবে (১৯৪৬-৪৭)। দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই লড়াইয়ে জেতার জন্য কখনও রাজন্যবর্গের ভাতা (privy purse) টিকিয়ে রাখার টোপ দেওয়া হয়েছিল। আবার কোন ক্ষেত্রে (যথা কাশ্মীর,হায়দ্রাবাদ) এই লড়াইয়ে জয়ের জন্য সামরিক শক্তিও প্রযোগ করতে হয়েছিল। মোট কথা ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে প্রায় দেড় বছরেরও অধিক সময় ভারতবাসীকে স্বাধীনতা লাভের জন্য নিজেদের মধ্যেই সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এটাই বোধ হয় সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে গান্ধীজি যখন ইংরাজকে 'ভারত ছাড়ো' বলে হুমকি দিয়েছিলেন তখন তিনিবোধ হয় কল্পনাই করতে পারেন নি যে ইংরাজদের ভারত ছাড়ার সময়ে এত রকমের বিপত্তি ঘটতে পারে।

কিন্তু এইখানে আর একটি প্রশ্ন। যে-দোর্দণ্ড প্রতাপ ইংরাজ সরকারের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মাত্র তিন বছর আগে সদম্ভ ঘোষণা করেছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন নি [২] সেই ইংরাজ সরকারের মানস প্রক্রিয়ায় মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে কী এমন বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল যার ফলে ভারত ছেড়ে যাওয়ার জন্য তার এই অসামান্য ব্যাকুলতা ? অথচ অন্তত আপাত দৃষ্টিতে ইংরেজদের পশ্চাদপসরনের কোন কারণ ছিল না। মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তারা ভারতব্যাপী বিয়াল্লিশের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। চুয়াল্লিশের জুলাই মাসের মধ্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযানও ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। এমন -কি যে বিশ্বযুদ্ধ তার মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তাতেও সে জয়লাভ করে (১৯৪৫)-তাই ইংরাজের পক্ষে এমন সাধের ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না।

অনেকে মনে করেন যে খোদ ইংল্যান্ডে কনজার্ভেটিভ সরকারের পতন এবং সোস্যালিষ্ট মনোভাবাপন্ন লেবার পার্টির বিপুল ভোটে ক্ষমতা লাভের ফলেই ভারত ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর এমন অ্যশ্চর্য রকমের পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল। ঘটনাটি কিছু পরিমাণে সেই রকমই ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে পুরাতন কনজার্ভেটিভ আমলের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার ধারাবাহিকতা নোতুন লেবার সরকারের আমলে একেবারে নিঃশেষে উবে যায় নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে লেবার মন্ত্রিসভার বিদেশ সচিব আর্নেস্ট বেভিন ছিলেন মনে প্রাণে একজন সাবেকী ধাঁচের সাম্রাজ্যবাদী যিনি ইংরাজের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে আদপেই খুশী হতে পারেন নি এবং যিনি এর কোন বিকল্প পথের সন্ধান দিতে না পারার জন্যই ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।বেভিনের মত লেবার পার্টির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আলেকজাণ্ডারও ইংরাজের ভারত ত্যাগের মত প্রস্তাব প্রসন্ন চিত্তে মেনে নিতে পারেন নি। উভয় সরকারের মধ্যে এই প্রান্তিক প্রভেদটুকু (marginal difference) আর কেউ না হোক অন্তত বুদ্ধিমান ওয়াভেলের নজর এড়িয়ে যেতে পারে নি। তাই ক্ষমতা হস্তান্তরের

ব্যাপারে লেবার সরকারের সদাশয় মনোভাবের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়।

আসলে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সরকারের এই আগ্রহাতিশয্যের কারণ বুঝতে হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেন সমেত গোটা পৃথিবীর বাস্তব পরিস্থিতিতে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছিল সে বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখা প্রয়োজন। যুদ্ধে ব্রিটেন জয় লাভ করে ঠিকই। কিন্তু এই জয়ের ফলে তার লাভের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল। ক্ষতি এবং সামরিক মর্যাদার হানি বোধহয় এশিয়া ভূখণ্ডেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে দেখা দিয়েছিল। সিঙ্গাপুর এবং বর্মায় জাপানীরা ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজগুলি ডুবিয়ে দিয়ে ব্রিটেনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৌশক্তি ম্লান করে দিয়েছিল। তাছাড়া পূর্বাঞ্চলে জাপান ও সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের মিলিত আক্রমণে তার অবস্থা রীতিমত নাজেহাল হয়ে উঠেছিল।এ-সবের ফলে বিশ্ব সমক্ষে এটা প্রতিপন্ন হয়ে গিয়েছিলযে, যে-রাজনৈতিক শক্তির (machtpolitic) দৌলতে কয়েক হাজার মাইল দূরে থেকেও মাত্র গুটি কয়েক লোককে অকুস্থলে মোতায়েন রেখে ব্রিটেন এত দিন ধরে তার দূববর্তী উপনিবেশগুলিকে শায়েস্তা করে রেখেছিল তার সেই ক্ষমতা আজ প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও অবস্থা যে ক্রমশই রাজশক্তির আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে তা আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের কোর্ট মার্শাল করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পরেই যে বিপুল গণ-বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তাতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছিল। ওদিকে বিশ্ব রাজনীতির জগতেও এই সময় এক অভূতপূর্ব সঙ্গিন অবস্থা দেখা দিয়েছিল। নাৎসী জার্মানী এবং জাপানের পরাজয়ের পর কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে গোটা ইউরোপে র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠী সমূহ ক্রমশঃই শক্তিবৃদ্ধি করে চলেছিল। ফ্রান্স এবং ইটালিতেও এই পরিবর্তনের ঢেউ দেখা দিয়েছিল। মহাচীনেও বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। আবার গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং বিশেষ করে ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়াও, ফরাসী এবং ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ ঘরে বাইরে—পৃথিবীর সর্বত্রই ব্রিটেন সহ সব কয়টি ঔপনিবেশিক শক্তিরই তখন প্রায় নাভিঃশ্বাস অবস্থা। ব্রিটেনের পক্ষে পরিস্থিতি আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে, সে ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছিল যে বিশ্বের প্রথম শক্তি হিসাবে সে এতকাল যে-মর্যদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে আমেরিকা তার অধিপত্য কায়েম করে নিয়েছে। এই আমেরিকার নির্দেশেই কনজার্ভেটিভ সরকারের অন্তিম মুহূর্তে চার্চিলের মত ডাকসাইট সাম্রাজ্যবাদী প্রধানমন্ত্রীও বুঝে গিয়েছিলেন যে যুদ্ধ শেষে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের ব্যাপারে কিছু একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।[8] তাছাড়া দীর্ঘ দিন বিদেশের মাটিতে যুদ্ধে লিপ্ত রণক্লান্ত ব্রিটিশ সেনারাও দেশে ফিরিবার জন্য উৎকণ্ঠা এবং অসন্তোষে ফুঁসে উঠেছিল। ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশরাজ পাততাড়ি না গোটালে এদের অধিকাংশের পক্ষেই হয়ত দেশে ফেরা আদৌ সম্ভব হবে না। কেননা সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রমাণ করে দিয়েছে যে ইণ্ডিয়ান আর্মির যে-সব ভারতীয় সেনাদের রাজানুগত্যের উপর নির্ভর করে ব্রিটেন এত দিন ধরে ভারত নামক উপনিবেশটিকে পদানত রেখেছিল তাদের উপর

আর কোন মতেই আস্থা স্থাপন করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় রণক্লান্ত এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন অভিলাষী ব্রিটিশ সেনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ইংল্যান্ড নিবাসী শান্তিকামী খোদ ব্রিটিশ নাগরিকেরাই ব্রিটিশ শক্তির ভারত ত্যাগের ব্যাপারে সরকারের উপায় নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করে এসেছিল। নির্বাচনের আগে এই চাপ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে এদেরই মুখ চেয়ে এ্যাটলিকে প্রাক-নির্বাচনী ব্ল্যাকপুল সম্মেলনে কবুল করতে হয়েছিল যে নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়ী হলে ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দেওয়ার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।[৫] কাজেই ক্ষমতা লাভ করার পর লেবার পার্টি যে বিনা কারণে নিতান্ত দয়াপরাবশ হয়ে ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে স্বীকৃত হয়েছিল এই ধারণা ঠিক নয়। আসলে বিশ্বরাজনীতি ও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সেই সঙ্গিন মুহূর্তে কনর্জাভেটিভ সরকারের অন্তিম প্রহরেই এটা বোঝা গিয়েছিল যে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দিতেই হবে। এ্যাটলির ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রস্তাব বিষয়ে ইংল্যান্ডের কমন্স সভায় আলোচনার অবকাশে সোস্যালিস্ট নেতা স্যার স্ট্যাফোড ক্রিপস ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অনিবার্যতার কথা ব্যাখ্যা করে বলেন যে ভারতবর্ষকে যদি এখনও স্বাধীনতা দেওয়া না হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে সেক্ষেত্রে ভারতকে সম্পূর্ণভাবে দমন করে রাখার জন্য ব্রিটেনকে সে-দেশে আরও অনেক বছর ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করে রাখতে হবে। কিন্তু ব্রিটেনের লোক সংখ্যার যে হাল তাতে এমন একটি প্রস্তাবে ব্রিটিশ জনগণ কোন মতেই সায় দেবে না বলে আশঙ্কা হয়। তাছাড়া জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিবেচনায় এমন একটি প্রস্তাব শুধু যে অবাস্তব তা-ই নয়- এর ফলে ইংরাজ সরকারকে ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের তীব্র বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হবে।[৬] মোট কথা ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্ত যে নিতে হবে তা লেবার সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার অব্যবহিত আগেই মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ্যাটলির লেবার সরকার শুধু এই অনিবার্য ঘটনাটিকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই আলোচনার পরিশেষে প্রসঙ্গত আর একটি কথাও এখানে উল্লেখ করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। আমাদের দেশে অনেকেরই মনে এমন একটা ধারণা আছে যে অন্যান্য অনেক ঘটনার মধ্যে গান্ধীজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের তীব্রতাও লেবার সরকারের উপর ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তত মানসিক ভাবে একটা চাপ সৃষ্টি করেছিল। যদিও ইংরাজ সরকার মাত্র এক বছর সময়ের মধ্যেই সিংহ সুলভ বর্বরতার ('leonine violence') দাপটে এই আন্দোলন স্তব্ধ করে দিয়েছিল তবুও আগষ্ট বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ফলাফল একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু এই আন্দোলন ইংরাজের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তকে যথার্থই কতটা প্রভাবিত করেছিল সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ফণিভূষণ চক্রবর্তীর একটি লিখিত বিবৃতি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ফণিভূষণ যে-সময় পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপালের দায়িত্বে ছিলেন (১৯৫৬) সেই সময় এ্যাটলি ভারত ভ্রমণে এসে কলকাতার রাজভবনে দুই দিন অতিবাহিত করেন। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে ফণিভূষণ লেখেন :

"তখন (অর্থাৎ যে সময় এ্যাটলী রাজভবনে ছিলেন) তাঁহার (এ্যাটলীর) সহিত

> আমার ইংরেজ ভারত হইতে চলিয়া যাইবার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, যে গান্ধীর Quit India আন্দোলন তো ১৯৪৭ সালের বহু পূর্বেই মিয়াইয়া গিয়াছিল। ১৯৪৭ সালে এমন কোন পরিস্থিতি ছিল না যাহার জন্য ইংরেজদের তাড়াহুরা করিয়া এদেশ ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। তবে তাহার গেল কেন ? উত্তরে এ্যাটলী কয়েকটা কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নেতাজী সুভায বসু কর্ত্তৃক ভারতের স্থল বাহিনী ও নৌবাহিনীভুক্ত দেশীয় সেনানীদের ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া। আলোচনার শেষের দিকে আমি লর্ড এ্যাটলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইংরেজদের ভারত-ত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীর কার্যকলাপের প্রভাব কতটা ছিল ? ঐ প্রশ্ন শুনিবার পর এ্যাটলীর ওষ্ঠদ্বয় একটা অবজ্ঞাসূচক হাস্যে বিস্তৃত হইল এবং তিনি চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন m-i-n-i-m-a-l"[৭]

Minimal শব্দের অর্থ 'প্রায় কিছুই নয়' অথবা 'সবচেয়ে কম'। অর্থাৎ উল্লেখিত বিবৃতি থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, যে- ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আমলে ভারত ত্যাগের ব্যাপারে সরকার পাকাপাকি ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই খোদ এ্যাটলির বিবেচনায় সরকারের এই সিদ্ধান্ত সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের বিদ্রোহী অভিযানের ফলে অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিল। সেই তুলনায় আগষ্ট বিপ্লব বা গান্ধীজির আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার আদপেই ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে নি। ফণিভূষণ জানান যে এ্যাটলির সঙ্গে তাঁর এই কথোপকথনের বিষয়টি তিনি কলকাতার নেতাজী ভবনে একটি বক্তৃতা দেওয়ার সময় সবিস্তার বর্ণনা করেন। অথচ বক্তৃতায় এ্যাটলির প্রসঙ্গটি বর্জন করে বাকী সব অংশই অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে এক সময় সম্প্রচার করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন তথা স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের তরফে বড় লাট ওয়াভেল ১৯ সেপ্টেম্বার ১৯৪৫ তারিখে সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বিবৃতি দেন। ওয়াভেল বলেনঃ

> "As stated in the gracious speech from the throne at the openingof Parliament, His Majesty's Government are determined to do there utmost to promote in conjunction with the leaders of Indian opinion the early realisation of full self-government in India."[৮]

অর্থাৎ নোতুন লেবার মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একেবারে প্রথম অধিবেশনেই ঘোষণা করা হল যে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়ার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাতে ব্রিটিশ সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে শর্ত হল এই যে এই ভাবে যথা

সম্ভব দ্রুত স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়ার আগে ভারতের সব কয়টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে একটা ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে।

এই শর্তটিই ছিল সব চেয়ে কঠিন সমস্যা। কারণ স্বায়ত্ত-শাসন তথা ক্ষমতা হস্তান্তর করার সময় ক্ষমতা কার হাতে অর্পণ করা হবে সেই ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর বিরোধী নানা দাবী পেশ করেছিল। প্রথমত, তপশীলি সম্প্রদায়—তাদের মধ্যে জগজীবন রামের মত অনেকেই ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান অন্তত সেই মুহূর্তে মনে-প্রাণে কামনা করেনি। কেননা তারা ব্রিটিশ রাজের পরিবর্তে বর্ণ হিন্দুদের উৎকট আধিপত্যের ভয়ে শঙ্কিত ছিল। তারপর দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়েও সমস্যা ছিল। এরা ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসির ছত্রছায়ায় থাকলেও ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বাটলার কমিটির রিপোর্ট (১৯২৯) অনুযায়ী গোটা ভারতে এদের মোট সংখ্যা ছিল ৫৬২। এই সব দেশীয় রাজ্যগুলি নিজ নিজ রাজ্যে এতটাই স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার রাজসিকতায় মগ্ন ছিল যে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার সময় এরা অনেকেই নিজেদের রাজ্যের জন্য আলাদা ভাবে ক্ষমতা অর্পণের জন্য দাবী করে (যথা হায়দ্রাবাদ, ভূপাল অথবা ত্রিবাঙ্কুর)। পাঞ্জাবের শিখরাও একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে দাবী জানিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করেছিলেন।

কিন্তু ভারতের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল—মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসকে নিয়েই সব চেয়ে বড় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। লীগ ভারতবর্ষের তাবৎ মুসলমান নাগরিকদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে নিজেকে দাবী করত। কংগ্রেস অবশ্য এই রকম কোন সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর গঠিত ছিল না এবং হিন্দু, মুসলমান পার্শী, বৌদ্ধ ইত্যাদি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যই কংগ্রেসের সদস্যপদ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু তবুও যেহেতু হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষের কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন হিন্দু সেই কারণে মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে একটি হিন্দু সংগঠন হিসেবে ধরে নিয়ে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বলে মনে করত। ওয়াভেলের ১৯শে সেপ্টেম্বরের ঘোষণার অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বিরোধ চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। লীগের তরফে ১৯২৯ সালে যে চৌদ্দ দফা দাবী পেশ করা হয়েছিল তাতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব এবং বাংলা সহ সমুদয় মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলির জন্য প্রকারান্তরে পৃথক রাজনৈতিক সত্তার স্বীকৃতি চাওয়া হয়েছিল। এর ঠিক এক বছর পরে ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে মহম্মদ ইকবাল তাঁর সভাপতির ভাষণে উত্তর পশ্চিম ভারত অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি সুসংহত ও স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র ("a consolidated North-West Indian Muslim State") গঠনের কল্পনা ব্যক্ত করেন। আরও পরে কেম্ব্রিজে পাঠারত জনৈক রহমৎ আলি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আফগান এলাকা, কাশ্মীর, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানকে নিয়ে গঠিত একটি স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণের কাছে প্রচার পত্র বিলি করেছিলেন। রহমৎ আলির এই দাবী স্বয়ং জিন্না তখনকার মত ছাত্রসুলভ ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দিলেও তিনিই কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান যে দুটি আলাদা

জাতি সে কথা সজোরে প্রচার করেন। তাঁর এই অভিমত ব্যক্ত করে তিনি লণ্ডনের 'টাইম এন্ড টাইড' পত্রিকায় লেখেন (তাং ১৯জানুয়ারী ১৯৪০):"In India, there are two nations, who both must share the governance of the common mother-land"—অর্থাৎ ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমান দুটি আলাদা জাতি হলেও তাদের উভয়েরই মাতৃভূমির শাসন পরিচালনার ব্যাপারে উভয়কেই একযোগে কাজ করতে হবে। কিন্তু দ্বি-জাতি তত্ত্ব প্রচার করার পর যৌথ দায়িত্বের কথা বলা যে নিতান্তই সাময়িক লোক দেখানো ব্যাপার তা মাত্র দু মাস বাদেই মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে (২৩ মার্চ ১৯৪০) স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঐ অধিবেশনে লীগ এই মর্মে প্রস্তাব নেয় যে ভারতবর্ষের মুসলিম প্রধান অঞ্চল গুলি নিয়ে একটি আলাদা স্বাধীন বাজ্য গঠন করতে হবে।

কিন্তু অখন্ড ভারত রাষ্ট্রের তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের ঘোর বিরোধী কংগ্রেস বরাবরই (অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেনের পার্টিশান প্রস্তাব বাধ্য হয়ে মেনে নেওয়ার আগেকার সময়ে) স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। তার কারণ কংগ্রেস মূলত একটি অসাম্প্রদায়িক দল। অবশ্য কংগ্রেসের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে সাম্প্রদায়িক বোধ যে একেবারে মাথা তোলে নি এমন নয়। কিন্তু মুসলিম লীগের মত কংগ্রেস কখনও নিজেকে হিন্দুদের সংগঠন বলে দাবী করেনি। বরং সে নিজেকে সব সময়েই জাতীয়তাবাদী (অখন্ড এবং ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদ-এই অর্থে) দল হিসাবে প্রচার করেছিল। হিন্দু অধ্যুষিত ভারতবর্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য সে নানা রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধে দানেও মোটের উপর অনিচ্ছুক ছিল না। কিন্তু দ্বি-জাতি তত্ত্ব মেনে নিয়ে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করা বা ভারতের মুসলিমদের হাতে ভারত রাষ্ট্রের একাংশ সমর্পণের প্রস্তাবে কংগ্রেসের পক্ষে সায় দেওয়া সম্ভব ছিল না।

এহেন পরিস্থিতিতে ওয়াভেল যখন যখন স্বায়ত্ত-শাসন দানের পূর্ব শর্ত হিসাবে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির ঐকমত্যের উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন তখন স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে সামনের দিনগুলিতে একটি রাজনৈতিক অচলাবস্থা প্রায় অনিবার্য ভাবেই সৃষ্টি হতে চলেছে। অবশ্য ইংরেজ সরকারের পক্ষে এমন একটি শর্ত আরোপ করা ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। কেননা ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তখন এমন একটা জটিল আকার ধারণ করেছিল যে সরকারের পক্ষে একার দায়িত্বে এক তরফাভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবই ছিল না। তবুও তো লেবার সরকার রাজ সরকারের সাবেকী মুসলিম তোষণ বা বিভেদ নীতির রেওয়াজ ভেঙ্গে স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার অছিলায় ভারতের কোন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না। সরকার অবশ্য এই প্রতিশ্রুতি যে ভবিষ্যতে রক্ষা করেছিলেন এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু তবুও ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চে এ্যাটলি আনুষ্ঠানিক ভাবে যে ঘোষণাটি করেছিলেন তা কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। তিনি বল্লেন "We are very mindful of the right of Minorities and Minorities

should be able to live free from fear. On the other hand, we cannot allow a Minority to place a veto on the advance of the Majorty."অর্থাৎ সংখ্যালঘু তথা মুসলিম লীগ গা-জোয়ারি কোন বাধা সৃষ্টি করে সাংবিধানিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করলে সরকার তা বরদাস্ত করবেন না। সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সেই জটিল অবস্থায় লেবার সরকারের তরফে এই গ্যারান্টির মূল্যও তখন নেহাত কম ছিল না।

আশা-নিরাশায় মিশ্রিত এই অস্থির পরিবেশের মধ্যে সরকার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতৈক্য স্থাপন করে কি ভাবে এবং কত তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া যায় সে বিষয়ে সকল কিছু স্থির করবার জন্য বিলেত থেকে ভারবর্ষে ক্যাবিনেট মিশন পাঠানোর কথা ঘোষণা করলেন। (১৫ মার্চ ১৯৪৬)। এর ঠিক আট দিন বাদে অর্থাৎ ২৩ তারিখে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিন জন সদস্য যথা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, ভারত সচিব পেথিক-লরেন্স এবং এ.ভি. আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে এসে পৌছান। এঁরা মোট ৭৪২ জন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে ১৮২ টি বৈঠকে মিলিত হন। এর পর সরকারের তরফে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে নিয়ে সিমলাতেও একটি ত্রি-পাক্ষিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু এত সব চেষ্টার পরেও সমাধান সূত্র খুঁজে বের করে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোন রকম সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা যায় নি। এই অচলাবস্থার মুখে ক্যাবিনেট মিশন তখন সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে একটি প্রস্তাব পেশ করে এবং প্রস্তাবটি ১৬ই মে ১৯৪৬ এ- সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয়। এই প্রস্তাবটিই ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা হিসাবে পরিচিত।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার সকল খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে এখানে সবিস্তার বর্ণনা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যে-কোন ইতিহাসের বইতে এই বিষয়ে সকল তথ্য দেখে নেওয়া যেতে পারে। তবে পরবর্তী আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে ঐ পরিকল্পনার কয়েকটি মূল সূত্র উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, এই পরিকল্পনায় ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি ভারত ইউনিয়ান বা Union of India গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ইউনিয়ান সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, বিদেশ ও যোগাযোগ দপ্তর ভিন্ন আর কোন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হবে না। এই সরকার একটি কর্মপরিষদ (Executive Council) ও আইন সভার (Legislature)দ্বারা পরিচালিত হবে।

দুই, ইউনিয়ান সরকার ছাড়া প্রদেশেগুলির জন্যও একইভাবে একটি কর্ম পরিষদ ও আইন সভা সমেত আলাদা সরকার গঠন করা হবে। ইউনিয়ানের জন্য সংরক্ষিত উল্লেখিত তিনটি দপ্তর ভিন্ন অন্যান্য সকল বিষয়ের দায়িত্ব প্রদেশগুলির উপরেই সঁপে দেওয়া হবে।

তিন, প্রদেশগুলি তিনটি বড় ধরনের গ্রুপ বা সেকশনে সম্মিলিত হবে। সেকশন 'এ'-তে থাকবে হিন্দু গরিষ্ঠ প্রদেশগুলি যথা মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ বা সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং উড়িষ্যা। সেকশন 'বি-তে মিশ্র জনবসতি (অর্থাৎ হিন্দু

ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত) এলাকার পাঞ্জাব প্রদেশ সহ প্রধানত মুসলিম গরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু অন্তর্ভুক্ত হবে। সেকশান' সি 'তেও মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ বাংলা সহ আসাম প্রদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রদেশগুলিকে সংবিধান রচিত হওয়ার পর এবং প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনের পর কোন একটি সেকশন বা গ্রুপ স্বেচ্ছায় ছেড়ে আসার অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

চার, একই সঙ্গে ৩৮৯ টি আসন সমন্বিত একটি সংবিধান সভা বা Constituent Assmbly গঠন করারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই সংবিধান সভায় প্রতিটি প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য ও চিফ কমিশনার শাসিত অঞ্চল একটি নির্দিষ্ট ফর্মুলা মোতাবেক প্রতিনিধি পাঠাবে বলে স্থির করা হয়েছিল।

পাঁচ সংবিধান সভার পাশাপাশি একটি অন্তর্বর্তী সরকারও (Interim government) গঠন করার কথা বলা হয়েছিল এবং আশা করা হয়েছিল যে এই সরকারে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিই অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ব্রিটিশ অভিমত অনুযায়ী ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় যত দূর সম্ভব সকল দিক রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই প্রস্তাবে ইউনিয়নকে দুর্বল রেখে প্রদেশগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে আগ্রহী কংগ্রেসের কাছে এই ব্যবস্থা স্বভাবতই মনঃপুত হয় নি। তাছাড়া কংগ্রেস আশংকা করেছিল যে গ্রুপ বা সেকশান গঠনের অছিলায় প্রকারান্তরে অদূর ভবিষতে একটি মুসলিম রাজ্য গঠনেরও সম্ভাবনা জীইয়ে রাখা হয়েছিল এবং সেই কারণে কংগ্রেস বাধ্যতামূলক ভাবে কোন না কোন সেকশানে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবটির বিরোধিতাও করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের তরফে বলা হয়েছিল যে দুর্বল ইউনিয়ন গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হলেও এই পরিকল্পনায় কংগ্রেসের অখন্ড ভারতভূমি সংক্রান্ত মূল দাবীটি মেনে নেওয়া হয়েছিল।

মুসলিম লীগের পক্ষে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে মূল অভিযোগ ছিল এই যে এই প্রস্তাবে লীগের স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্নকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ- ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ অভিমত ছিল এইযে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলেও সেকশন বা গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে মুসলিমদের রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল।

মিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগ প্রাথমিক ভাবে নানা রকম আপত্তি জানালেও তারা উভয়েই শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে। লীগ ১৯৪৬ সালের ৬ই জুন এবং কংগ্রেস ঐ মাসেরই ২৫ তারিখে এই প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে মূলত সংবিধান সভা বা Constituent Assembly গঠনের প্রয়োজনেই কংগ্রেস ও লীগ এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ব্যাপারে বড় লাট ওয়াভেলের অকারণ লীগ তোষণ নীতির ফলে প্রথম দিকে কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি।[৯] যা হোক সংবিধান সভা গঠনের প্রস্তাবে রাজী হওয়ার পর

সভার সদস্য নির্বাচনের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লীগের ভাষায় কংগ্রেসের "brute majority" তথা বর্বর সংখ্যাধিক্য' হওয়ায় লীগ হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে সে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে তার দেওয়া পূর্বেকার সম্মতি প্রত্যাহার করে নেয় (২৯জুলাই ১৯৪৬)। শুধু তাই নয় লীগ এবারে স্বমূর্তি ধারণ করে পাকিস্তানের জন্য পৃথক একটি সংবিধান সভা গঠন করার জন্যও দাবী জানায়। একই সঙ্গে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পিত নব -নির্বাচিত সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশনে (৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬) লীগ এইবার অন্তর্বর্তী সরকার যাতে গঠন করা না যায় সে ব্যাপারেও সচেষ্ট হয়। ক্যাবিনেট মিশন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের রীতি-পদ্ধতি স্থির করে ১৬ই জুন ১৯৪৬ তারিখে একটি বিবৃতি জারি করেছিল। কিন্তু লীগ ও কংগ্রেস এই সরকারের গঠন প্রণালী বিষয়ে নানা রকম আপত্তি জানানোর ফলে এই প্রস্তাবও শেষ পর্যন্ত ভেস্তে য়ায়। উভয় পক্ষের এই রকম অনমনীয় মনোভাবে বিরক্ত হয়ে ক্যাবিনেট মিশন শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যায়।(১২ জুন ১৯৪৬)। আগেই বলা হয়েছে যে ক্যাবিনেট মিশন ফিরে যাওয়ার ঠিক এক মাস বাদে লীগ সরকারী ভাবে মিশন পরিকল্পনা মেনে নিতে তার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে (২৯ জুলাই ১৯৪৬)। ঐ একই দিনে লীগ তার স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভীষ্ট পূরণে ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ থেকে Direct Actionবা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবে বলে হুমকি জারি করেছিল। এর ফলে ঐ ঘোষিত দিন থেকে পাঞ্জাব, কলকাতা ও পূর্ব বাংলায় এক রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা তথা ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসন দানের প্রস্তাবের একটা সুষ্ঠু সমাধান লীগের অকারণ গোঁয়ার্তুমির জন্য ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি নেহেরুও এই ব্যাপারে পরোক্ষে উস্কানি দিয়েছিল। এ খানে প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে যে এই নেহেরুর পরামর্শেই বিগত ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যে-সব প্রদেশে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই সব অঞ্চলে জিন্নার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও কংগ্রেস, লীগের সঙ্গে মিলিত ভাবে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল। জিন্না তথা মুসলিম লীগ তখন থেকেই কংগ্রেস সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।এই বারেও ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার সঙ্গিন মুহূর্তে কংগ্রেসের নব-নির্বাচিত সভাপতি নেহেরু ১০ই জুলাই ১৯৪৬ তারিখের একটি প্রেস কনফারেন্সে নিতান্ত অসর্তক ভাবে একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে বসেছিলেন। নেহেরুর ঐ দীর্ঘ মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এর সারমর্ম ছিল এই যে মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত সংবিধান সভা বা সরকারে অংশ গ্রহণ করার পর কংগ্রেস তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ক্যাবিনেট মিশনের যে-কোন প্রস্তাব দেশের স্বার্থে বাতিল করে দিতে পারে।নেহেরুর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জিন্না জানালেন।

"....the Muslim League Council had accepted the Cabinet Mission Plan in Delhi as it was assured that the Congress had also accepted the scheme and that the plan would be the basis of future constitution of India. Now that the Congress President had declared that the Congress could change the scheme through its majority in the Constituent Assambly. this would mean that the minorities were placed at the mercy of the majority."[১০]

অর্থাৎ কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার সকল প্রস্তাব মেনে নিয়েছে এই ভরসাতেই লীগও এতে সম্মতি জানায়।কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি এখন বলছেন যে সংবিধান সভায় সংখ্যাধিক্যের জোরে এই প্রস্তাবের রদ-বদল ঘটানো যেতে পারে। এর অর্থ এই যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এখন থেকে সংখ্যাগুরু অংশের দয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। এই পরিস্থিতিতেই জিন্না নিতান্ত হতাশ হয়ে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে brute majority বলে গাল দিয়েছিলেন। তবে নেহেরুর উস্কানি দান সত্ত্বেও এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে লীগও যেভাবেই হোক তার পাকিস্তান প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। এই জন্যই সে পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সকল নমনীয় মনোভাব অগ্রাহ্য করে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে। অবশ্য আরও পরে ভাইসরয়ের বিশেষ পীড়াপীড়ির ফলে লীগ এই অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়েছিল (১৪ অক্টোবর ১৯৪৬)। কিন্তু এই জাতীয় কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেওয়ার পরেও লীগের প্রতিনিধিবৃন্দ নানাভাবে ইচ্ছাকৃত উপায়ে সরকারের কাজে বাধা সৃষ্টি করে একটা অচলাবস্থা তৈরী করে। এই পরিস্থিতি ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট অর্থাৎ স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন অবধি চলতেই থাকে।

ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার একটা সমাধান সূত্র খুঁজে বার করার জন্য এ-দেশে উপস্থিতি হলেও ভাইসরয় ওয়াভেলের কিন্তু মনে হয়েছিল যে মিশনের দৌত্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। ওয়াভেল ভারতবর্ষে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে ভাইসরয়ের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। এই দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে ব্যাক্তিগত পর্যায়ে যে মুল্যায়ন করেছিলেন তা ইতিবাচক ছিল না। কংগ্রেসকে তিনি প্রধানত একটা হাঙ্গামাবাজ হিন্দু সংগঠন হিসাবে মনে করতেন। এই কংগ্রেসের নেতা গান্ধীজিকেও তিনি সর্বদা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী একজন ভন্ড রাজনৈতিক সন্ত বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে কংগ্রেসের মধ্যে একটা উগ্রধর্মী বামপন্থী উপদল ছিল যা কংগ্রেসের তরফে কোন সংযত ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে সর্বদাই বাধা সৃষ্টি করতে উদ্যত ছিল। মুসলিম লীগের প্রতি তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন সাহানভূতি ছিল এবং তিনি মনে করতেন যে ক্রীপস মায় ভারত সচিব পেথিক-লরেন্স-ও কংগ্রেসের

পকেটের লোক ছিলেন। এই নিয়ে পেথিক-লরেন্সের সঙ্গে তাঁর একটু মনোমালিণ্যও হয়েছিল যার জন্য ক্যাবিনেট মিশন ভারত ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময়ে পেথিক-লরেন্স, ওয়াভেলকে 'গুড বাই', করার সৌজন্যটুকু দেখাতেও ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগের প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও ওয়াভেল এই দলকে একগুঁয়ে,একরোখা এবং হঠকারী বলে মনে করতেন। লীগ সম্পর্কে তাঁর আক্ষেপ ছিল এই যে, এই দল কংগ্রেস বিরোধী হলেও ব্রিটিশ সরকার বা ইংরাজ জাতি সম্পর্কে কখনোই প্রকৃত বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। জিন্না সম্পর্কে তাঁরা ধারণা হল এই যে তিনি দর কষাকষিতে ওস্তাদ হলেও কংগ্রেস ও কংগ্রেসী নেতাদের তুলনায় অনেক সোজ-সাপ্টা মানুষ। কংগ্রেসের মত ক্ষণে ক্ষণে মত পালটানোও জিন্নার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। ওয়াভেল ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের প্রতি তাঁর অধিকতর প্রীতির কথাও গোপন রাখেন নি। তাঁর মতে কী সাহস, কী সততা, কী আত্মমর্যাদা বোধ—সব বিচারেই মুসলমানেরা হিন্দুদের তুলনায় অনেক উন্নত—"I am very sorry for theMuslims,they have more honesty,courge and dignity than the Hindus,"[১১]

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দল এবং নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে এই রকম এক পেশে বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ওয়াভেলের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে ক্যাবিনেট মিশন শত চেষ্ট করেও হিন্দু-মুসলমানদের মতের মিল ঘটিয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে না এবং শেষ পর্যন্ত সব কিছু ভেস্তে যাবেই। আর তখন ভাইসরয় হিসাবে তাঁকেই একটা সমস্যা সমাধানের পথ বাতলাতে হবে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসের গোড়াতেই তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাছে এমন একটি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে ক্যাবিনেট মিশন যদি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হয় তাহলে তাঁকেও একটা বিকল্প প্রস্তাবের খসড়া ভেবে রাখতে হবে। এই বিকল্প প্রস্তাবটিই ছিল কুখ্যাত ভাঙনের প্রস্তাব বা Breakdown Plan. অবশ্য ভাইসরয়ের আশংকা এক সময় অমূলক বলে মনে হয়েছিল এবং ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার সাফল্যের সম্ভবনা তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু তবুও ওয়াভেলের ধারণা যে শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাবে সব কিছু আবার বানচাল হয়ে যাবে। তাই ব্রেকডাউন প্ল্যানের এর আইডিয়া তিনি সব সময়েই নিজের মনে পুষে রেখেছিলেন। এই প্ল্যান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নোট তিনি নিজ হাতে প্রস্তুত করে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে জমা করে রেখেছিলেন যাতে প্রয়োজনের সময় এটি তিনি যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করতে পারেন। ১৯৪৬ সালের ৩০শে মে তারিখে তাঁর ভারতীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাক্তিগত মূল্যয়ন রচনায় (Lord Wavell's Appreciation of Possibilities in India, May 1946) এই ব্রেকডাউন প্ল্যানের সারমর্মটি লিখে রাখা হয়েছিল।

এই মূল্যায়নে ওয়াভেল লেখেন যে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাব মধ্যে ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা লক্ষ করে কংগ্রেস এতটাই উল্লসিত যে, সে একাই সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। ওদিকে মুসলিম লীগও কংগ্রেসের বামপন্থী উপদল এবং

বিশেষত গান্ধীর অসহযোগী মনোভাবের জন্য কংগ্রেস সম্পর্কে ক্রমশঃই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশের বহু জায়গাতেই একটা সংঘর্ষের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় সরকারকে হয় কঠোর হাতে এবং প্রয়োজন হলে 'মার্শাল ল' জারি করে বিশৃঙ্খলা দমন করতে হবে নয়ত সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে তদ্দণ্ডে পাততাড়ি গুটিয়ে বিলেতে ফিরে আসতে হবে। তবে এই দুটির কোনটিই হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্ট-এর কাছে হয়ত সঙ্গত কারণেই গ্রহণযোগ্য হবে না। সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দু প্রদেশগুলি থেকে স্বেচ্ছাপসরণ করে হিন্দুদের হাতেই ঐ সকল এলাকার ক্ষমতা সমর্পণ করা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু একই সঙ্গে নব লব্ধ ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে হিন্দুরা যাতে মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলিকে গ্রাস করতে না পারে সে জন্য ইংরাজ সরকারকে মুসলমানদেরও প্রয়োজনীয় মদত যোগাতে হবে, যাতে তারাও মুসলিম প্রদেশগুলির জন্য একটি স্বতন্ত্র সংবিধান রচনা করতে সক্ষম হয়। ওয়াভেল মনে করেছিলেন যে সরকার যদি এই রকম একটা দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে কংগ্রেস অচিরেই বুঝতে পারবে দেশটা ভাগ হতে চলেছে এবং সেক্ষেত্রে কংগ্রেস তখন হয়ত লীগের সঙ্গে একটা সমঝোতা করতে বাধ্য হবে।

> "....if we are forced into an extreme position, we should hand over the Hindu Provinces.....to Hindu rule and at the same time support the Muslim Provinces of India and assist them to work out their own constitution.
>
> ...we should make it quite clear to the Congress....that it would result in the division of India. This might compel them to come to terms with the Muslim League."[১২]

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ব্যাপারে ওয়াভেলের প্রস্তাব ছিল এই যে কংগ্রেস-গরিষ্ঠ এলাকায় কংগ্রেস তথা হিন্দুদের 'হিন্দুস্তান সরকার' গড়তে দেওয়া উচিত এবং অনুরূপভাবে মুসলিম অধুষিত প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগকেও 'পাকিস্তান সরকার' গঠন করার সুযোগ করে দিতে হবে। আর কেন্দ্রে উভয় পক্ষ সংযুক্তি তথা 'ইউনিয়ন' বা 'পার্টিশান' যেটি চাইবে সেটাই মঞ্জুর করা হবে। তবে যতদিন এই ব্যাপারে একটা স্থির সিদ্ধান্ত না হয় তত দিন পর্যন্ত কেন্দ্রে ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্বই বজায় থাকবে।

ওয়াভেল তাঁর ১৯৪৬ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখের ডায়েরী এন্ট্রিতে লেখেন যে হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্ট যদি তাঁর ব্রেকডাউন প্ল্যান শেষ পর্যন্ত অনুমোদন করেন তাহলে ব্রিটিশ সরকারকে অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এক. বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, সেন্ট্রাল প্রভিন্স, বিহার এবং ইউনাইটেড প্রভিন্স—এই ছয়টি প্রদেশের কর্তৃত্ব কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির হাতে তুলে দিয়ে ইংরাজ সরকারকে ব্রিটিশ অফিসার ও সেনা সমভিব্যাহারে এই সব এলাকা ছেড়ে ফিরে যেতে হবে। তবে—

দুই. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, পাঞ্জাবে, সিন্ধু,বাংলা,আসাম, চীফ কমিশনার শাসিত দিল্লী এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান—এই সাতটি অঞ্চলে বর্তমান শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। এই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ফলে এই প্রদেশেগুলি ভারত ইউনিয়ানের সঙ্গে যোগ দেবে কি-দেবেনা সে বিষয়ে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সময় লাভ করতে পারবে। ওয়াভেল যে-সব দেশীয় রাজ্যগুলি কংগ্রেসী প্রদেশের সীমানার অন্তর্ভুক্ত সেই সব রাজ্যেও ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসির অবসান ঘটিয়ে সেগুলিকে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।

অভিজ্ঞ পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারেন যে হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টের কাছে দেওয়া ওয়াভেলের পূর্ব অনুচ্ছেদে উল্লেখিত দুই নম্বর প্রস্তাবটি আসলে অদুর ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে দেওয়ার একটি সরকারী মতলব ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি এই প্রস্তাব মারফত বিশ্ব সমক্ষে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে কংগ্রেসী চাপের মুখে সরকার একটি স্বতন্ত্র কংগ্রেসী রাষ্ট্র গড়ে দিতে বাধ্য হলেও মুসলিম লীগ নিজেকে সংযত রেখে সরকারের উপর সেই মুহূর্তেই কোন রকম অবাঞ্ছিত চাপ সৃষ্টি করে নি। এর দ্বারা তিনি লীগের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে সাতটি প্রদেশে তিনি স্থিতাবস্থা অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখার সুপারিশ করেছিলেন সেটা যে নিতান্তই একটা সাময়িক ব্যবস্থা সে কথা তাঁকে লীগকে তুষ্ট রাখার জন্য প্রকাশ্যেই ঘোষণা করতে হয়েছিল। তিনি জানতেন এই এলাকাগুলিকে অংশত বা সমগ্র ভাবে নিয়ে তাঁকে অনতিবিলম্বে পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে দিতেই হবে। কেননা কংগ্রেসী রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পব ন্যায় বিচারের স্বার্থে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্ভাবনাও ঠেকানো যাবে না। কিন্তু তেমনটি হলে তখন প্রমাণ হবে যে দেশ ভাগের জন্য প্রধানত কংগ্রেসই দায়ী (কেননা তাদের তুষ্ট করার জন্যই সবার আগে কংগ্রেসী রাষ্ট্র গড়তে হয়েছে)—মুসলিম লীগ নয়। কিন্তু রাজনৈতিক চাল হিসাবে এটা যে নিতান্ত জোলো বলে মনে হতে পারে স্বয়ং ওয়াভেলেরও কিছু দিন বাদেই এটা মনে হয়েছিল। তাই ব্রেকডাউন প্ল্যানের খসড়া ভারত সচিবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার (৭ সেপ্টেম্বার ১৯৪৬) কিছুদিন পরেই তিনি তাঁর প্ল্যানের কয়েকটি অংশের রদ-বদল করেন। ভাইসরয়ের ডায়েরীর ১লা সেপ্টেম্বার ১৯৪৬ তারিখের এন্ট্রিতে এই পরিবর্তনের কথা লেখা আছে। নোতুন এই প্রস্তাবে বলা হয় যে আগেকার ছয়টির বদলে মোট চারটি কংগ্রেস গরিষ্ঠ প্রদেশ (যথা মাদ্রাজ, বোম্বাই, সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং উড়িষা) থেকেই ব্রিটিশ কতৃত্বের অবসান বাঞ্ছনীয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করে ওয়াভেল বলেন যে পুরাতন প্রস্তাব মত ইউনাইটেড প্রভিন্স এবং বিহার থেকে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান ঘটালে অঞ্চলগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা (communication) দারুণ ভাবে ব্যহত হবে। কিন্তু এহ বাহ্য। ওয়াভেল কবুল করেন যে এই দুইটি কংগ্রেস-গরিষ্ঠ প্রদেশে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখলে তখন আর কেউ বলতে পারবে না যে মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বে উল্লেখিত সাতটি প্রদেশে ব্রিটিশ শাসন তথা স্থিতাবস্থা বজায় রেখে সরকার স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাকে সুচতুর ভাবে জীইয়ে রেখেছেন। ওয়াভেলের এই আপাত অকপট স্বীকারোক্তিই প্রমাণ

করে যে তাঁর ব্রেকডাউন পরিকল্পনাটি সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল না। তার পিছন ভাইসরয়ের অভিসন্ধিমূলক লীগ প্রীতিই সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করেছিল।

কিন্তু ওয়াভেলের মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি। তিনি ১৯৪৭ সালের ৩১ শে মার্চের আগেই কংগ্রেস-গরিষ্ঠ প্রদেশগুলি থেকে ইংরাজ সরকারের স্বেচ্ছাপসরণ দাবী করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনা পূরণ হওয়া তো দূরস্থান, হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বরং জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তাঁর উদ্ভট প্রস্তাবে বিলাতের হোম গভর্নমেন্টে রীতিমত বিব্রত বোধ করেছে। এমন একটি বে-আক্কেলে প্রস্তাব পার্লামেন্টে আদৌ পেশ করাই সম্ভব হবে না। কেননা ব্রিটিশ সরকার মনে করে যে ইংরেজদের যদি স্বেচ্ছাপসরণ করতেই হয় তাহলে গোটা ভারতবর্ষ থেকেই যত দ্রুত সম্ভব ইংরেজদের সরে আসতে হবে।[১৩] কিন্তু ওয়াভেল এত সবের পরেও তাঁর গোঁ ছাড়েন নি। তিনি লণ্ডনে ফিরে গিয়ে ৩রা ডিসেম্বারে (১৯৪৬) প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি, ভারত সচিব পেথিক-লরেন্স এবং দপ্তরবিহীন মন্ত্রী ও একদা ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য আলেকজাণ্ডারের কাছে তাঁর পরিকল্পনা বিস্তারিত ভাবে এবং লিখিত আকার পেশ করেছিলেন। কিন্তু তাতেও কিছু ফল হয়নি। উল্টে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন (জানুয়ারী ১৯৪৭) যে বিলেতের ক্যাবিনেট তাঁর প্রস্তাব আদ্যোপান্ত বাতিল করে দিয়েছে। ঐ চিঠিতে ভাইসরয়কে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যও আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং ওয়াভেল আশঙ্কা করেছিলেন যে এইবারে হয়ত তাঁকে দিয়ে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়া হবে।[১৪]

ওয়াভেল, চার্চিলের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় নিযুক্ত হয়েছিলেন। লেবার সরকার ক্ষমতায় আসার পরও তাঁকে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু নোতুন সরকারের ঘোষিত নীতি সত্ত্বেও তিনি যে ভাবে কংগ্রেস ও লীগকে নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছিলেন তাতে হোম গভর্নমেন্ট রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে যায়। ফলে যা অনিবার্য তাই ঘটল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ তারিখে দিল্লীতে অবস্থান কালে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত মারফত তাঁকে বরখাস্ত করে একটি চিঠি ধরিয়ে দেওয়া হল। চিঠির বার্তাটি অপ্রত্যাশিত না হলেও তার ভাষা ছিল অসৌজন্যে ভরা।

ওয়াভেলের ব্রেকডাউন প্ল্যান গৃহীত না হলেও এটা কিন্তু প্রমাণ হয়েছিল যে ভারত বিভাগ বা পার্টিশান পরিকল্পনার জনক হিসাবে যে মাউন্টব্যাটেনকে একক ভাবে দায়ী করা হয় তা আদপেই তথ্যসম্মত নয়। ভারতবাসীদের পক্ষে এই পরিকল্পনার প্রাথমিক দায়িত্ব অবশ্যই মুসলিম লীগকেই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসেরও অনেকেরই (যেমন রাজাগোপালাচারী—যদিও তিনি এই প্রস্তাবে নিয়ে আলোচনার সময় কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছিলেন) এই প্রস্তাবে সম্মতি ছিল। আর শাসক পক্ষের তরফে এই পরিকল্পনার জনক হিসাবে বোধহয় ওয়াভেলকেই চিহ্নিত করতে হয়। অবশ্য ডিভাইড এণ্ড রুল'এর প্রবক্তা ওয়াভেলের পূর্বসূরীদেরও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। কিন্তু ১৯৪৭ সালে যে-ভাবে ভারত ভাগ হয়েছিল সেই রকম সুনির্দিষ্ট পার্টিশান স্কীমের বীজ নীতিটি মাউন্টব্যাটেন নয় একান্ত ভাবে ওয়াভেলেরই মস্তিস্ক প্রসুত। ওয়াভেল গান্ধী

সহ কংগ্রেসের অপরাপর নেতাদের সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু তবুও ভারতবাসীদের একাংশ তাঁর মতলব অনুধাবন করতে না পেরে 'Wavell is sincere' এই জাতীয় মন্তব্য করে তাঁকে অকারণ গৌরবান্বিত করেছিলেন।[১৫] তবে স্বস্তির কথা এই যে যুবসমাজ তাঁর আসল চরিত্রটি টের পেয়ে ' Wavell is of no avail'[১৬] বলে তাঁকে ধিক্কার জানিয়েছিল। তারা বুঝে গিয়েছিল যে ভারতবর্ষে 'ভাঙো ও ভাগো '(divide and quite) নীতি নির্মাণে তাঁর দায়িত্বই ছিল সব চেয়ে বেশী। ওয়াভেলের অপসারণে মৌলানা আজাদ যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন তা ছিল বোধ হয় নিতান্তই লোক দেখানো ব্যাপার। আসলে ভাইসরয়ের ক্রম অপসারণ এবং হোম গভর্নমেন্টের এক কালীন অপসারণ—এই দুই নীতির মধ্যে কোন অ্যপস হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে ওয়াভেলের পতনের জন্য দায়ী তাঁর নিজেরই সেনাপতি সুলভ একগুঁয়েমী এবং দূরদৃষ্টির অভাব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল লীগের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর নীতিবিগর্হিত পক্ষপাতিত্ব।

আগেই বলা হয়েছে যে সংবিধান সভা (Constituent Assembly) এবং অন্তর্বর্তী সরকার (Interim Government) —এই দুটি মুখ্য বিষয়ে কংগ্রেস ও লীগ কোনভাবেই একমত হতে পারছিল না । কিন্তু এই দুটি জিনিস ঐকমত্যের ভিত্তিতে গঠন করা না গেলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসন তথা স্বাধীনতা (বা ক্ষমতা হস্তান্তর) দেওয়াও সম্ভব ছিল না। কেননা এক মাত্র সংবিধান সভাই একটা স্থায়ী শাসনতন্ত্র (constitution) রচনা করার অধিকারী যার ভিত্তিতে একটা স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব। এই স্থায়ী সরকারের হাতেই স্বায়ত্ত-শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। অবশ্য এটা যদি একন্তই অসম্ভব হয় তাহলে একটা এ্যাড হক ভিত্তিতে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের হাতেও ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই অন্তর্বর্তী সরকারকেও কোন না-কোন সময়ে একটা স্থায়ী শাসনতন্ত্র রচনা করতেই হোত অথচ ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতিতে এই দুটি বিষয়েই ঘোর অনিশ্চিয়তা রয়েই গিয়েছিল। মুসলিম লীগ প্রথম সংবিধান সভা বয়কট করে সেখানে তার প্রতিনিধি পাঠাতে বিরত থাকে (ডিসেম্বরে ১৯৪৬)। আবার চাপ দিয়ে নিজের দাবী আদায় করার জন্য একই সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারেও সে যোগ দিতে অস্বীকার করে (আগষ্ট ১৯৪৬)। এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় ওয়াভেল অবশ্য অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে লীগকে শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে রাজী করান এবং লীগের পাঁচ জন সদস্য সরকারে যোগ দিয়ে (২৫ অক্টোবর ১৯৪৬) এটিকে যথার্থই একটি ন্যাশনাল কোয়ালিশন সরকারে পরিণত করেন। লীগ, সরকারে যোগ দেওয়ার পর ওয়াভেল স্বভাবতই ভেবেছিলেন যে এই বারে মুসলিম লীগ সংবিধান সভা বয়কট করার ব্যাপারে তার পূর্বতন সিদ্ধান্ত বাতিল করে এতে যোগ দিয়ে দ্রুত সংবিধান রচনার কাজে কংগ্রেসের সঙ্গে সামিল হতে পারবে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সময়ে লীগের কয়েকটি আপত্তি প্রতিকার করার বিষয়ে

প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে ওয়াভেলের আশা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এবং তিনি ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তিও জারি করেন। কিন্তু ভাইসরয়ের হিসাব যে ভুল হয়েছিল তা অচিরেই প্রমাণ হয়ে যায়। মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেওয়ার পরেও সংবিধান সভা বয়কট করার ব্যাপারে তার পুরাতন সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। উল্টে এখন থেকে লীগ পাকিস্তানের জন্য একটা আলাদা সংবিধান সভা প্রস্তুত করার দাবীতেও সোচ্চার হতে থাকে। তাছাড়া সব চেয়ে আপত্তির ব্যাপার হল এই যে জাতীয় অন্তর্বর্তী কোয়ালিশন সরকারে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দেওয়ার পরেও মুসলিম লীগ এই সরকারের প্রতিদিনের কার্য পরিচালনায় নানা ভাবে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে।

মুসলিম লীগের এই রকম একগুঁয়ে অনড় মনোভাব শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল। বিরক্ত নেহেরু ভাইসরয়কে চিঠি লিখে জানালেন (১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭) যে লীগ যদি সংবিধান সভার অধিবেশনে না-ই যোগ দিতে চায় এবং অন্তর্বর্তী সরকারের কাজে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বাধা সৃষ্টি করেই চলে তাহলে ভাইসরয় বরং লীগ সদস্যদের সরকার থেকে পদত্যাগ করানোর ব্যবস্থা করুন। এর ঠিক দু দিন বাদে প্যাটেল একটি সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেন যে মুসলিম লীগকে যদি সরকার থেকে সরিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে কংগ্রেসই অন্তর্বর্তী সরকার থেকে সরে আসবে। কিন্তু লীগের প্রতি সহানুভুতিশীল ভাইসরয় লীগ তথা জিন্নার এই রকম উদ্ধত অসহযোগিতার জন্য কংগ্রেসকেই মনে মনে দায়ী করেছিলেন। তবু পাছে কংগ্রেস সত্যি সত্যিই সরকার থেকে সরে আসে এই ভয়ে তিনি নেহেরুর চিঠির ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিবর্তে ব্যাপারটাকে তখনকার মত ধামাচাপা দিয়ে পাশ কাটিয়ে রইলেন।[১৭]

প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি তত দিনে বুঝে গিয়েছেন যে ভারতবর্ষের এই জটিল পরিস্থিতি অনেকটা ওয়াভেলের অবাস্তব রাজনীতিজ্ঞান এবং মুসলিম লীগকে নিয়ে ঘোঁট পাকানোর ফলেই তৈরী হয়েছে। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তিনি দুটি মোক্ষম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ওয়াভেলকে ভারতবর্ষ থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। দ্বিতীয়টি আরও চমকপ্রদ ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত। ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সে তিনি ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) একটি ঘোষণা করে জানালেন যে হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষে এই বিপজ্জনক অনিশ্চয়তার অবস্থা আর চলতে দিতে পারেন না। এমতাবস্থায় সরকার স্থির করেছেন যে আগামী ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব সম্পূর্ণ করা হবে। তবে মুসলিম লীগ যদি সংবিধান সভায় যোগ না দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহলে ভারতবাসীর চূড়ান্ত স্বার্থরক্ষার তাগিদে ব্রিটিশ-ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কোন্ পক্ষের হাতে সমর্পণ করা হবে সে ব্যাপারে হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্ট নিজেই এক তরফা ভাবে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। এই রকম অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে কোন কোন অঞ্চলে চালু প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতেও ক্ষমতা বন্টন করে দেওয়া হতে

পারে। এই ঘোষণাটি জারি করার কিছু পরেই এ্যাটলি জানিয়ে দিলেন যে ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই কঠিন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার জন্য মাউন্টব্যাটেনকে আগামী মার্চ মাস থেকেই ওয়াভেলের স্থলাভিষিক্ত করা হবে। এ্যাটালির এই ঘোষণার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে এতদ্দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনাটি সুনিশ্চিত হয়েছিল। কিন্তু এর থেকেও জরুরী ব্যাপার হল যে এ্যাটলির এই ঘোষণার মধ্যেই পরোক্ষভাবে দেশভাগের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল -"The partition of India was implicit in this declaration."[১৮]

এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এ্যাটলির ২০ শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাত্র আঠারো দিনের মধ্যেই একান্ত করুণ কণ্ঠে প্রস্তাব নেয় (৮ই মার্চ ১৯৪৭) যে সংবিধান সভা মুসলিম লীগকে বাদ দিয়েই গোটা ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করবে, তবে কোন অংশ যদি তা গ্রহণে অনিচ্ছুক হয় তাহলে তারা ইউনিয়ান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিয়োগান্তক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঘন ঘন দাঙ্গা, হত্যা ও জবরদস্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার এই অপচেষ্টা—এটাই প্রমাণ করেছে যে গায়ের জোরে সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসু হতে পারে না। "Therefore it is necessary to find a way which amounts to the least compulsion." সব চেয়ে কম চাপ সৃষ্টি করেই এই সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হবে। এর জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে পাঞ্জাবকে ভাগ করে সেখানকার মুসলিম এবং অমুসলমান অঞ্চলগুলিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নও করে দিতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটি আপাতত পাঞ্জাব ভাগের কথা বললেও বাংলাও যে প্রয়োজন বিধায় এই অনিবার্য ভবিতব্যকে এড়াতে পারবে না সেটা বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ-কথাও বলা হল যে আপাতত ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অল্প বদলিয়ে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে। এই ঘোষণায় উৎসাহিত হয়ে মুসলিম লীগ আরও এক ধাপ এগিয়ে দাবী জানাল যে অকংগ্রেসী প্রদেশগুলির হাতেই ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।[১৯]

কংগ্রেসের ৮ই মার্চের(১৯৪৭) এই ঘোষণার মধ্যে নিহিত সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি ছিল এই যে, যে দেশ বিভাগ নীতির বিরোধিতা সে এতদিন ধরে করে এসেছিল পরিস্থিতির চাপে সেই অপ্রীতিকর নীতিকেই সে এই বারে মেনে নিতে বাধ্য হল। এই পিছু হঠার মধ্যে কংগ্রেসের আত্মসমর্পণ বা দ্বিচারিতা খোঁজার কোন অর্থ নেই—এটা ছিল ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনীতির একটা অমোঘ পরিণাম।দল হিসাবে কংগ্রেসের ট্রাজেডির আরও একটা কারণ হল এই যে স্বাধীনতা তথা ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া যাতে বিনা বাধায় সম্পন্ন হতে পারে সেই কারণে তাকে নিজেকেই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের প্রস্তাব দিতে হয়েছিল। ব্রিটিশ সংবিধান বিশেজ্ঞদের মতে এই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস হয়ত স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজের থেকে কোন অংশে কিছু কম ছিল না। কিন্তু অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস—১৯৪২ সালের ১১ই মার্চে ক্রীপস যখন ভারতবর্ষকে এই

ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দান করেন তখন ভারতবাসী তার সংগ্রামী উৎসাহের অতিশয্যে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অথচ মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই পাশার দান উল্টে গেল।[২০]

মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ২২ শে মার্চ দিল্লীতে এসে পৌছান এবং তার এক দিন পরে অর্থাৎ ২৪ তারিখে ভারতবর্ষের চৌত্রিশতম এবং শেষ ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল হিসাবে দাযিত্ব গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে এসে তাঁর ইতিকর্তব্য কি হবে সে বিষয়ে লন্ডনে অবস্থান কালেই প্রধান মন্ত্রী এ্যাটলি তাঁকে কিছু পরামর্শ বা গাইড-লাইন দিয়ে রেখেছিলেন। এ্যাটলি বলেছিলেন যে হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্ট চান যে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মোতবেক একটি সংবিধান সভার মধ্যস্থতায় ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে ভারতবর্ষে একটি সংযুক্ত ইউনিটারী গভর্নমেন্ট গঠন করা হোক। এই নবগঠিত ভারত রাষ্ট্রকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথেরও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় রাজনৈতিক দলগুলির ঐকমত্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল সেই কারণে কোন পক্ষকেই এ্যাটলি নির্দেশিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা চলবে না। সেক্ষেত্রে মাউন্টব্যাটেন যদি রাজনৈতিক দলগুলিকে স্বেচ্ছায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করাতে না পারেন তাহলে ভারতবর্ষে ইউনিটারী গভর্নমেন্ট বজায় রেখে কি ভাবে সমস্যা সমাধান করা যায় সে বিষয়ে (অর্থাৎ কি ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।) আগামী ১লা অক্টোবরের (১৯৪৭) মধ্যে মাউন্টব্যাটেন তাঁর নিজস্ব অভিমত সমন্বিত একটি রিপোর্ট বিলেতের কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেবেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এ্যাটলির গাইড লাইন অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের আশায় মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষে পৌছানো মাত্রই কাজ শুরু করে দেন। তিনি গান্ধী ও জিন্না সহ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু আলোচনায় কোন ফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেনের মনে হয়েছিল যে এ্যাটলির দেওয়া গাইড লাইন অনুযায়ী (অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলি কর্তৃক স্বেচ্ছা স্বীকৃত ইউনিটারী গভর্নমেন্ট) ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয় এবং সে ক্ষেত্রে এ-দেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে শান্ত করার জন্য আর দেরী না করে তাঁকে নিজেকেই একটি বিকল্প সমাধান সূত্র খুঁজে বার করতে হবে।

এই সমাধান সূত্রটিই ছিল ভারত ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনের প্রথম অর্থাৎ এক নম্বর পরিকল্পনা। ভারত ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনের পার্টিশন স্কীম সংক্রান্ত দু নম্বর অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি ৩রা জুন ১৯৪৭ তারিখে ঘোষিত হয়েছিল।আর এর ঠিক সাত সপ্তাহ আগে দিল্লীতে ভাইসরয় প্রাসাদে একটি স্টাফ মিটিঙে (১০ই এপ্রিল১৯৪৭) এই এক নম্বর প্ল্যানের একটি খসড়া পেশ করা হয়েছিল।[২১] এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে :-

এক, ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পন্ন হওয়ার আগেই প্রদেশগুলি অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রদেশ সমূহের স্বেচ্ছা সংগঠিত সম্মেলন (confederation of provinces) থেকে রাজ -সরকার স্বেচ্ছায় তার কর্তৃত্ব/আধিপত্যের আসন ত্যাগ করে (demission of authority) আসবেন। দুই, বাংলা ও পাঞ্জাবের আইন সভাগুলির (Legislative Assembly) মুসলিম ও অমুসলমান সদস্যগণ আলাদা ভাবে বৈঠক করে যদি এই দুটি প্রদেশের পার্টিশনের সপক্ষে ভোট দেন তাহলে প্রদেশ দুইটি অবশ্যই ভাগ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আসামের সংখ্যাধিক মুসলমান অধ্যুষিত শ্রীহট্ট অঞ্চলটিও মুসলিম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তদনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও ভোটের মাধ্যমে জনমত যাচাই করে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা হবে।

চার, ভাইসরয়ের চীফ অফ স্টাফ ইজমে এই খসড়া প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় এ-কথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন যে উল্লেখিত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রদেশগুলিতে demission of authority হলেও এ্যাটলি ঘোষিত ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগে তাদের হাতে পুর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হবে না—"They would only be warned.in the announcement of the plan, to prepare themselves to assume full power after that date"[২২]

১০ই এপ্রিলের (১৯৪৭) স্টাফ মিটিঙে এই এক নম্বর প্ল্যানের খসড়া পেশ করার সময় মাউন্টব্যাটেন বলেন যে এই প্ল্যানের সুবিধা হল এই যে এটা গৃহীত হলে ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় বিচার সর্ব সমক্ষে ভাল ভাবেই প্রমাণ করা যাবে। দ্বিতীয়ত, যে-আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষের বিবদমান সম্প্রদায়গুলি এত সোচ্চার তাদের সকলকেই এই অধিকার সর্বাধিক পরিমাণে দেওয়া সম্ভব হবে। তৃতীয়ত এবং সব চেয়ে বড় কথা এই যে ভারতবাসী যদি এই প্রস্তাবে মেনে নেয় তাহলে দেশভাগের জন্য ব্রিটেনকে কোনভাবেই দায়ী করা যাবে না। এর দায়িত্ব পুরোপুরি ভাবে ভারতবাসীর উপরেই বর্তাবে ঃ

> "HIS EXCELLENCY THE VICEROY emphasized the necessity in reaching a solution, which not only would do justice, but would also make it clear to the eyes of the world that justice was being done. The plan which he had outlined ...fulfilled this proviso by giving the greatest measure of self-determination. It was also important that the Indian people should take the onus of making a decision. Thus Britain could not be blamed after the event."

মাউন্টব্যাটেন তাঁর উল্লেখিত এক নম্বর প্ল্যানের নানা দিক সম্পর্কে প্রাদেশিক

গভর্নরদের সঙ্গে ১৫-১৬এপ্রিলের (১৯৪৭) মধ্যে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনার সময় বোঝা গিয়েছিল যে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকে ভাগ করার ব্যাপারে উল্লেখিত প্ল্যানে যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল তাই নিয়ে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মত বিরোধ হতে বাধ্য। কেননা এই দুটি প্রদেশ ভাগ করা হলে জিন্নার সুসংহত এবং কার্যকরী পাকিস্তান রাষ্ট্রের (Viable Pakistan) স্বপ্ন পূরণ হবে না এবং তাঁকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন একটি তথাকথিত পোকায় কাটা পাকিস্তান (a moth-eaten Pakistan) নিয়েই খুশী থাকতে হবে। আসলে যে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে জিন্না স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য দাবী জানিয়েছিলেন সেই তত্ত্বকে মেনে নিতে হলে পাঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু অধিবাসীদেরও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া চলে না। বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী এবং বামপন্থী কংগ্রেসী নেতা শরৎচন্দ্র বসু আবার এই সময়েই স্বাধীন এবং অখন্ড বাংলা রাষ্ট্রের দাবী পেশ করে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর এক নম্বর প্ল্যান সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত মতামত জানাবার জন্য মাউন্টব্যাটেন ইজমে এবং তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী জর্জ আবেলকে ২রা মে (১৯৪৭) লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। অবশ্য প্রস্তাবটি পাঠানোর সময়ে তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গে ১৫-১৬ই এপ্রিলের (১৯৪৭) আলোচনা অনুসারে এটির মধ্যে সামান্য কিছু রদ-বদল করে নিয়েছিলেন।[২৩] ভাইসরয় প্রস্তাবটি পাঠানোর সময় কর্তৃপক্ষ এ বিষয় যাতে সত্বর অর্থাৎ ১০ই মে (১৯৪৭)-র মধ্যেই তাঁদের অভিমত জানিয়ে দেন সে জন্য বিশেষ ভাবে তাঁদের অনুরোধ করেছিলেন।

ভাইসরয়ের দূত লন্ডনে পৌছানোর মাত্র কয়েক দিন আগেই পেথিক-লরেন্সের জায়গায় লিস্টওয়েল সেক্রেটারী অফ স্টেট হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন (২৩শে এপ্রিল১৯৪৭) কিন্তু সে যাই হোক ১০ই মে (১৯৪৭) তারিখেই জানা গেল যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ভাইসরয়ের প্রস্তাবটি কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন (modification) করে অনুমোদন করেছেন। তবে মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্রস্তাবটির উপরে বিলাতী কর্তৃপক্ষর মতানুযায়ী এই রকম পরিবর্তনে আশঙ্কিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে এই সব পরিবর্তনের ফলে তাঁর প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা বহু পরিমাণে কমে যাবে এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ হয়ত এটা সরাসরি বাতিল করে দেবেন। বাস্তবেও মাউন্টব্যাটেনের আশংকার যথার্থতা প্রমাণ হয়েছিল। নেহেরু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করে জানালেন যে এ্যাটলির ২০শে ফেব্রুয়ারীর (১৯৪৭) ঘোষণায় একটা Union of India-র উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু নোতুন এই পরিকল্পনায় কেন্দ্র ও প্রদেশগুলিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য উসকানি দেওয়া হয়েছে। নেহেরু বলেন যে এই পরিকল্পনা শুধু যে ভারতবর্ষের বিপত্তি ঘটাবে তা-ই নয়, এর ফলে ভারত ও ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কও সঙ্কটময় হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে এ-দেশে স্থায়িত্ব, নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে সর্বত্রই দুর্বলতা, বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ জেগে উঠবে। এই ব্যবস্থায় বিশেষ করে সামরিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি বিপদাপন্ন

হয়ে পড়বে। নেহেরু বলেন এই প্রস্তাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারত ইউনিয়ানের দাবীকে অগ্রাহ্য করে ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক রাজ্যগুলিকেই উত্তরাধিকারী রাজ্য(successor states) বলে মেনে নিয়ে সেগুলিকে নিজেদের খেয়াল অনুযায়ী পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ এত দিন যাবৎ অখন্ড ভারতবর্ষের আদর্শকেই কেন্দ্র করে ব্রিটিশদের ভারত বিষয়ক সমুদয় প্রস্তাবগুলি রচিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এই আদর্শকে যখন আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ঠিক তখনই হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এমন একটা পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে যা সম্ভবত মুসলিম লীগের বাইরে অন্য কোন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং যা ভারতবর্ষের সর্বত্র একটা তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগাবে। এই প্রস্তাবের বয়ান অনুসারে প্রতিটি উত্তরাধিকারী রাজ্যকে (successor state) হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টের সঙ্গে পৃথক ভাবে চুক্তি করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তার অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে এই যে ভারতবর্ষেও অসংখ্য 'আলস্টার' গড়ে উঠবে। এই ভাবে এ-দেশের বহুধায়ন (Balkanization) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং ফলত সর্বত্র হিংসা, বিশৃঙ্খলা এবং গৃহযুদ্ধ দেখা দেবে। দেশের কেন্দ্রীয় শক্তি নোতুন করে আবারও ভেঙে পড়বে এবং বিপর্যস্ত হবে। পরিশেষে নেহেরু জানিয়েছিলেন যে যদিও এই সর্বনাশা পরিকল্পনা সম্পর্কে একমাত্র কংগ্রেস দলই শেষ কথা বলার অধিকারী তবুও দলের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করেও তিনি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে এ কথা বলতে পারেন যে কংগ্রেস এই প্রস্তাবে মেনে নেবে না—

> "Whatever the views of my colleagues might be in regard to various details of the proposals, I have no doubt that their main reaction will be as I have indicated above. That in that they connot accept these proposals and they are not prepared to acquiesce in the throwing overboard of the basic all-India Union or to accept the theory of provinces being initially indepndent sucessor states"[২৪]

কিন্তু নেহেরু যাই বলুন না -কেন ভাইসরয়ের নিজের দিক থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সাফাই দেওয়ার মত যুক্তির অভাব ছিল না। আগেই বলা হয়েছে যে ১০ই এপ্রিলের (১৯৪৭) স্টাফ মিটিঙে এই পরিকল্পনার খসড়া পেশ করা হয়েছিল। এর ঠিক এক দিন বাদে অর্থাৎ ১২তারিখে, দিল্লীতে ভাইসরয় প্রাসাদে অনুষ্ঠিত চর্তুদশ স্টাফ মিটিঙে মাউন্টব্যাটেনের এই নোতুন পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনায় ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পিত প্ল্যান 'ইউনিয়ন' এবং মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পিত প্ল্যান 'বলকান'—এর তুলনামুলক বিচার করে কোন্ প্ল্যানটি কোন্ দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছিল। প্ল্যান

ইউনিয়ন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবেল ও ইজমে বলেন যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের সব কয়টি ধারা কংগ্রেস মেনে নিলে মুসলিম লীগও প্ল্যান ইউনিয়ন মেনে নিতে পারত। কিন্তু যেহেতু কংগ্রেস এতে সম্মত নয় (আগেই বলা হয়েছে যে ক্যাবিনেট মিশনের গ্রুপিং সংক্রান্ত প্রস্তাবে কংগ্রেসের আপত্তি ছিল) সেই কারণে লীগও এই প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি জানায়। ভাইসরয় মন্তব্য করেন যে এই রকম অচলাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই প্ল্যান বলকানের কথা চিন্তা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে ক্যাবিনেট মিশনের গোটা প্রস্তাবকে যদি কংগ্রেস মেনে না নেয় তাহলে তাকে বোঝাতে হবে যে সেক্ষেত্রে এই দলকে প্ল্যান বলকানই মেনে নিতে হবে। তখন অখন্ড ভারত রাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বাসী কংগ্রেস হয়ত তার মত পালটাতে বাধ্য হবে—"...He had got the impression that the Congress leaders desired a united India..all and might well, if they were told the alternative, decide to accept Plan Union. The next step must clearly be to try and obtain Congress's agreement." প্ল্যান বলকান সম্পর্কে ভাইসরয়ের মন্তব্য ছিল আরও তীক্ষ্ণ। তিনি বলেন যে তিনি নিজেও চান এমন একটি অখন্ড ভারতবর্ষ যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুযোগ সুবিধে সমূহ অব্যাহত রইবে। কিন্তু এমন একটি পরিকল্পনাকে বিনা রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা ব্যাতিরেকে যে বাস্তবে রূপদান কার সম্ভব নয় সে-কথা তিনি ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছেন। এমতাবস্থায় প্রদেশগুলিকেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া (অর্থাৎ প্ল্যান বলকান চাপিয়ে দেওয়া) ছাড়া সরকারের কাছে আর কোন পথ খোলা নেই—"He had therefore decided that the only answer was to leave the decision in the hands of the people themselves and to give the provinces freedom to decide on their own future with the option of joining one or more groups"[২৫]

প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে প্ল্যান ইউনিয়ন এবং প্ল্যান বলকানের বিকল্প হিসাবে গান্ধীজি আরও একটি তৃতীয় প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন (৫ই এপ্রিল ১৯৪৭)। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখার প্রয়োজনে জিন্নাকেই সর্বপ্রথম অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে জিন্না ইচ্ছ করলে তাঁর মন্ত্রিসভায় একজনও কংগ্রেস প্রতিনিধি না নিয়ে লীগ সদস্যদের নিয়েই পুরোপুরি ভাবে তাঁর ক্যাবিনেট গঠন করতে পারেন। তবে জিন্নাকে কথা দিতে হবে যে এই মন্ত্রিসভা ভারতীয় জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ (অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থে নয়) রক্ষার জন্যই কাজ করবে এবং তাহলেই তা কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন লাভ করবে। কিন্তু কোন্ কাজটা ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং কোন্টা তাদের স্বার্থ রক্ষার পরিপন্থী হবে তার বিচারের ভার ভাইসরয়ের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হবে (কেননা তা না হলে এই প্রশ্নে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিতে পারে)। গান্ধী একটা মহান আদর্শবোধের প্রেরণায় এই রকম একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কিন্তু জিন্না এই সব শর্ত মানতে রাজী

হন নি। বড় লাটের উপদেষ্টারাও একে একটা ফাঁদ বলে মনে করেছিলেন। আর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সদস্যরাও গান্ধীর প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হন।[২৬] এই ভাবে অখণ্ড ভারতবর্ষের ভিত্তিতে রচিত ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব এবং গান্ধী পরিকল্পিত ৫ই এপ্রিলের (১৯৪৭) প্রস্তাব —দুইটিই বাতিল হয়ে যাওয়ার পরে প্ল্যান বলকান ছাড়া আর কোন বিকল্প পথই খোলা ছিল না। নেহেরু তথা কংগ্রেস এই প্ল্যানের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। মাউন্টব্যাটেন নিজেও এটিকে কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করবার জন্য প্রকারান্তরে একটি ব্ল্যাকমেল প্রস্তাব বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবুও ভাইসরয়ের পক্ষ অবলম্বন করে বলাই যেতে পারে যে তিনি নিজে এ-ব্যাপারে কোন রাখ-ঢাক না করে সরল সত্যটি অকপটেই ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ও তার নেতৃবৃন্দ এই পরিকল্পনার সমালোচনা করতে গিয়ে এটিকে দুরভিসন্ধি মূলক বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে গালি দিলেও ভাইসরয়ের পক্ষে যে এ-ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না সেই সত্যটি কবুল করতে সাহস পান নি। জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দলের পক্ষে এ যেন ঘোর আত্মপ্রবঞ্চনা।

তবুও বিকল্প যে একেবারেই ছিল না তা নয়। নেহেরু জানিয়েছিলেন (১১ইমে ১৯৪৭) যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনেকেই অগ্রাহ্য করেছে বটে কিন্তু এই প্রস্তাব অনুসারে গঠিত সংবিধান সভার নির্বাচন ইতিপূর্বেই হয়ে গিয়েছে এবং নির্বাচিত সভাটি এখনও জীইয়ে রাখা হয়েছে। শুধু ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব যারা অর্থাৎ যে সব প্রদেশগুলি মেনে নেয় নি সেই সব প্রদেশ থেকে যাঁরা সংবিধান সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরাই এই সভার অধিবেশনগুলি বয়কট করে চলেছেন। এই প্রদেশগুলি হল মুসলিম লীগ প্রধান সিন্ধু, পাঞ্জাব, বাংলা এবং আসামের কিয়দংশ (শ্রীহট্ট) এলাকা। সুতরাং প্ল্যান বলকান অনুসারে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশগুলির হাতে আপন ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের যে ক্ষমতা অর্পণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে সেই ক্ষমতা কেবল মাত্র শ্রীহট্ট সহ উপরোক্ত তিনটি প্রদেশের হাতেই অর্পণ করা সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত। নেহেরুর এই রকম একটি মোক্ষম বিকল্প প্রস্তাবে দিশাহারা হয়ে ভাইসরয় তাঁকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এই ক্ষমতা লাভ করার পর উল্লেখিত প্রদেশগুলি যদি এক জোট হয়ে পাকিস্তান নাম গ্রহণ করতে চায় তাহলে কংগ্রেস কি তা মেনে নেবে ?ধুরন্ধর রাজনীতিক নেহেরু ঝটিতি জবাব দিয়েছিলেন—নামে কি এসে যায় ? তাছাড়া মুসলিম লীগও তো এখনও অবধি তাদের কোন প্রস্তাবেই এই শব্দটি ব্যবহার করে নি—"This (অর্থাৎ পাকিস্তান) was a colloquial word which had no meaning, even the Muslim League had not used it in its resolutions"[২৭] সারা দেশের অধিকাংশ মুসলমান যখন কার্যত পাকিস্তানের দাবীতে মুখর তখন পুঁথি পড়া আইনজ্ঞের এহেন ব্যাখা শুনে ভাইসরয় সম্ভবত চমৎকৃত বোধ করেছিলেন। সে যাই হোক নেহেরুর এই বিকল্প প্রস্তাব সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন কিন্তু তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে বিরত থাকেন।

আসলে মাউন্টব্যাটেনের হাতে তখন ইতিমধ্যেই আরও একটি বিকল্প প্রস্তাব এসে গিয়েছে এবং এটি বহুলাংশে তাঁর মনঃপুতও হয়েছে। তিনি তাই খুব সাবাধানে এগোতে চাইছিলেন। এই প্রস্তাবটির জনক ভারত সরকারের বিফর্ম কমিশনার—রাও বাহাদুর ভি.পি . মেনন। মেনন জানিয়েছিলেন যে, বিগত বছরের (১৯৪৬) ডিসেম্বার কি এই বছরেরই (১৯৪৭) জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ওয়াভেলের আমলেই তাঁর মনে এই নোতুন পরিকল্পনার রূপরেখা উদয় হয়েছিলেন। তিনি তখন বিষয়টি নিয়ে প্যাটেলের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছিলেন এবং ক্রমে এ-কথাও বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর প্রস্তাব প্যাটেলের মনঃপুত হয়েছে। মেননের এই পরিকল্পনা তাঁর কয়েকটি বদ্ধমূল ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, যেমন

এক, ক্যাবিনেট মিশনের ছক অনুসারে অখণ্ড ভারতবর্ষ গঠন করা আর সম্ভব নয়। সেই আশা আপাতত আকাশ কুসুম ছাড়া আর কিছু নয়। এই ছকে যে ত্রি-স্তর শাসনতন্ত্রের (three-tier constitutional set-up) ব্যবস্থা করা হয়েছে তা এতই জটিল (unwieldy) যে কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা রীতিমত দুরুহ হতে পারে।

দুই, জিন্না তাঁর স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী থেকে কোন দিনই সরে আসবেন না। কিন্তু জিন্না তথা মুসলিম লীগের এই দাবী কংগ্রেসের কাছে যতই অযৌক্তিক বলে মনে হোক ব্রিটিশ জনমতের এক বৃহদংশ এই দাবীর প্রতি সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করে। সব চেয়ে বড় কথা ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রও (the Services) মুসলিম লীগের দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল।

উল্লেখিত দুটি বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মেনন সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশ বিভাগের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল, তা না হলে গোটা দেশটাই অপ্রতিরোধ্য গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হবে। তাছাড়া দেশ বিভাগ মেনে নিলে জিন্নার পক্ষে পাঞ্জাব, বাংলা, ও আসামের অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির উপরে আর দাবী জানানোর কোন উপায় থাকবে না। অর্থাৎ তাঁকে এই সব প্রদেশগুলিও ভাগ করার প্রস্তাবে রাজী হতেই হবে। কিন্তু ভারত বিভাগের প্রস্তাবে সকল পক্ষ একমত হলেও কার্যক্ষেত্রে দ্বিধা বিভক্ত ভারতে কি ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে তাই নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে। মেননের মতে বিভক্ত ভারতের দুটি অংশকে প্রথমে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিয়ে উভয় ডোমিনিয়নের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। মেনন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটসের সপক্ষে জোর সওয়াল করে কয়েকটি যুক্তি পেশ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস মেনে নিলে কয়েকটি সুবিধা পেতে পারবে। প্রথমত, এর ফলে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শান্তিতে সম্পূর্ণ হতে পারবে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত খোদ ব্রিটেনেও যার-পর-নাই সমাদৃত হবে এবং কংগ্রেস ব্রিটিশ জনগণের বন্ধুত্ব ও সদিচ্ছা অর্জনে সক্ষম হবে। তৃতীয়ত ব্রিটেন তথা ব্রিটিশ জনগণের সদিচ্ছা লাভ করলে কংগ্রেসের আর একটা মস্ত সুবিধা হবে এই যে সেক্ষেত্রে স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়নের প্রশাসনিক কাজ চালানোর জন্য ব্রিটিশ আমলাদের

পুরোপুরি সহযোগিতা অর্জন করা সম্ভব হবে। এই আমলাকুল যদি বিগড়ে থাকে তাহলে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় তারা নানা ভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ভারত যদি ডোমিনিয়ন মর্যাদা স্বীকার করে নেয় এবং ব্রিটেনও যদি ভারতের প্রতি প্রসন্ন থাকে তাহলে এদিক দিয়ে কোন অসুবিধে ভোগ করতে হবে না। তাছাড়া ভারতীয় সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর (যেগুলি এতদিন যাবৎ ব্রিটিশ অফিসারদের দ্বারাই পরিচালিত হোত) মধ্যেও একটা ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। চতুর্থত, ব্রিটেনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির রাজন্যবর্গকেও সহজেই প্রভাবিত করা যাবে। এই সব রাজারা ব্রিটিশের প্রতি একান্ত ভাবেই এত দিন ধরে অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং এটা সহজেই অনুমান কার যেতে পারে যে ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর এই সব রাজারা ব্রিটেনের আস্থাভাজন ভারত ডোমিনিয়নের সঙ্গেই সংযুক্ত হতে আগ্রহী হবেন। সব শেষে মেনন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস সম্পর্কে নানা রকমের অকারণ সংশয় দূর করবার জন্য বলেছিলেন যে ডোমিনিয়ানের মর্যাদা মেনে নেওয়া মানে কোন চিরন্তন বা স্থায়ী বন্ধন স্বীকার করা নয়। আসলে ডোমিনিয়ন ভারত যেমন স্বেচ্ছায় কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ করবে তেমনি তার ইচ্ছা মত ভবিষ্যতে যে-কোন দিন সে কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়েও আসতে পারবে। সুতরাং খন্ডিত ভারত যদি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস গ্রহণে সম্মত হয় তাহলে শাসক দল হিসাবে কংগ্রেস দেশের সর্বত্র বিরাজমান বিভেদকামী শক্তিগুলিকে দমন করে একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক সংবিধানের মাধ্যমে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। মেননের বিশ্বাস যে এই নয়া ভারত ডোমিনিয়নে সাম্প্রদায়িক সমস্যা তার সংবিধান রচনায় আর কোন অবাঞ্ছিত বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

মেনন তাঁর উপরোক্ত পরিকল্পনার কথা তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্যাটেলের কাছে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করলে তিনি সব দিক স্থির ভাবে বিবেচনা করে এই প্রস্তাব অনুযায়ী যদি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করানো যায় তাহলে এটি গ্রহণ করতে সম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি কংগ্রেস যাতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সে ব্যাপারে বিশেষ ভাবে নিজের প্রভাব খাটাবেন বলেও মেননকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্যাটেলের কাছে ভরসা পেয়ে তাঁর সামনেই তখন মেনন এই প্রস্তাবের একটা খসড়া প্রস্তুত করে বড় লাট ওয়াভেলের অনুমতি নিয়ে বিশেষ দূত মারফত খসড়াটি হোম গভর্নমেন্টের বিবেচনার জন্য, সেক্রেটারী অফ স্টেট পেথিক-লরেন্সের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হোম গভর্নমেন্ট কংগ্রেস যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের শর্ত মেনে নেবে এ-কথা চিন্তাই করতে পারে নি। তাছাড়া এই প্রস্তাবে যে প্যাটেলের সায় ছিল মেনন সে-কথা গোপন রাখায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোন রকম গুরুত্ব দিয়েই প্রস্তাবটি বিচার করে নি। ফলে তখনকার মত মেননের প্রস্তাবটি ধামা চাপা পড়ে থাকে। তবে মাউন্টব্যাটেন যে ভারতবর্ষে আসার আগেই লণ্ডনে অবস্থান কালে এই খসড়াটি দেখেছিলেন সে-কথা তিনি পরে মেননের কাছে কবুল করেছিলেন।[২৮]

আগেই বলা হয়েছে মাউন্টব্যাটেন ২৪ শে মার্চ (১৯৪৭) দিল্লীতে এসে দায়িত্ব গ্রহণ

করেন। ইতিমধ্যে মেনন-প্ল্যানটি মোটের উপর তাঁরও পছন্দ হয়েছিল এবং তিনি ইজমেকে ২৮শে এপ্রিল (১৯৪৭) লেখা একটি নোটে হোম গভর্নমেন্টকে মেনন-প্ল্যান সম্পর্কে যাতে অবহিত করা হয় সে জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। মেননের তৈরী করা এই তারিখে বিহীন একান্ত গোপনীয় নোটটি (মেননের এই নোটের শীর্ষ নাম Transfer of power as an interim arrangement on the basis of a Dominion Constitution) যথাসময়ে বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছিল।[২৯] অতঃপর মাউন্টব্যাটেনের ইচ্ছানুসারে মেনন তাঁর প্ল্যানটি সম্পর্কে ৯ই মে (১৯৪৭) তারিখে নেহেরুর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেন এবং জানতে পারলেন যে প্যাটেলের মত নেহেরুরও এই প্ল্যানটি পছন্দ হয়েছে। এই সংবাদে মাউন্টব্যাটেন এতটাই স্বস্তি বোধ করেন যে তিনি আর দেরী না করে ঠিক এর পরের দিনই (অর্থাৎ ১০ই মে ১৯৪৭) মেভিল (ভাইসরয়ের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারী), নেহেরু ও মেননকে নিয়ে যে বৈঠক হয়েছিল সেখানে নেহেরুকে আনুষ্ঠানিক ভাবে মেনন-প্ল্যান সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এ-বিষয়ে নেহেরুর অভিমতও জানতে চান। নেহেরু তখন সেই মিটিঙেই এই প্ল্যানটি গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তাঁকে জানিয়ে দেন।

ইতিমধ্যে ঐ একই দিনে (১০ই মে ১৯৪৭) ইজমে মারফত লণ্ডনে প্রেরিত (২রা মে ১৯৪৭) মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান বলকানটি মোটের উপর অনুমোদন করে হোম গভর্নমেন্ট যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তা ভাইসরয়ের হস্তগত হয়। হোম গভর্নমেন্টের এই নির্দেশ নেহেরু তথা কংগ্রেস মহলে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় মাউন্টব্যাটেনও বুঝে গিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে এক মাত্র মেনন-প্ল্যান গ্রহণ করতে পারলেই সব দিক রক্ষা হতে পারে। কাজেই ১২ই মে, (১৯৪৭) তারিখে তিনি ইণ্ডিয়া অফিসকে মেনন-প্ল্যান গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর সম্মতির কথা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেন। তবে প্ল্যানটিতে উল্লিখিত 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' শব্দটির প্রয়োগ নিয়ে ভবিষ্যতে যে কিছুটা ঝামেলা দেখা দিতে পারে সে ব্যাপারেও তিনি কিছুটা আশংকা প্রকাশ করেন-" It is apparent that the words 'Dominon Status' have an unfortunate association here. I would be grateful for any bring (? bright) ideas you may come across to get over this difficnlty"[৩০]

মেননের প্ল্যানই যে শেষ পর্যন্ত সব পক্ষ মেনে নেবেন এটা মোটামুটি বুঝে যাওয়ার পর মাউন্টব্যাটেন স্বয়ং মেননকেই তাঁর প্ল্যানের ভিত্তিতে সম্ভাব্য চুক্তির প্রধান বিষয়গুলি (Heads of Agreement) উল্লেখ করে একটা খসড়া প্রস্তুত করার জন্য অনুরোধ করেন। ইতিপূর্বে বিলাতের কর্তৃপক্ষ ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যাপারে সব কিছু চূড়ান্তভাবে স্থির করার জন্য মাউন্টব্যাটেনকে অবিলম্বে লণ্ডনে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। ভাইসরয়ও কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির হওয়ার আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কাজটুকু সেরে নিতে চেয়েছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি তড়িঘড়ি মেননকে

ডেকে Heads of Agreement- এর খসড়াটি তৈরী করে ফেলতে নির্দেশ দেন। ১৬ই মে (১৯৪৭) তারিখে মেনন তাঁর খসড়াটি ভাইসরয়ের কাছে জমা দিয়েছিলেন। খসড়ার প্রধান বিষয়গুলি ছিল এই রকম ঃ

এক. দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে যদি ভারতবর্ষে দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্তে সকল পক্ষই একমত হন তাহলে প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য একটি করে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা হবে এবং সেই দুইটি সরকারকে তাদের নিজস্ব সংবিধান সভা সহ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। "That in the event of a decsion that there should be two sovereign States in India,the central Goverment of each State should take over power in responsibility to the existing Constituent Assemblies (again) on a Dominion Status basis..."

দুই. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। তবে তার আগে ডোমিনিয়ন স্টাটাস প্রস্তাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উক্ত আইনকে কিছুটা পরিমার্জিত করে নেওয়া হবে। "That the transfer of power in either case should be on the basis of the Government of India Act of 1935, modified to conform to the Dominion Status position."

তিন. প্রদেশগুলিকে ভাগ করার ব্যাপারে ঐকমত্য সিদ্ধান্ত হলে এই কাজ সমাধা করার জন্য একটি সীমানা কমিশন তৈরী করা হবে। "That a Commission should be appointed for the demarcation of boundaries in the event of a decision in favour of partition,"

উপরোক্ত তিনটি বিষয় ছাড়াও মেননের খসড়ায় দেশ বিভাগের সময় সেনা বাহিনীকে কিভাবে ভাগ করা হবে সে ব্যাপারেও কিছু নির্দেশ লিখে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া পার্টিশানের পরে প্রতিটি ডোমিনিয়নভুক্ত প্রদেশে যে কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ গর্ভনর নিযুক্ত করা হবে সেই প্রস্তাবও এই খসড়ায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। মেনন আরও প্রস্তার করেন যে দেশভাগের সময় বর্তমান ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনকেই উভয় ডোমিনিয়নের জন্য যুগ্মভাবে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হবে (যদিও জিন্নার আপত্তির জন্য শেষ পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেনকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল করা যায় নি)।

মেননের এই খসড়া নেহেরু ও প্যাটেল (কংগ্রেস), জিন্না ও লিয়াকৎ আলি খান (মুসলিম লীগ) এবং বলদেব সিং (শিখ সমাজ) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এর পর ১৮ই মে (১৯৪৭) মেননকে সঙ্গে নিয়ে মাউন্টব্যাটেন এই খসড়া সহ লণ্ডনে রওনা হয়ে যান। আর হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টেও অচিরেই দেশ বিভাগ সহ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ও স্বাধীনতার এই নয়া পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন।

দেশবিভাগ সহ ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত মেনন-প্ল্যানটি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করার পর স্থির হয় যে আগামী ৩রা জুন (১৯৪৭) তারিখে লণ্ডনে হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্ট এই বিষয়ে একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দেবেন। ঐ দিন প্রধান মন্ত্রী এ্যাটালি হাউস

অফ কমন্সে এবং সেক্রেটারী অফ স্টেটস লিস্টওয়েল হাউস অফ লর্ডসে একযোগে এই বিবৃতি পাঠ করবেন। এই বিবৃতির মাধ্যমে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গে সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু ৩রা জুনের এই সরকারী বিবৃতিটি ঘোষিত হওয়ার আগে অতি সাবধানী মাউন্টব্যাটেন সকল বিষয় আরও ভাল ভাবে পাকা করে নেওয়ার জন্য কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে গোটা বিষয়টা আরও একবার ঝালিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কাজেই ২রা জুন (১৯৪৭) দিল্লীতে ভাইসরয়ের প্রাসাদে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। এই বৈঠকে নেহেরু, প্যাটেল এবং আচার্য কৃপালনী (কংগ্রেস) ও জিন্না, নিস্তার, লিয়াকৎ আলি খান (মুসলিম লীগ) এবং সর্দার বলদেব সিং (শিখ সমাজ) সহ সরকারের তরফে ভাইসরয় স্বয়ং এবং লর্ড ইজমে, স্যার ই. মেভিল ও লেফট্যানেন্ট-কর্নেল আর্সকিন ক্রাম উপস্থিত ছিলেন। বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত L/P & J/10 সিরিজের অন্তর্ভুক্ত নথি পত্রে এই বৈঠকের কার্য বিবরণী (minutes) লিপিবদ্ধ করা আছে। এই বিবরণী পাঠ করে জানা যায় যে ২রা জুনের ঐ আলোচনা সভায় ভাইসরয় প্রধানত যে-কয়টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছিলেন সেগুলি ছিল এই রকমঃ

এক. ভাইসরয় বলেন যে বিগত প্রায় আড়াই মাস সময় ভারতীয় রাজনীতির জটিলতা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে তাঁর ধারণা হয়েছে যে কংগ্রেস নীতিগত ভাবে দেশ বিভাগের বিরোধী হলেও এখন বাস্তব অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে মুসলিম লীগ যদি মুসলিম প্রদেশগুলি থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করতে দিতে রাজী থাকে তাহলে তারাও দেশ বিভাগ মেনে নেবে বলে জানিয়েছে। কিন্তু জিন্না প্রদেশগুলি ভাগ করার ব্যাপারে সম্মত নয়। এমতাবস্থায় ভাইসরয় হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন যে বিবদমান দুইটি পক্ষের মধ্যে কোন এক পক্ষের দাবী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অপর পক্ষের দাবী নীতিগত কারণেই গ্রহণ করা যায় না—"He had made clear to His Majesty's Government the impossibilites of fully accepting the principles of one side and not of the other".

দুই. ভাইসরয় বলেন যে গোটা পাঞ্জাব অঞ্চলের সর্বত্রই শিখরা এমন ভাবে ছড়িয়ে আছেন যে এই প্রদেশটি ভাগ করা হলে গোটা শিখ সমাজেই ভাঙন দেখা দেবে। কিন্তু তবুও শিখরা নিজেরাই যখন প্রদেশ বিভাগই পছন্দ করছেন তখন কোন মনগড়া ধারণা বা আনুমানিক ভিত্তিতে (notional partition) ভাগাভাগি না করে সীমানা কমিশনের নির্দেশ অনুসারেই এই কাজটি করা যুক্তিযুক্ত হবে।

তিন. ভাইসরয়ের আলোচনা সভায় শহর কলকাতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হয়। ভাইসরয় বলেন যে কলকাতার ভবিষ্যৎ, রেফারেণ্ডাম (referendum) করে স্থির করার জন্য মুসলিম লীগ সদস্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দাবী জানিয়েছিলেন। কলকাতায় বসবাসকারী তপশিলী সম্প্রদায়ের লোকেরা রেফারেণ্ডাম হলে

পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য অভিমত দেবেন বলে যোগেন্দ্রনাথের ধারণা। কিন্তু ভাইসরয় বলেন যে ১৯৬৬সালের জনগণনার হিসাবে দেখা গিয়েছে যে কলকাতায় বসবাসকারী ২৫ লক্ষ হিন্দুদের মধ্যে ৫৫ হাজার জন মাত্র তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাছাড়া আরও ৪লক্ষ ৯৮হাজার জন মুসলমানও এই শহরের বাসিন্দা। কিন্তু এই দুই শেষোক্ত শ্রেণীর মিলিত সংখ্যাও হিন্দুদের তুলনায় ঢের কম। ভাইসরয় আরও বলেন যে বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় শহর কলকাতায় তপশিলী নাগরিকদের সংখ্যা এতটাই কম ছিল যে তাঁদের জন্য শহরে কোন একটি আসনও সংরক্ষিত ছিল না। এমতাবস্থায় তাঁদের দাবী অনুযায়ী রেফারেণ্ডামের ব্যবস্থা করার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে তিনি মনে করেন না। তাছাড়া কলকাতার ক্ষেত্রে এই রকম বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার আরও অনেক অসুবিধা আছে। কেননা সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক শহরের ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবী উঠতে পারে। তার ফলে ভবিষ্যতে নানারকম জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে—"...the principle if applied in Calcutta, would have to be applied elsewhere which would result in endless complications."

চার. দেশভাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার সময় দেখা যেতে পারে যে ইণ্ডিয়া তথা হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের যে-কোন একটি রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী কোন সন্নিহিত অঞ্চলে (contiguous area) সেই রাষ্ট্রের বাসিন্দা বিপরীত সম্প্রদায়ের মানুষ অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। তখন এই এলাকাগুলি যাতে সন্নিহিত রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবার জন্য ভাইসরয়কে ইতিমধ্যেই অনেকে অনুরোধ জানিয়েছেন ("to consider arrangements whereby certain contiguous areas in which there was a majority of the opposite community should he transferred.") ভাইসরয়কে বিহারের পূর্ণিয়া ও সিন্ধু প্রদেশের কয়েকটি এলাকায় এই রকম বৈপরীত্য দেখা দিতে পারে বলে আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। কিন্তু ভাইসরয় জানান যে এই রকম ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনা করে সীমানা কমিশনের মাধ্যমেই সমস্যাটি সমাধান করতে হবে—"It would have to be dealt with separately, by agreement between the two parties and through the medium of the Boundary Commisions."

পাঁচ. ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রসঙ্গে আলোচনার সময় ভাইসরয় বলেন যে ব্রিটিশ সরকার যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি সেরে ফেলতে আগ্রহী। তাছাড়া ভারতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকেও তাঁকে সর্বদাই জানানো হয়েছে যে তাঁরা চান যে আগে দেশভাগের কাজটা সম্পূর্ণ করে তার পরেই যথা সত্বর সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। এমতাবস্থায় এই জুলাই মাসের মধ্যেই পার্লামেন্টের চলতি অধিবেশনে ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত বিলটি পেশ করা হবে এবং সেটি যাতে এই অধিবেশনেই আইন (Act) হয়ে পাশ হয়ে যায় সে জন্য পার্লামেন্টের সকল পক্ষের সদস্যই উদ্যোগী হবেন বলে জানা গিয়েছে। এমন কি বিরোধী কনজার্ভেটিভ দলের নেতা চার্চিলও এ ব্যাপারে সরকার পক্ষকে পূর্ণ সহায়তা দান

করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমতাবস্থায় ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের ভিত্তিতেই আগে ক্ষমতা সমর্পণ করা হবে। তার পরে উপমহাদেশের দুটি সরকার আপন ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন দিন কমনওয়েলথ ছেড়ে আসতে পারবেন—"Power would, therefore, be demitted on a Dominion Status basis in the first instance. Thereafter the new India Government or Governments would be completely free to withdraw from the Commonwealth whenever they so wished"

ভাইসরয়ের আলোচনা বৈঠকে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় ছাড়াও আরও আনেকগুলি আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাউন্টব্যাটেন এই মিটিঙে আমন্ত্রিত নেতাদের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত এই সব প্রস্তাবে তাঁদের সম্মতি আছে কিনা তা স্পষ্ট ভাষায় জানাতে অনুরোধ করেন। নেতৃবৃন্দ অবশ্য এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্মতি জানালেও, তাঁদের নিজ নিজ দলের সঙ্গে আলোচনা না করে দলীয় পর্যায়ে এই বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে অস্বীকার করেন। মাউন্টব্যাটেন বলেন যে তিনি সেই মুহূর্তেই দলীয় সিদ্ধান্তের কথা জানতে চানও না। তবে নেতৃবৃন্দ যদি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে কথা দেন যে তাঁরা নিজেরা এই সব প্রস্তাব গ্রহণে স্বীকৃত আছেন তাহলে তাঁদের কথার উপর ভিত্তি করেই আগামী কাল অর্থাৎ ৩রা জুন (১৯৪৭) হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্ট বিবৃতি দিতে সক্ষম হবেন। তিনি এই বয়ানের একটি করে খসড়া প্রতিজন নেতাকে দিয়ে ঐ দিনই (অর্থাৎ ২রা জুন) মধ্যরাতের মধ্যে এই বিষয়ে তাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত তাঁকে জানিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিলেন।

৩রা জুনের সরকারী বিবৃতি ঘোষিত হওয়ার ঠিক আগের দিন দিল্লীর ভাইসরয় প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভার কার্য বিবরণী মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করলেই বোঝা যায় যে মাউন্টব্যাটেন খুব সর্তকতার সঙ্গে এগোতে চাইছিলেন যাতে সরকারের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ভাবে একবার গৃহীত হবার পর নেতারা কোন ছুতোয় তাঁদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়ার সুযোগ না পান। অনুমান হয় যে ভারতীয় নেতাদের মতিস্থিরতা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। তিনি জানতেন যে বিগত এক বছর অর্থাৎ ক্যাবিনেট মিশনের সময় থেকেই উপমহাদেশের নেতৃবৃন্দ কেমন সুচতুর ভাবে নানা বিষয়ে একবার একটা কথা দিয়েও কিছু দিন বাদেই সুবিধামত তাঁদের অবস্থান থেকে সরে এসে সরকারকে বিপাকে ফেলেছিলেন। মিশন-প্রস্তাবে মোটের উপর সম্মতি জানিয়ে এবং সংবিধান সভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার পরেও সরকারের তরফে আয়োজিত সকল ব্যবস্থা তাঁরা একদা অনায়াসেই বানচাল করে দিয়েছিলেন। অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেওয়ার পরেও তাঁরা সরকারের কাজে কেমন করে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে অচলাবস্থা তৈরী করেছিলেন সে খবরও মাউন্টব্যাটেনের অজানা ছিল না। সব চেয়ে বড় কথা তাঁর পূর্বসূরি ওয়াভেলের আমলের হিন্দু-মুসলমানের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস কাহিনীও তাঁর জানা ছিল। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াতে যদি সকল পক্ষের সমর্থন না থাকে তাহলে যে-কোন এক পক্ষের নির্দেশে দেশব্যাপী আবারও

অবিশ্রাম রক্তপাত ও চূড়ান্ত অশান্তি দেখা দিতে পারে এ কথা তিনি জানতেন এবং এই আশঙ্কায় তিনি সদাই সন্ত্রস্ত ছিলেন। কাজেই তিনি সমবেত নেতৃবৃন্দের কাছে এইটুকু প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন যে আলোচনা সভায় দেশ বিভাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত যে প্রস্তাবটি পেশ করা হয়েছে তা শান্তিপুর্ণ ভাবে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তাঁরা যেন সরকারের সঙ্গে যথার্থ সদিচ্ছা সহকার সহযোগিতা করেন— "He was, however, asking them to accept it in a peaceful spirit and to make it work without bloodshed, which would be the inevitable consequence if they did not accept it" উপমহাদেশের সকল পক্ষের নেতৃবৃন্দ এই ব্যাপারে তাঁকে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও ভাইসরয় যে খুব আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন তা নয়। তিনি নেতাদের জানালেন যে হিজ ম্যাজিস্টিজ গভর্নমেন্টের নির্ধারিত বিবৃতিটি ঘোষিত হওয়ার দিন তিনি সেই রাত্রেই অল-ইণ্ডিয়া রেডিও মারফত এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একটি বেতার ভাষণ দেবেন বলে মনস্থ করেছেন। ভাইসরয় জানান যে তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে তাঁর বেতার বিবৃতির পরেই পণ্ডিত নেহেরু ও জিন্নাও যেন একই ভাবে আলাদা করে একটি বেতার ভাষণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। আসলে মাউন্টব্যাটেন উপমহাদেশের নেতাদের সব দিক দিয়েই বেঁধে ফেলার আয়োজন করেছিলেন। নেতারাও মাউন্টব্যাটেনকে বিমুখ করেন নি। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভাইসরয়ের বেতার ভাষণের অব্যবহিত পরেই তাঁদের সকলেরই (নেহেরু, জিন্না এবং বলদেব সিং) বিবৃতি রেডিও মারফৎ সম্প্রচারিত হয়েছিল।[৩১]

ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে অধিবেশন মোটামুটি সফল হওয়ার পরে ভাইসরয় সেই মুহূর্তে লিস্টওয়েলকে টেলিগ্রাম করে সকল বিষয় অবগত করেন। তিনি জানান যে এখনও পর্যন্ত সব কিছু ভাল ভাবেই মিটেছে, তবে এ যাবৎ ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ভাল ভাবে মিটে যাওয়ার পরেও পরবর্তী পর্যায়ে যে সব কিছু ভেস্তে গেছে সেই সব ঘটনার কথা মনে করে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন—"so far so good, but we must remember that in the past dificulties have often arisen in the second and subsequent rounds."[৩২] মাউন্টব্যাটেনের দুশ্চিন্তার সঙ্গত কারণও ছিল। তিনি জানতেন যে কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে মোটামুটি বোঝাপড়া হয়ে গেলেও গোটা পার্টি যাঁর ইচ্ছা কখনও অমান্য করতে পারে নি ভারতবর্ষের রাজনীতির সেই অসামান্য ব্যক্তিত্বময় পুরুষ গান্ধীজি কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পরিচালনায় ও উদ্যোগে দেশকে ভাগ করার ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। গান্ধীজির এইরকম তীব্র দেশ বিভাগ বিরোধী মনোভাব যে শেষ পর্যন্ত কী অনর্থ ঘটাবে সেই চিন্তাতেই ভাইসরয় সব সময় আতঙ্কিত হয়ে ছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন অনর্থ ঘটে নি। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে প্রত্যাশা মতই হিজ ম্যাজেষ্টিজ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি হাউস অফ কমন্সে এবং সেক্রেটারী অফ স্টেটস লিস্টওয়েল হাউস অফ লর্ডসে সরকারী বিবৃতি জারি করেন এবং ঐ দিনে ঐ একই সময়ে এই বিবৃতি ভারতবর্ষেও প্রচারিত হয়েছিল। বিবৃতিটি একটি

পরিশিষ্ট সহ (Appendix) মোট ২১টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত ছিল। চার নম্বর অনুচ্ছেদের যে-সব জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে (The issues to be decided) শীর্ষক অংশেই সরকারী নির্দেশনামার মূল কথাটি ঘোষণা করা হয়েছিল। এই নির্দেশ বলা হয় যে বর্তমানে যে সংবিধান সভাটি চালু রয়েছে এবং যেটি দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নে যেমন কাজ করছে তাকে সেইভাবেই কাজ করে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে যেহেতু দেশের বেশ কয়েকটা প্রদেশ থেকে নির্বাচিত মুসলিম লীগ প্রতিনিধিগণ এই সংবিধান সভায় যোগ দিতে অসম্মতি জানিয়েছেন সেই কারণে এই সব প্রদেশগুলিকেই বর্তমানের চালু সংবিধান সভায় একযোগে অথবা আর একটি পৃথক সংবিধান সভা গঠন করে তাদের জন্য আলাদা ভাবে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হবে কি-না সেই ব্যাপারটি স্থির করার দায়িত্ব দিতে হবে। এই কাজটি সমাধা হয়ে গেলে সরকার তখন কোন্ পক্ষ বা পক্ষ দুটির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন :

"His Majesty's Government are satisfied that the procedure outlined below embodies that best practical method of ascertaining the wishes of the people of such areas on the issue whether their constitution is to be framed

(a) in the existing Constituent Assembly, or

(b) in a new and separate Constituent Assembly consisting of the representatives of those areas which decide not to participate in the existing Constituent Assembly.

When this has been done, it will be possible to determine the authority or authorities to whom power be transferred"[৩৩]

ঘোষণাটিতে যে -সব অঞ্চল ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। এগুলি হল বাংলা ও পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ব্রিটিশ বালুচিস্তান এবং আসাম। দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য নোতুন কোন ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয় নি। সেগুলির জন্য ক্যাবিনেট মিশনে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই বলবৎ থাকবে বলে স্থির হয়েছিল। তবে এই ঘোষণায় ক্ষমতা হস্তান্তরের সঠিক তারিখ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করে এ্যাটলির পূর্ব ঘোষিত জুন ১৯৪৮-এর মধ্যেই এই কাজটি যাতে সমাধা করা যায় সেজন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের চলতি অধিবেশনেই বিল পেশ করার আশা ব্যক্ত করা হয়েছিল।[৩৪]

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টের উপরোক্ত বিবৃতির মধ্যে অন্তত প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদে কোথাও দেশভাগ বা পার্টিশান কথাটি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয় নি। ব্রিটিশ সরকারের বিবেকের সুপ্ত দংশন বা তার কূটনীতি ও সূক্ষ্ম আইনী বুদ্ধি যে কারণেই হোক সরকারী বিবৃতির একমাত্র ষষ্ঠ অনুচ্ছেদেই সর্ব প্রথম পার্টিশন শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং তা-ও বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার প্রসঙ্গেই শব্দটি ব্যবহার করা হয়—"The members of the two parts of

each Legislative Assembly separately will be empowered to vote whether or not the Province should be partitioned". অবশ্য শব্দটির ব্যবহারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা হলেও দেশটা যে ভাগ হতে চলেছে সে কথা বুঝতে কোন অসুবিধে ছিল না। আসলে ব্রিটিশ সরকার বোঝাতে চেয়েছিলেন যে পার্টিশানের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভারতবাসীদের একান্ত ভাবেই নিজস্ব বিবেচনা। সুতরাং এমতাবস্থায় সরকারের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কোন রকম আগাম ইঙ্গিত না দেওয়াই ভাল।

কিন্তু এই একটি ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনকে অনেক বেশী স্পষ্টবক্তা ও দ্ব্যর্থহীন বলে মনে হয়। ৩রা জুনের লন্ডন বক্তৃতার আগেই ঐ দিন ভাইসরয় সন্ধ্যা সাতটার সময় তাঁর বেতার ভাষণে বলেন যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবটি যদি উপমহাদেশের নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করতেন তাহলে সব চেয়ে ভাল হত, কেননা সে-ক্ষেত্রে দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখা যেত। কিন্তু এই প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হল এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ কোন অনিচ্ছুক সম্প্রদায়ের উপর যখন নীতিগত কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শাসন জবরদস্তি করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না তখন জবরদস্তির একমাত্র বিকল্প হিসাবে পার্টিশান মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। "To my great regret it has been impossible to obtain agreement either on the Cabinet Mission Plan, or any other plan that would preserve the unity of India. But there can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority, to live against their will under a Government in which another community has a majority. And the only alternative to coercion is partition."[৩৫]

মাউন্টব্যাটেন আরও বলেন- মুসলিম লীগ ভারত ভাগ করার দাবী জানিয়েছে। কংগ্রেসেও লীগের যুক্তি অনুসরণ করে কয়েকটি প্রদেশ ভাগ করতে চাইছে। এ ক্ষেত্রে ভাইসরয় কংগ্রেসের দাবীকে অকাট্য বলেই মনে করেছিলেন। বস্তুত কোন পক্ষই প্রদেশের যে-সব বিরাট অংশে তাদের নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেগুলি বিপক্ষ সম্প্রদায়ের শাসনাধীন রাখতে নারাজ। মাউন্টব্যাটেন বলেন যে তিনি অবশ্য যে-কারণে ভারত বিভাগের বিপক্ষে সেই একই কারণে প্রদেশগুলিও ভাগাভাগি করার বিরোধী। সকল রকম সাম্প্রদায়িকতা বোধের উর্ধ্বে একটা নিখিল ভারতবর্ষীয় চেতনায় যেমন তিনি বিশ্বাস করেন তেমনই তিনি এটাও বিশ্বাস করেন যে একটা সর্বজনীন পাঞ্জাবী ও বাঙালীয়ানার চেতনাও সেই এলাকার মানুষের মনে তাদের প্রদেশগুলির প্রতি আনুগত্যের বন্ধন রচনা করেছে। এই বিশ্বাসের জোরেই তিনি মনে করেন যে পার্টিশান বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ভারতবর্ষের মানুষের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে তিনি এ-কথাও বলেন যে পাঞ্জাব, বাংলা এবং আসামের কিয়দংশ এলাকায় ভাগাভাগির সময় সেই সব অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করা গেলেও এ ব্যাপারেও শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু সীমানা কমিশনের হাতেই ন্যস্ত করতে হবে।

এ্যাটলি এবং লিস্টওয়েলের বিবৃতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার বিশদ ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে ব্যাপারটি স্থির করবার দায়িত্ব গভর্নর-জেনারেলের উপরেই ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সম্ভবত সেই কারণে এখানে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস চালু করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কোন রকম ব্যাখা দেওয়া হয় নি। মাউন্টব্যাটেনের বেতার ভাষণে এই ফাঁকটি পূরণ করা হয়েছিল। মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন যে পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী যদি দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয় তাহলে দুইটি অসুবিধার মোকাবিলা করা দরকার। প্রথমত ব্রিটিশ সরকারকে যদি উপমহাদেশের পার্টিশন হওয়া এবং বিশেষ করে সংবিধান প্রণয়নের কাজ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাহলে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য অনির্দিষ্ট কাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে। পক্ষান্তরে সংবিধান সভার কাজ শেষ হওয়ার আগেও সংবিধান বিহীন কোন দেশের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে আসা সম্ভব নয়। এই উভয় সংকটের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে। কারণ ডোমিনিয়ান গঠনের প্রস্তাব কার্যকরী করতে কয়েক মাসের বেশী সময় লাগবে না এবং হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টও এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। এইটি যদি করা যায় তাহলে এমন-কি ক্ষমতা হস্তান্তর করার যে সময় সীমা ইতিপূর্বে নির্ধারিণ করা হয়েছে (অর্থাৎ জুন, ১৯৪৮) তারও ঢের আগে এই কাজটি সমাধা করা যাবে।

মাউন্টব্যাটেনকে অনেকেই আত্মপ্রচারলোভী, দাম্ভিক, ক্ষমতাপরায়ণ এমন-কি নিষ্ঠুর বলেও বর্ণনা করেছেন। তিনি আসলে কি ছিলেন সে বিচার না করেও বলা যায় যে ৩রা জুনে (১৯৪৭) তাঁর বেতার ভাষণের সংযত আবেগ উপমহাদেশের মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। ভারতীয় রাজনীতির স্বার্থমগ্ন মালিন্য হয়ত তাঁকে হতাশ করেছিল। কিন্তু তবুও একমাত্র সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত অখণ্ড ভারতবর্ষ গঠনের মাধ্যমেই উপমহাদেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হরে পারে এই বিশ্বাসে তিনি অবিচল ছিলেন। এ-দেশের সাম্প্রদায়িক সখ্যতার মহান ঐতিহ্যের কথাও তিনি কখনও বিস্মৃত হন নি—

> "Nothing I have seen or heard in the past few weeks has shaken my firm opinion that with a reasonable measure of goodwill between the communites a unified India would be by far the best solution of the problem.
>
> For more than a hundred years 400 hundred millions of you have lived together and this country has been administered as a single entity..."

ঝানু রাজনীতিকের মুখে এই উজ্জ্বল আশার বাণী দেশবাসীর মনে যে হাহাকার সৃষ্টি করেছিল সে-কথা সহজেই অনুমেয়।

মাউন্টব্যাটেনের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঐ একই দিনে ভাইসরয়ের পরেই

নেহেরুর বেতার ভাষণটি সম্প্রচারিত হয়েছিল। নেহেরু তাঁর ভাষণে বিগত নয় মাসে অন্তর্বর্তী সরকার পরিচালনার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সে-কথা স্মরণ করে বলেন যে এই কয় মাস ভারতবর্ষের মানুষকে অবর্ণনীয় দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। অনেক মানুষের রক্ত ঝরেছে, অনেকে গৃহহারা হয়েছে এবং অনেক নারীকে সহ্য করতে হয়েছে সম্ভ্রম হানির নিদারুণ যন্ত্রনা। নেহেরু এঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে বলেন :

> আজকে আমি আপনাদের কাছে এমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে বলতে এসেছি যখন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা এইমাত্র আপনারা শুনেছেন। এই ঘোষণায় ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চলের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এক দিকে যেমন এই সব অঞ্চলগুলিতে ভারত থেকে বিছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তেমনই অপর দিকে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে বড় রকমে অগ্রসর হওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই বিশাল পরিবর্তন সাধিত হওয়ার আগে অবশ্যই জনগণের সম্মতি লাভের প্রয়োজন, কেননা এটা তো মনে রাখতেই হবে যে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ একমাত্র ভারতের অধিবাসীরাই নির্ধারণ করে দিতে পারেন—কোন বিদেশী শক্তি, তা সে যতই কেন -না বন্ধুভাবাপন্ন হোক এটা করতে পারে না।
>
> এই প্রস্তাবগুলি জনপ্রতিনিধিগণের সভায় বিবেচনার্থে শীঘ্রই পেশ করা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সময় দ্রুত গড়িয়ে চলেছে। তাই সিদ্ধান্তের জন্য স্বাভাবিক ঘটনাক্রমের অপেক্ষায় থাকলে চলবে না। সত্য বটে জনগণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই আমাদের মেনে নিতে হবে। কিন্তু জনগণের পক্ষে সাধারণ গ্রাহ্য কিছু সিদ্ধান্ত আমাদেরই অনুমোদন করতে হবে। আমরা তাই স্থির করেছি যে এই প্রস্তাবগুলিই মেনে নিয়ে আমাদের অনুমোদন সহ সেগুলি বৃহত্তর কমিটির কাছে পেশ করব যাতে তারাও একইভাবে সেগুলি গ্রহণ করেন। আমি যে খুব আনন্দিত হৃদয়ে এই প্রস্তাবগুলি আপনাদের কাছে অনুমোদন করছি তা নয়, যদিও এটাই যে সঠিক পন্থা সে বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। আমারা একটা মুক্ত, স্বাধীন এবং অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন সম্ভব করার জন্য কয়েক পুরুষ ধরে সংগ্রাম করেছি। দেশের কয়েকটি অংশকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী বিছিন্ন হওয়ার অধিকার দানের প্রস্তাব আমাদের পক্ষে অকল্পনীয় রকম বেদনাদায়ক। তথাপি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে আমাদের বর্তমান সিদ্ধান্তই যে সঠিক সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। কোন বাধ্যতাবোধ বা চাপ নয়—আমরা স্বাধীন মানুষের স্বেচ্ছাগঠিত সমবায়ের ভিত্তিতেই অখণ্ড ভারত গড়ার জন্য সংগ্রাম করেছি। হয়ত ভিন্ন কোন পথের চেয়ে এইভাবে আরও

তাড়াতাড়ি আমরা অখণ্ড ভারতবর্ষের লক্ষ্যে এক দিন পৌঁছে যাব এবং দেশ এই ভাবেই আরও শক্তিশালী ও মজবুত ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে। আমরা কয়েকজন নিতান্ত ক্ষুদ্র মানুষ একটা বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথে এগিয়ে চলেছি এবং এই মহান সংকল্পের গুরুভার, আমাদেরই উপর বর্তেছে। ভারতবর্ষ এবং পৃথিবী জুড়ে,আজ, বিপুল শক্তির কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। আমার সন্দেহ নেই যে ভারতবর্ষের সেই মহান সম্ভাবনাময় যুগের সূচনা আমরাই করতে চলেছি। যে ভারতবর্ষ তার ভুগোল,ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সমগ্রতায় আমাদের হৃদয় ও মানসলোকে বিরাজমান তার ক্ষয় নেই। তাই আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা এই প্রার্থনাই করব যে আমরা যেন সমগ্র মানবজাতি এবং মাতৃভূমির সেবায় সঠিক পথের লক্ষে চলতে পারি। অতীত এবং বর্তমানের যুগান্তর সন্ধিক্ষণে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। মৃত অতীতকে সমাধিস্থ করে আমরা যেন সকল তিক্ততা ও বিসংবাদ ভুলে যেতে পারি। আমাদের লেখায় ও বাচনে যেন সংযম ফিরে আসে। আমরা যেন শক্তি ও অধ্যবসায় সহকারে আমাদের হৃদয়ের মহান ব্রত ও আদর্শে তন্নিষ্ঠ থাকতে পারি। সুলভ আশাবাদ, আত্মতুষ্টি অথবা দুর্বলতা নয়, বরং ভারতবর্ষ সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় এবং গভীর আস্থা বোধ সম্বল করেই আমরা ভবিষতের মুখোমুখি হতে চাই। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নির্লজ্জ ভাবে অমর্যাদাকর ও নিকৃষ্ট ধরনের হিংসার প্রসার ঘটে চলেছে। এ-সবের অবসান ঘটাতেই হবে এবং এ-ব্যাপারে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই যে হিংসার মাধ্যমে বর্তমানে বা ভবিষ্যৎ কালেও কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেওয়া হবে না।

ভারতবর্ষের এই বিপুল পরিবর্তনের প্রাক্ মুহূর্তে আমাদের সবল হৃদয়ে, সহনশীল ও একাগ্রচিত্তে এবং স্বচ্ছ দৃষ্টি ও কঠিন প্রতিজ্ঞা সহকারে নোতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে। আমাদের কারও প্রতি বিদ্বেষ নেই। আমরা প্রতিটি ভারতবাসীকে ভ্রাতা ও বন্ধু হিসাবে মনে করতে চাই। ৪০০,০০০,০০০ ভারতবাসীর মঙ্গলই আমাদের একমাত্র কাম্য। অতীতের সমস্ত দুর্বহ স্মৃতি ভুলে গিয়ে আমরা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে নোতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করব।[৩৬]

নেহেরুর বক্তৃতায় সকল প্রকার সম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে তাঁর সর্বজনীন মানবিকতা বোধ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবে তাঁর নিজের দ্বার্থহীন সমর্থনের কথাও ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু জিন্নার ঐ একই দিনের বেতার ভাষণে এই উদার মনোভাব এবং সরকারী প্রস্তাবের প্রতি তাঁর শর্তহীন সমর্থনের আভাস খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেকুলার নেহেরু নব ভারতের জন্মলগ্নে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন নি। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উপমহাদেশের ৪০ কোটি মানুষের সদিচ্ছার উপর নির্ভর

করে সকল প্রকার হিংসা ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে আগামী দিনের নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলবার জন্য শপথ নিয়েছিলেন। আর জিন্না উপমহাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য বিশেষ করে মুসলিম জনগণের কাছেই আবেদন জানিয়েছিলেন—"I most earnestly appeal to every community and particularly to Moslems in India to maintain peace and order." একই সঙ্গে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি নিরীশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও জাতির এই সংকটময় মুহূর্ত পেরিয়ে আসার জন্য আল্লার দোয়া প্রার্থনা করতেও ভোলেন নি— "I pray to God that at this critical moment He may guide us to enable us to discharge our responsibilities..." আর সরকারী প্রস্তাবে সমর্থন জ্ঞাপনের প্রশ্নে তিনি নানা বিষয়ে তাঁর অসন্তুষ্টির কথাও নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিয়েছিলেন— "It is clear the plan does not meet in some important respects our point of view, and we cannot say or feel that we are satisfied or that we agree with some of the matters dealt with by the plan," হয়ত বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের প্রস্তাব যা-তাঁকে অনিচ্ছা সহকারে মেনে নিতে হয়েছিল এবং যার ফলে তাঁকে সেই পোকায় কাটা পাকিস্তান ("moth -eaten Pakistan") বরাদ্দ নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়েছিল সেই জন্যই তাঁর এত উষ্মা ও অভিমান। তাই সরকারী প্রস্তাব সম্পর্কে মুসলিম লীগের মোটামুটি সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া কথা বলার পরেও জিন্না জানালেন যে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করেন যে এই প্রস্তাবের অগ্রপশ্চাৎ সকল দিক ভাল করে বিবেচনা করেই তঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়া কর্তব্য—"But for us the plan has got to be very carefully examined in its pros and cons before a final decision can be taken."

ইতিহাস জানে এই শেষ সিদ্ধান্তের নাম 'দেশ বিভাগ'। এই পরিণাম এতই অমোঘ যে দেশভাগের অনেক আগেই নেহেরু তাঁর বেতার ভাষণে 'জয় হিন্দ' বলে আগামী দিনকে বর্তমানেই প্রতিষ্ঠিত করতে ভোলেন নি, যেমন ভোলেন নি জিন্না-যাঁর বক্তৃতা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'ধ্বনি দিয়েই শেষ হয়েছিল।[৩৭]

নেহেরুর বা জিন্নার তুলনায় বলদেব সিং-এর ঐ একই দিনের বেতার ভাষণে আত্মসমালোচনা তথা আত্মবিলাপের সুরটি অনেক প্রকট ভাবে ধরা পড়েছিল। বলদেব বলেন যে স্বাধীনতার আসন্ন লগ্নে সরকারী-এই ঘোষণার দিনটাকে খুব উজ্জ্বল এবং আনন্দঘন মুর্হূত বলে ভান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় এবং তাঁরা যে সবাই খুশী হয়েছেন এ-কথা বলা তাঁর পক্ষে মিথ্যাচার হবে—"It would be untrue if I say we are altogether happy." তবে জিন্নার না-পাওয়ার আক্ষেপ বলদেব সিংকে ভারাক্রান্ত করে নি। তাঁর আক্ষেপ এই যে ;

> আমাদের বিরোধই আমাদের মধ্যে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এনেছে। আমরা নিজেরাই নিজেদের দ্বিধা বিভক্ত করেছি। আমরা আজকে এই স্বাধীনতার দিনেও পারস্পরিক বিভেদের ভয় প্রত্যক্ষ করছি—যে বিভেদ ভারতের নানা প্রান্তে ত্রাসের সঞ্চার করে এসেছে। প্রতিবেশী প্রতিবেশীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ

করছে। হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গৃহহীন এবং আশ্রয়চ্যুত স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুর দল এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পালিয়ে বেড়িয়েছে।

কী বিশাল এলাকা জুড়ে এই অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে। আমরা আজ যথার্থই আত্মকলহে দীর্ণ। আজকে আমরা সকলেই যেন বড় দুঃখী মানুষ। এই বেদনার কারণ অনুসন্ধান করা আজ নিরর্থক। আমাদের মানতেই হবে যে আমরা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে দোষী। আমাদেরই নির্দেশে সর্বজনের মঙ্গলের জন্য যা আমাদের কাছে যথার্থই অমূল্য-তা-ই আমরা সর্ব সম্মতি ক্রমে বিসর্জন দিচ্ছি। (হয়ত) এই কারণেই আমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু সেই দিন আজ গত। বিগত কাল অবধি আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়েই মগ্ন ছিলাম। কিন্তু আজ যে প্রস্তাব ঘোষিত হয়েছে তা এই পরস্পর বিরোধী দাবীর উর্ধ্বে একটি নোতুন পথের দিশা দেখিয়েছে। আমি একে সমঝোতা (compromise) না বলে বরং স্থিতিব্যবস্থা (settlement) বলাই ভাল মনে করি।[৩৮]

নেহেরুর মত বলদেব সিংও দেশভাগের অমোঘ পরিণাম মেনে নিয়েও উপমহাদেশের নিগূঢ় ঐক্যের আদর্শে আস্থা জ্ঞাপন করে জানিয়েছিলেন—"I believe with all my heart that the divisions which led to keep us apart now will not last long. I believe, also, that even though we should choose to remain apart at present, we have so much in common- economically, geographically and even spiritually that the very blueprints of our plans so soon as we view it with care, will bind us together"

বলদেব সিংএর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি, হয়ত কোন দিনই হবার নয়। কিন্তু দ্বিজাতি তত্ত্বের সমর্থক জিন্নার ভাষণের প্রেক্ষিতে বলদেব সিংএর মন্ত্রের মত এই পুণ্য উচ্চারণ হাহাকার ক্লিষ্ট জাতির মনে তখনকার মত অন্তত নিশ্চয়ই স্নিগ্ধতার স্পর্শ এনে দিয়েছিল।

৩রা জুনে (১৯৪৭) হিজ ম্যাজিস্টিজ গভর্নমেন্টের বিবৃতি অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্নকে জন্মের মত ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। সরকারী ঐ বিবৃতির মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে যে-উপমহাদেশীয় উপনিবেশটি ছেড়ে যেতে হবে তার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছা রীতিমত সোচ্চার ভাবেই বিঘোষিত হয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন মুসলিম লীগের দাবী অনুযায়ী 'পাকিস্তান' গত্যন্তর না দেখেই সরকার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু অখণ্ড ভারতবর্ষের দাবীদার অসংখ্য মানুষের কাছে সরকারের এই নতি স্বীকার মুসলিম লীগকে তুষ্ট করার জন্য তার এক মন্দ অভিপ্রায় বলেই মনে হয়েছিল। তথাপি যাঁরা লেবার পার্টিকেই বরাবর কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন (লেবার পার্টির অনেক নেতাই মুসলিম

লীগকে একটা প্রতিক্রিয়াশীল দল বলে মনে করতেন) বলে জেনে এসেছেন তাঁদের কাছ ব্রিটিশ সরকারের এই আকস্মিক পক্ষ পরিবর্তন বা লীগ তোষণ নীতি বড়ই রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল। আসলে লীগের পাকিস্তান দাবী তথা দেশ বিভাগ প্রস্তাব মেনে নিয়ে ব্রিটিশ সরকার কিন্তু উপমহাদেশে প্রকারান্তরে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ টিকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাঁরা ক্যাবিনেট মিশনের অখণ্ড ভারতবর্ষ গঠনের পরিকল্পনাকে মৌখিক সমর্থন জানালেও এই অখণ্ড ভারতবর্ষে যে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে না সে কথা খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ যদি ভাগ হয় তাহলে বিভক্ত ভারতবর্ষের মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তানে, ভারতবর্ষ ছেড়ে আসার পরেও তাঁরা পা রাখবার মত একটা জায়গা খুঁজে নিতে পারবেন বলে ভালভাবেই বিশ্বাস করতেন। তাঁরা জানতেন যে মুসলিম লীগ শাসিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে ব্রিটেন এমন একটা জায়গা খুঁজে পাবে যেখানে তার স্থায়ী প্রভাব (মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভাষায় 'a permanent sphere of influence' সহজেই বজায় রাখা সম্ভব হবে। আর ঘরের পাশেই ব্রিটেনের এই রকম প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি যে স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলবে সেটাও সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ পাকিস্তানে ব্রিটিশ ঘাঁটির উপস্থিতির ফলে ভারত তার নিজের এলাকাতেও ব্রিটিশ মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে সমঝোতা রাখতে বাধ্য হবে—"With a British base in Pakistan, India would have to pay far greater attention to British interests than she might otherwise do."[৩৯] বস্তুত ছেড়ে আসা উপমহাদেশে যাতে ব্রিটিশ স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে সে জন্য ভারত ও পকিস্তানে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের ভিত্তিতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা বলা হয়েছিল। ব্রিটেনের ভয় ছিল যে যথার্থ স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত ভারতে রাশিয়ার প্রভাব বাড়তে পারে। তেমন হলে মধ্য প্রাচ্যের তৈল সম্পদ বিপন্ন হবে এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। তাই উপমহাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও তাকে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির স্বার্থে সব রকমে বেঁধে ফেলার আয়োজন করা হয়েছিল। লেবার ক্যাবিনেটের পাকিস্তান প্রস্তাবে সম্মতি দান এবং দ্বিখণ্ডিত উপমহাদেশে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রতিষ্ঠার আগ্রহ—এই উভয়বিধ প্রচেষ্টাকে এই নিরিখে বিশ্লেষণ করলে ব্রিটিশ কূটনীতির চাল সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব।[৪০] ভারত ব্যাপারে ব্রিটিশ রাজনীতির এই নেপথ্য প্রক্রিয়ার কথা স্মরণ করেই মোসলে বলেছেন যে ১৯৪৭ সালে ভারতকে স্বাধীনতা দান করে ব্রিটিশ সরকার আসলে উপমহাদেশের ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব থেকেই অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করেছিলেন—"What they were doing was not so much handing India her freedom but washing their hands of her...."[৪১]

মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে দায়িত্ব গ্রহণ করে মাত্র নয় সপ্তাহের মধ্যে উপমহাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত সমস্যা যে-রকম অভাবনীয় দক্ষতা ও দ্রুততার মধ্যে সমাধান করেন তা স্বভাবতই বিস্ময় উদ্রেক করে। এই উদ্যোগে ভাইসরয় পত্নী এডুইনার অবদান (কথিত আছে যে নেহেরুর উপর তাঁর ব্যক্তিগত মোহিনী

মায়ার প্রভাব বিস্তার করে রূপবতী এডুইনা তাঁকে মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী করান) এবং উপমহাদেশের নেতৃবৃন্দের দ্রুত ক্ষমতা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নিঃসন্দেহে গতি সঞ্চার করেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনের গোপন আত্মপ্রচার এমন ভাবে কাজ করেছিল যে ভাইসরয়ের পরিকল্পনার রূপরেখাটি যিনি নেপথ্যে নির্মাণ করেছিলেন সেই ভি.পি. মেননের কথা প্রায় সকলেই বিস্মৃত। মাউন্টব্যাটেন অপরের কৃতিত্ব কেমন সুকৌশলে আত্মসাৎ করতে হয় তা ভাল করেই জানতেন। তিনি তাঁর উপস্থিতিতে কারওকেই প্রচারের আলোতে আনতে চাইতেন না। এই সব নানা কারণে তাঁকে নিয়ে এমন একটা অতিকথন বা myth সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে মেননকে ভুলে গিয়ে মাউন্টব্যাটেনকেই সকলে মনে রেখেছেন। এই কারণেই ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁর অবদান প্রায়শঃই অতিরঞ্জিত ভাবে ব্যাখ্যাত হয়।

কিন্তু এইখানেই কেমন যেন ধাঁধা লেগে যায়। মেননই যদি মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার আদি রূপকার হন তাহলে আজাদ বা মোসলে যেমন বলেছেন তিনিই কি তবে দেশ বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান সৃষ্টিতে উৎসাহ যুগিয়ে উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন ? তাছাড়া মেনন, প্যাটেল বা নেহেরু যেমন আশা করেছিলেন পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাবে রাজী হয়েও কি উপমহাদেশে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা গিয়েছিল ? দুশো বছরের পরাধীনতার পর স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে জাতি উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল ঠিকই। কিন্তু সেই আতিশয্য এমন-কি আটচল্লিশ ঘন্টাও স্থায়ী হতে পারে নি। পূর্ব পাঞ্জাবে হিন্দু এবং শিখের মিলিত ভৈরব বাহিনী মুসলিম গ্রামগুলির উপর আবারও আক্রমণ শুরু করে। আবার পশ্চিম পাঞ্জাবে মুসলিম গুণ্ডার দল হিন্দু ও শিখদেরও ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য একই ভাবে মারণ লীলার বীভৎসতায় মেতে ওঠে। রাজনীতিকদের সকল প্রত্যাশা ব্যর্থ করে দিয়ে উপমহাদেশের উন্মত্ত জনতা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে দেশভাগ করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য রচনার পরিকল্পনা কত অলীক এবং অবাস্তব। তাছাড়া দেশবিভাগের পথে যে স্বাধীনতা এসেছিল তার খণ্ডিত এবং বিধ্বস্ত চেহারা অনেকের মনেই মোহভঙ্গ ঘটিয়াছিল। আজাদ লিখেছেন যে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র পাকিস্তান লাভ করে মুসলিম জনগণ আনন্দে মেতে উঠেছিল। কিন্তু অধিকাংশ শিখ এবং হিন্দুর কাছে ১৪ই আগষ্ট (১৯৪৭) শোকের দিন হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছিল—"The 14th August was for the Muslims of Pakistan a day of rejoicing. For the Hindus and Sikhs, it was a day of mourning"[৪২]

আসলে কংগ্রেস তথা প্যাটেল বা নেহেরু—কারত্তরই হিসেব মেলে নি। অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খানের কাছে প্রতিপদে বাধা পেয়ে প্যাটেলের উগ্র অহমিকায় ঘা লেগেছিল। তিনি ভেবেছিলেন স্বতন্ত্র পাকিস্তান কোন মতেই স্থায়ী হবে না এবং ভারত থেকে যে-সব অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছে তারা অচিরেই নিজেদের সমস্যায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং পাকিস্তান অনতিবিলম্বেই ভেঙে পড়বে—"Pakistan would collapse in a short time and the provinces which had

seceded from India would have to face untold difficulty and hardship."[৪৩]

তাই পাকিস্তান মেনে নিয়ে তিনি পাকিস্তানের ভেঙে পড়ার আশায় দিন গুনছিলেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁর মোহভঙ্গ করে দিয়েছিল। মেননের আশাও কি পূর্ণ হয়েছিল? ওয়াভেলের আমলেই যে পরিকল্পনা তিনি রচনা করেছিলেন এবং যা একদা সরকারী মহলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বেদনায় তাঁর অশ্রুপাত হয়েছিল[৪৪] তা-ই কি তাঁর প্রত্যাশা পূরণ করেছিল? মেনন ভেবেছিলেন পাকিস্তান মেনে নিলে এক প্রকার মন্দের ভাল হবে। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানির সম্ভাবনা কমে যাবে। কিন্তু তা কমা তো দূরে থাক উভয় ডোমিনিয়ান থেকে পালিয়ে বেড়ানো উদ্বাস্তুর স্রোত এবং কাশ্মীর সমস্যা নবজাত দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশঃই তিক্ত করে তুলেছিল। বিরক্ত এবং বীতশ্রদ্ধ মেননকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতেই হল "the bitterness of the present persecutions and migrations... will take generations to wipe out, and we have a potentially dangerons situation"[৪৫]

হাউস অফ লর্ডসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আইন প্রসঙ্গে বিতর্কের সময় লর্ড স্যামুয়েল প্রসন্ন তৃপ্তির সুরে বলেছিলেন "This Bill is a moral to all future generations, it is a Traty of Peace without a war" (অর্থাৎ এই বিল যুদ্ধ নয় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে)। কিন্তু দাঙ্গা বিধ্বস্ত অগণিত ভারতবাসী অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই তথাকথিত শান্তি উপমহাদেশে এক বিরামহীন সঙ্ঘর্ষের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

৩রা জুনের (১৯৪৭) ঘোষণায় উপমহাদেশের ভাগ্য চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত হওয়ার পরের দিনই ভাইসরয় তাঁর কাউন্সিল হাউসে সকালে দশটার সময় একটি প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের অনেক নামজাদা সাংবাদিক উপস্থিত হয়েছিলেন। সাংবাদিকগণের প্রশ্নোত্তর পর্ব আরম্ভ হওয়ার আগে ভাইসরয় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ভারতবর্ষে তাঁর বিগত নয় সপ্তাহের কার্যক্রম এবং ঘটনা পরম্পরা ব্যাখ্যা করে কি পরিস্থিতিতে তিনি হিজ ম্যাজিস্টেজ গভর্নমেন্টের তরফে দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেই সব কথা সংক্ষেপে বিবৃত করেন।[৪৬] তিনি বলেন যে ভারবর্ষে এসে বিভিন্ন দলীয় নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবিত অখণ্ড ভারত গঠনের ব্যাপারে কোনও ভাবেই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হবার নয়। মুসলিম লীগ তার স্বাধীন পাকিস্তান গঠনের দাবী থেকে কিছুতেই পশ্চাদপসরণ করবে না। এই অচল অবস্থার মুখে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হতে অনিচ্ছুক অঞ্চলগুলির আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেয়। কিন্তু কংগ্রেস এটাও দাবী করে যে মুসলিম অধ্যুষিত যে-সব প্রদেশের অংশ-বিশেষ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী নয় তাদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে। এই অবস্থায় ভাইসরয় লীগের দাবী মেনে নিয়ে যেমন দেশ-বিভাগের প্রস্তাবে সম্মত

হন তেমনই কংগ্রেসেরও দাবী স্বীকার করে নিয়ে প্রদেশগুলি বিভাগ করতে রাজী হন। প্রদেশ বিভাগের ব্যাপারে গণভোটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মতামত যাচাই করতে পারলে সেটাই যে সব চেয়ে গণতান্ত্রিক হোত এ -কথা মেনে নিয়েও ভাইসরয় বলেন যে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হলে যে পরিমাণ সময় লাগবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তা মঞ্জুর করা সম্ভব নয়। ভাইসরয় সাংবাদিকদের মনে করিয়ে দেন যে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর থেকেই উপমহাদেশের নেতৃবৃন্দ যতশীঘ্র সম্ভব দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তিনি নিজেও এ -ব্যাপারে নেতাদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত হয়েছিলেন "All leaders were anxious to assume their full responsibilities at the earliest possible moment, and I was anxious to let them do so..." এমতাবস্থায় সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রদেশগুলিতে যে আইন সভা গঠিত হয়েছে সেগুলিকেই গণভোটের পরিবর্তে প্রদেশগুলির সিদ্ধান্ত নিরূপন করার জন্য কাজে লাগানো সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। পাঞ্জাবের শিখদের সমস্যার বিষয়টিও ভাইসরয় এই অধিবেশনে উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে শিখদের নিজেদের ইচ্ছানুসারেই সরকার তাঁদের দেশটি ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে ভাগভাগি কাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি স্থির করার দায়িত্ব সরকার নিজের হাতে না রেখে একটা সীমানা কমিশনকেই এই দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে মনস্থ করেছিলেন।

ভাইসরয়ের এই সাংবাদিক বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করা হয়েছিল। তবে এগুলির মধ্যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যাটি সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে করা যেতে পারে। ভাইসরয় বলেন যে লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে প্রথম দিকে আদৌ অবহিত ছিলেন না। বস্তুত ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত মূল প্রস্তাবে ২০ নম্বর অনুচ্ছেদ তথা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের কথা একেবারেই উল্লেখিত হয়নি এবং তিনি নিজেই এই ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করে কর্তৃপক্ষকে প্রায় চমকে দিয়েছিলেন বলা যেতে পারে:

> "The idea of a Dominion Status solution was completely novel because it had originally nothing to do with this plan which never contained paragraph 20. I brought it home as a surprise."

ভাইসরয় বলেন যে একমাত্র ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-এর মাধ্যমেই ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া যথাসম্ভব দ্রুত শেষ করা যেতে পারে এবং এ -ব্যাপারে আইন প্রণয়নের কাজটিও যাতে তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় সে বিষয় প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি তাঁকে নিশ্চিন্ত করেছেন। তিনি আশা করেন যে আগামী ১৫ই আগষ্টের মধ্যেই এই আইনটি তৈরী হয়ে যেতে পারবে।[৪৭]

সাংবাদিক বৈঠকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এর কার্যকারিতা নিয়ে মাউন্টব্যাটেন যা-ই বলুন না কেন তাঁর কথার মধ্যে কিন্তু একটা আত্মবিশ্বাসের অভাবও যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে ধরা পড়েছিল। তিনি জানতেন যে দু'শো বছর ব্রিটিশের অধীনে থেকে স্বাধীনতা লাভের

পরেও সেই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য হয়ে থাকা ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের কাছেই অনভিপ্রেত বলে মনে হতে পারে। এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মাউন্টব্যাটেন প্রায় অযাচিত ভাবে এবং নিজে থেকেই উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে তিনি জানেন যে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই এই রকম ভাবছেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যেতে ব্রিটিশের মোটেও কোন ইচ্ছা নেই এবং সেই কারণেই তারা ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের জালে আটক রাখার সুচতুর পরিকল্পনা তৈরী করেছে—

> "....I would not be a bit surprised if some of you would get up and say quote the British are not going to quit at all; they are just dropping us into Dominion Status unquote. You are entitled to think that..."

তারপর তিনি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের তথাকথিত মহিমা ব্যাখ্যা করে বলেন যে কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ কোন স্থায়ী বা চিরন্তন ব্যবস্থা নয় এবং একবার এর সদস্য হওয়া মানে এই নয় যে এই সদস্যপদে কোন দিন ইস্তফা দেওয়া যাবেনা। আসলে নিজ নিজ দেশের সংবিধান তৈরী হয়ে যাওয়ার পর ভারত বা পাকিস্তান যে-কেউ-ই আপন ইচ্ছামত কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। অর্থাৎ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এবং কমনওয়েলথের সদস্যপদ স্বীকৃতি ভারত বা পাকিস্তানের নির্ব্যূঢ় স্বাধীনতা ভোগে কোনমতেই কোন বাধা সৃষ্টি করবে না।

ভাইসরয়ের উদ্বোধনী বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর ঐ বৈঠকেই তাঁকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।[৪৮] এই বৈঠকে 'ডেইলি হেরাল্ড-'এর এ্যান্ডি মেলর, বব স্টিমসন, এরিক ব্রিটার এবং দেবদাস গান্ধী প্রমুখ নামজাদা সাংবাদিকগণ ভাইসরয়কে অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব দিতে অনুরোধ করেন। স্বাভাবিক ভাবেই ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস তথা কমনওয়েলথের প্রশ্নে ভাইসরয়ের কাছে আরও বিশদ তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। যেমন দেশীয় রাজ্যগুলি যদি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ করতে চায় তাহলে কি তাদের ভারত বা পাকিস্তান কোন একটির সংবিধান সভার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হতে হবে, না-কি এই দুইটির কোনটির সঙ্গেই যুক্ত না হয়ে তারা তাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে? ভাইসরয় এই প্রশ্নের জবাবে বলেন যে উপমহাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার আগেই দেশীয় রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসির অবসান ঘটাতে হবে। এর পর রাজ্যগুলি কি ভাবে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে সেগুলি তাদের এবং ভারত/পাকিস্তানের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তারা পারস্পরিক আলোচনা করেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে সরকার কোন দেশীয় রাজ্যকে একক ভাবে ডোমিনিয়নের সদস্য হিসাবে কমনওয়েলথে প্রবেশাধিকার দেবেন না। অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যগুলিকে আলাদা ভাবে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবেনা এবং সেই কারণে তাদের আলাদাভাবে কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ার প্রশ্নই উঠবে না। বিষয়টি সাংবাদিকদের অন্য একটি প্রশ্নের

অবকাশে ভাইসরয় আরও খোলাখুলি ভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন যে ব্রিটিশ ভারত দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার পর দেশীয় রাজ্যগুলিকে এদের মধ্যে কোন একটির সঙ্গে অবশ্যই সংযুক্ত হতে হবে এবং তার পরেই দেশীয় রাজ্য সমেত নোতুন যে ভারত ও পাকিস্তান সংবিধান সভা গঠিত হবে তারাই একমাত্র কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। অত:পর ভাইসরয়কে আবারও প্রশ্ন করা হয় যে পণ্ডিত নেহেরু সম্প্রতি প্রকাশ্যেই বলেছেন যে স্বাধীন ভারতে কোন বিদেশী শক্তির ঘাঁটি নির্মাণ করতে দিতে তাঁরা আদৌ আগ্রহী নন ("they would not like any foreign power to have leases in any part of India") এবং তাঁর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভাইসরয় কি এ কথা বলতে পারবেন যে কমনওয়েলথের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে কংগ্রেস তাঁকে খোলা মনে সমর্থন জানিয়েছিল ? ভাইসরয় স্বভাবতই এই রকম তীক্ষ্ণ প্রশ্নের সরাসরি জবাব এড়িয়ে গিয়ে শুধু এইটুকুই বলেছিলেন যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে কাউকে যোগ দিতে বাধ্য করা হয় না। ভাইসরয়কে অন্য আর একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন যে যে-কোন একটি সংবিধান সভার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর একটি প্রদেশ কি সেই সংবিধান সভা ত্যাগ করে অন্য আর একটির সঙ্গে পরে সংযুক্ত হতে পারবে ? ভাইসরয় বলেন যেহেতু এমনটি হলে উপমহাদেশে বহুধায়ন বা Balkanisation প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে বলে আশংকা থেকে যায় সেই কারণে প্রদেশগুলির কোন একটি সংবিধান সভার সঙ্গে একবার সংযুক্ত হওয়ার পর সেখান থেকে তাকে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না।

আর একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে প্রদেশগুলি কোন্ সংবিধান সভায় যোগ দেবে সে বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দুটি পৃথক পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়েছে -বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের আইন সভাগুলিকে (Legislative Assembly) এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ক্ষেত্রে রেফারেণ্ডাম করে এই বিষয়টি স্থির করা হবে বলে জানা গিয়েছে। কেন এই ধরনের তারতম্য করা হয়েছে সে কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাইসরয় বলেন যে হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টের ৩রা জুনের (১৯৪৭) ঘোষণার এগারো নম্বর অনুচ্ছেদে এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রদেশের তিনজন আইন সভার সদস্যের মধ্যে দুই জনেই বর্তমানের চালু সংবিধান সভায় ইতিপূর্বে যোগ দিয়েছেন। এমতাবস্থায় নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে রেফারেণ্ডাম করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। প্রসঙ্গত ভাইসরয় সাংবাদিকদের মনে করিয়ে দেন যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য অনেক বাড়তি গুরুত্ব (weightage) দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সমগ্র জন সংখ্যার শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও আইন সভায় মোট ৫৬টি আসনের মধ্যে ১২/১৩টি আসন দখল করে রেখেছেন। অর্থাৎ আনুপাতিক হিসাবে তাঁরা আপন সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যার প্রায় চারগুণ বেশী প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছেন। এই অঞ্চলে রেফারেণ্ডাম করার পিছনে এটাও একটা বিশেষ কারণ হিসাবে মনে করা যেতে পারে। তবে ভাইসরয় একই সঙ্গে সাংবাদিকদের আশ্বস্ত করে এ-কথাও জানিয়ে দেন যে সে-দেশের আঞ্চলিক

গভর্নরের (অথবা গভর্নমেন্ট) সঙ্গে আলোচনা করে গভর্নর-জেনারেল নিজ তত্ত্বাবধানে রেফারেণ্ডাম করার ব্যবস্থা করবেন।

ভাইসরয়ের প্রেস এ্যাটাশে এ্যালান ক্যাম্পবেল-জনসনের বইতেও উপরোক্ত সাংবাদিক বৈঠকের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেখতে পাওয়া যায়। এটি পাঠ করে জানা যায় যে ঐ দিন জনৈক সাংবাদিক মুসলিম লীগের 'করিডর' সংক্রান্ত নয়া দাবীটি সম্পর্কেও ভাইসরয়ের অভিমত জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রশ্নটির জবাব দিতে সরাসরি অস্বীকার করেন। আরও জানা যায় যে বেব স্টিমসনের ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভাইসরয় জানিয়েছিলেন যে আমেরিকানরা এই প্রস্তাবের সৎ অভিপ্রায় সম্পর্কে সাধারণ ভাবে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করেছিল—"Dominion Status provided the best constitutional means for transfer of power, and spelt genuine freedom for India, and was not just a device for enabling the British to hold on." তবে ভাইসরয় জনান্তিকে এ-কথাও জানান যে গান্ধী ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের প্রস্তাবটি খুব প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারেন নি। গান্ধীর মতে নেহেরু এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করে শুধুই যে দ্বিচারিতা করেছেন তা-ই নয়। পক্ষান্তরে তিনি এমন ভাব করেছেন যে তিনিই যেন ভারতবর্ষের রাজা এবং রাজা যা স্থির করবেন ভারতবাসীকে তা-ই মেনে নিতে হবে "After referring to him(অর্থাৎ নেহেরু) as 'our king' he (অর্থাৎ গান্ধী) added 'we should not be impressed by everything the king does or does not do. If he has devised something good for us, we should praise him. If he has not, then we shall so'..." অর্থাৎ ভাইসরয়ের রিপোর্টিং থেকে স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে ভারতবর্ষের ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস গ্রহণ করার ব্যাপারে গান্ধীর বিশেষ অনীহা ছিল।[৪৯]

মাউন্টব্যাটেনের প্রেস কনফারেন্সর অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রশস্তি করে ক্যাম্পবেল জনসন নিউ ইয়র্ক টাইমস এর সাংবাদিক জর্জ জোন্স -এর কাছে তাঁর উচ্ছ্বাসের অতিশয্য প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুত মাউন্টব্যাটেন সম্পর্কিত মিথ সৃষ্টিতে জনসনের নিজস্ব অবদানও বড় কম ছিল না। কিন্তু জনসনের মাউন্টব্যাটেন-বন্দনা হজম করার পরেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্তত বিতর্কের অবসান হয় না। প্রথমত মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের প্রস্তাব তিনিই বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করে তাঁদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। অথচ মেনন জানিয়েছেন যে এমন একটি প্রস্তাব ওয়াভেলের আমলেই তিনি খসড়া করে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই সময় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আশংকা করে এই প্রস্তাবে মোটেও কর্ণপাত করেন নি। দ্বিতীয়ত ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের ফলে ভারত বা পাকিস্তানের নির্ব্যূঢ় স্বাধীনতা ভোগে যে কোন রকমে বাধা হবে না এই কথাটি নানাভাবে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে যথার্থই অত সহজ-সরল ছিল না তা পার্লামেন্টে 'ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স বিল'-টি পেশ করার সময়েই বোঝা গিয়েছিল। সেই সময় বিরোধী দলের নেতা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এই বিলের নামকরণে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন যে 'দি

ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়নস বিল' নাম দিয়েই এটি হাউসে পেশ করা উচিত ছিল।[৫৩] সব শেষে Balkanisation-এর অছিলায় উত্তর-পশ্চিমে সীমান্ত প্রদেশকে তার দাবী মত স্বাধীন পাঠান রাষ্ট্র গঠন করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই প্রদেশটিতে যে কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল এবং সেই হিসাবে যে সে চলতি সংবিধান সভাতেও অংশ গ্রহণ করেছিল এই বাস্তব সত্যটি মাউন্টব্যাটেন minority weightage এর বিভ্রান্তিকর যুক্তি দেখিয়ে অস্বীকার করেছিলেন। সীমান্ত প্রদেশের নেতা গফ্ফর খাঁন তাঁর দেশের এই ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করে বলেছিলেন যে কংগ্রেসই তাঁদের নেকড়ের মুখে ছেড়ে দিয়েছে (thrown to the wolves')। কিন্তু ঐ অঞ্চলে গণভোটের ব্যবস্থা করে সীমান্ত অঞ্চলের মানুষগুলিকে নেকড়ের মুখে ছেড়ে দেওয়ার ব্লু প্রিন্টটি মাউন্টব্যাটেনই তৈরী করে দিয়েছিলেন।

সূত্র নির্দেশ

১। Moon P.(ed.) Wavell, *The Vicoroy's Journal*, Oxford (Delhi), 1977, p. 425(এর পর সংক্ষেপে V.J লেখা হবে)

২। "I have not become the King's first Minister in order to preside at the liquidation of the British Empire"–W.Churchill, November10,1942.

৩। *V. J.* p. 399.

৪। Mosley L. *Last Days of the British Raj*. Jaico. 1971, p.2.

৫। Majumder R.C. *History of the Freedom Movement in India*. Vol.3 Cal, 1977, p. 614.

৬। Menon V. P. *The Transfer of Power in India*, Cal,1979. p. 346 (এর পর সংক্ষেপে T.O.P লেখা হবে)

৭। Majumder R. C, পূর্বোক্ত p. 610-এর সংলগ্ন ফণিভূষণ চক্রবর্তীর চিঠির ফটোকপি।

৮। *V. J.* p. 170.

৯। ওয়াভেল তাঁর লীগ প্রীতি তথা কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবের কথা নিজেও গোপন করেন নি। তিনি অভিযোগ করেন যে কংগ্রেসের নিজের পকেটের লোকেদেরই ক্যাবিনেট মিশনে ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণ হিসেব তিনি জানান যে ক্রীপসের মত একজন বড় মাপের রাজপ্রতিনিধিও একদা সকলকে বিস্মিত করে স্বয়ং গান্ধীর জন্য স্বহস্তে এক গ্লাস জল এনে দেন। *V. J.* pp. 236. 324-25.

১০। Azad M. A. K., *India Wins Freedom*, New Delhi. 1978, pp.155-56.

১১। *V. J.* p, 364. গান্ধী, কংগ্রেস, লীগ ও জিন্না সম্পর্কে ওয়াভেলের মূল্যায়ন তাঁর জার্নালের সর্বত্রই ইতস্তত লেখা রয়েছে।

১২। ঐ p, 485 para II.

১৩। ঐ p, 345.

১৪। ঐ p, 410. ব্রেকডাউন প্ল্যানের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আরও দ্রষ্টব্য pp. 483-86, 330, 228.

১৫। মুখোপাধ্যায় হীরেন্দ্রনাথ, তরী হতে তীরে, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ: ৩৯৪

১৬। সদ্য প্রয়াত সুধী প্রধান লেখককে কথাপ্রসঙ্গে এই তথ্যটি জানিয়েছিলেন।

১৭। *T.O.P.* pp. 335, 337 এবং Majumder R.C. ঐ p. 653.

১৮। Banerjee A.C. *The Constitutional History of India*, Vol. III; 1919-80 Calctta, p.164

১৯। ওয়াভেলকে নেহেরু তাং ৯মার্চ ১৯৪৭ Mansergh N. (ed.) the *Transfer of Power* 1942-47, Vol IX, pp.898-900 (এর পর T.P. লেখা হবে) এবং ত্রিপাঠী অমলেশ, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ১৩৯৭(বঙ্গাব্দ) পৃ: ৪৬০

২০। Chakrabarti R.(ed.) *Netaji and India's Freedom: A Centenary Tribute*, Cal,1997, p.147.

২১। Viceroy's Staff Meeting dated10 April 1947, Mountbatten Paper (এর পরে থেকে M.P লেখা হবে,) Uncirculated Record of Discussion No. 5.এবং *T.P.* Vol. X. pp. 176-178, এবং *T.O.P.* pp. 355-54

২২। *T.P.* p. 177

২৩। Vicerory's Conference paper. V.C.P 24 dated 14 April 1947 M.P. এবং *T.P.* Vol. X. pp. 227-31.

২৪। Note by Pandit Nehru dated 11 May1947, M.P. এবং *T.P.* Vol. X. p. 771, para 22.

২৫। Uncirculated Record of Discussion no 7 dated 12 April 1947. MP. এবং *T.P.* Vol. X. pp. 207-09.

২৬। ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ:৪৬৪

২৭। Minutes of Viceroy's Fourteenth Miscellaneous Meeting dated Simla 11May 1947, M.P. এবং *T.P.* Vol.X. pp.765-66

২৮। মেনন পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্য *T.O.P.* pp. 358-61, 365 seq

২৯। *T.P.* Vol. X. pp. 437-40.

৩০। ঐ p. 775.

৩১। Minutes of the Meeting of the Viceroy with the Indian Leaders, First day. New Delhi 2 June 1947. India Office Records (এর সংক্ষেপ I.O.R.) Political Department Transfer of Power Papers. L/P &J/10/

81: ff.401-09.

৩২। Mountbatten to Earl of Listowell, Telegrem dated 2 June 1947, I.O.R. Office of the Private Secretary to the Viceroy, R/3/1. 150 ff.185-86.

৩৩। হিজ ম্যাজেষ্টিজ গভর্নমেন্টের ৩রা জুন ১৯৪৭ এর বিবৃতির পূর্ণ বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্য *T.O.P.* pp. 510-15.

৩৪। তবে ব্রিটিশ সরকারের তরফে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঠিক দিনের কথা বলা না হলেও মাউন্টব্যাটেন অসর্তক ভাবে এ ব্যাপারে একটা মন্তব্য করে বসেন। ভাইসরয়ের দিল্লী প্রাসাদে ২রা জুন (১৯৪৭) উপমহাদেশের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় "কত দিন আপনি গভর্নর-জেনারেল থাকবেন" ? চকিত বড় লাট উত্তর দেন"মনে হয় ১৫ আগস্টের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব"। দ্রষ্টব্য ত্রিপাঠী , পুর্বোক্ত, পৃ:৪৯০

৩৫। Text of Broadcast by Mountbatten on 3 June 1947 at 7 P.M (I.S.T) I.O.R. Papers of the Office of the Privet Secretary to the Viceroy, R/3/1 150 f. 252.

৩৬। Text of Broadcast by Pandit Nehru on 3 June 1947, The *Statesman*. 4 June 1947. বঙ্গানুবাদ (আক্ষরিক নয়) লেখকের করা।

৩৭। Text of Broadcast by Jinnah on 3 June 1947 Political Department Transfer of Power Papers L/P &J/10/81:f 364.

৩৮। Text of Broadcast by Sarder Ballabh Singh on 3 June 1947, The *Statesman* 4 June 1947 বঙ্গানুবাদ (আক্ষরিক নয়) লেখকের করা।

৩৯। Azad M.A.K. পূর্বোক্ত, p. 192

৪০। ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত , পৃ ৪৬০

৪১। Mosley L. পূর্বোক্ত, p. 120

৪২। Azad M.A.K., পূর্বোক্ত, p. 207.

৪৩। ঐ

৪৪। Campbell-Johnson A., *Mission with Mountbatten*, India. 1994. p.142

৪৫। Article written by V.P.Menon. the *Statesman*, 21 october 1947.

৪৬। Proceedings of the Press Conference held in the Council House. New Delhi, June 4, 1947. *T.P.* Vol. XI. Document no 59, pp. 110-15.

৪৭। The *Times of India*. 5 June 1947.

৪৮। *T.P.* Vol. XI, Document no, 60, pp. 115-22

৪৯। Campbell-Johnson A., পূর্বোক্ত, p.110

৫০। *T.P.* Vol. XI, p,XXXI এবং Document no. 445. p. 813.

দেশ বিভাগ প্রস্তাবের নেপথ্যে

মুসলিম লীগ দেশ বিভাগ চেয়েছিল। আর অখন্ড ভারতবর্ষের আদর্শে বিশ্বাসী কংগ্রেস দেশ বিভাগের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু লীগের তরফে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষিত হওয়ার পর দেশ জুড়ে যে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপদ্রব দেখা দিয়েছিল তার ফলে বাস্তব পরিস্থিতি যে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে সে কথা বুঝতে কারও দেরী হয়নি। ওয়াভেলের আমলের একেবারে শেষের দিকে প্যাটেল এবং নেহেরু সহ কংগ্রেসের অনেক নেতাই বুঝে গিয়েছিলেন যে অকারণ রক্তপাত বন্ধ করতে হলে পাকিস্তান তথা দেশ বিভাগের প্রস্তাব তাঁদের দিক থেকে যতই অনভিপ্রেত হোক না কেন তা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী-শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্লান্ত নেতারা আপন দেশবাসীর বিরুদ্ধে নোতুন করে আর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতে কোন উৎসাহ বোধ করেছিলেন না। ফলে দেশবিভাগের অনিবার্যতা তাঁদের ক্রমে ক্রমে স্বীকার করেই নিতে হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজির পক্ষে এই নিষ্ঠুর বাস্তবকে মেনে নেওয়া সহজ হয় নি। আজাদ লিখছেন যে মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষের গভর্নর - জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র এক সপ্তাহ পরেই দেশ বিভাগের দিকে ঘটনা পরস্পরার দ্রুত গতি সঞ্চার লক্ষ করে গান্ধীজি আজাদের কাছে এক দিন সরোষ মন্তব্য করেন যে তিনি বেঁচে থাকতে দেশ বিভাগ হতে দেবেন না এবং কংগ্রেসকেও এই প্রস্তাব গ্রহণ করা থেকে বিরত করে যাবেন। বস্তুত তাঁর মৃতদেহ মাড়িয়ে গিয়েই একমাত্র কংগ্রেস এই প্রস্তাবে সম্মত হতে পারবে—"If the Congress wishes to accept partition, it will be only on my dead body. So long as I am alive,I will never agree to the partition of India. Nor will I, if I can help it, allow congress to accept it"[১]

কিন্তু ইতিহাসের কুটিল গতি গান্ধীজির পক্ষে রোধ করা সম্ভব হয়নি এবং তাঁকেও একদিন এই প্রস্তাবে সম্মত হতে হয়েছিল। তবে এইখানে বলা দরকার যে ১৯৪৭ সালে তিনি স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে এই প্রস্তাব মেনে নিলেও মুসলমানের দ্বিজাতি তত্ত্বের বিপদ সম্পর্কে কিন্তু তিনি অনেক আগে থেকেই আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে তিনি সেবাগ্রাম থেকে 'হরিজন' পত্রিকার জন্য লিখিত একটি নিবন্ধে এই বিপদের পূর্ব সংকেত দিয়েছিলেন। এই নিবন্ধে তিনি লেখেন যে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা যদি যথার্থই নিজেদের হিন্দুদের থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র একটি জাতি হিসাবে মনে করেন এবং সেই কারণে যদি তাঁরা দেশটা ভাগ করতে চান তাহলে এই দেশ অনিবার্য ভাবেই একদিন বিভক্ত হবে। অবশ্য হিন্দুরা তাঁদের এই প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তাহলে তাদের ইংরাজের বদলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত হয়ে থাকবে।

গান্ধীজির এই রকম ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মত মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে

> "Whether those who believe in the two nation theory and communal partition of India can live as friends cooperating with one another I do not know. If the vast majority of Muslims regard themselves as a separate nation having nothing in common with Hindus and others, no power on earth can compel them to think otherwise. And if they want to partition India on that basis, they must have the partition...."

১৯৪২ সালের ক্রীপস প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব প্রতিক্রিয়া জানানোর সময় গান্ধীজির দ্বিজাতি তত্ত্বের পরিণাম বিষয়ে জাতিকে অবহিত করে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী জানিয়েছেন যে এই ঘটনার প্রায় বৎসরাধিক কালের মধ্যে গান্ধীজি যখন আগষ্ট আন্দোলনের জন্য জেলে বন্দী (১৯৪৩) সেই সময় তিনি গান্ধীজির অনুমতি নিয়ে জিন্নার কাছে একটি সমঝোতা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে রাজাগোপালাচারী ও জিন্নার যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী জানিয়ে বড়লাট ওয়াভেল ভারতসচিব আমেরীর কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠান (১২ জুলাই ১৯৪৪)। আমেরী জানান যে ১৯৪৪ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে গান্ধীজির অনুমতি নিয়ে রাজাগোপালচারী জিন্নার কাছে একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তাব পত্র পেশ করেন। এই পত্রের শিরোনাম ছিল "Basis for terms of settlement between the Indian National Congress and All-India Muslim League to which Mr. Gandhi and Mr. Jinnah agree and which they will endeavour respectively to get the Congress and the League to approve."[৫] রাজাগোপালাচারী জানান যে এই প্রস্তাবের মূল শর্ত ছিল এই যে মুসলিম লীগ যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও একটি অর্ন্তবর্তী (Provinical Government) সরকার গঠনের দাবী আদায়ের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাহলে কংগ্রেসও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শেষে লীগের দাবী অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বভারতের যে -সব অঞ্চল প্লেবিসাইট বা জনমত যাচাই এর মাধ্যমে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সপক্ষে মত প্রকাশ করবে সেই অঞ্চলগুলিকে একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন, রাষ্ট্র গঠন করার অধিকার দান করতে প্রস্তুত থাকবে। এই প্রস্তাবে এ-কথাও বলা হয়েছিল যে হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্ট সর্বাগ্রে ভারত সরকারের হাতে ক্ষমতা সমপর্ণ করার পরেই উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারত সম্পর্কে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা হবে—"the 'formula seems to be binding only if there is an actual transfer for this Majesty's Government of full power and responsibilites to an Indian Government"[৬]

গান্ধীজি যথার্থাই রাজাগোপালাচারীর উল্লেখিত প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে নানা মহলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। জিন্না নিজেও বোধহয় রাজাগোপালাচারীর কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন যে প্রস্তাবটি

রাজাগোপালচারীর পরিবর্তে স্বয়ং গান্ধীজিই তাঁর কাছে পেশ করুন। তাছাড়া উল্লেখিত প্রস্তাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করার কথা বলা হয়েছিল বলে জিন্না আংশকা বোধ করেছিলেন। কেননা এমনটি হলে পাকিস্তান গঠনের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাবেনা। আর জিন্নার দাবী মত গান্ধীজি নিজেও জিন্নার প্রস্তাবটি পেশ করেন নি। কাজেই রাজাগোপালাচারীর ঐ ফর্মুলা জিন্না শেষ পর্যন্ত নাকচ করে দেন (জুলাই ১৯৪৪)। কিন্তু সে যাই হোক রাজাগোপালাচারী যে গান্ধীজির সম্মতি নিয়ে এমন একটি ফর্মুলা রচনা করতে পেরেছিলেন তার থেকে এ -কথা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে গান্ধীজি বা কংগ্রেস মুখে যা-ই বলুন না কেন দেশ বিভাগ তথা পাকিস্তান গঠনের অনিবার্যতা সম্পর্কে তারা ক্রমশই সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছিলেন। আমেরি ভাইসরয়কে লিখেছিলেন যে যদিও রাজাগোপালাচারীর ফর্মুলা অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়নি তবুও এতে পাকিস্তান পরিকল্পনাকে নীতিগত ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল—It does not suggest the communal composition of the provisional government ....It appears to accept the principle of Pakistn.[a] মনে রাখতে হবে যে এই ফর্মুলার পূর্ণ বয়ান স্টেটসম্যান কাগজে প্রকাশিত হওয়ার পর হিন্দু মহাসভা দেশ বিভাগের পরিকল্পনাকে সমর্থন করার জন্য গান্ধী ও কংগ্রেসকে তীব্র ভাবে সমলোচনা করেছিল। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও গান্ধীজি যে রাজাগোপালাচারীর ফর্মুলাকে অনুমোদন করেছিলেন তার কারণ এই যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তান প্রস্তাবে রাজী হওয়া ভিন্ন তাঁর বা কংগ্রেসের আর কোন উপায় নেই। অন্য দিকে মুসলিম লীগের সপক্ষে গান্ধী এবং কংগ্রেসের এতখানিক স্থিতিস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও জিন্না রাজাগোপালাচারীর এই প্রস্তাবের পরিণামে একটা অলীক, খণ্ডিত, বিকলাঙ্গ এবং পোকায় কাটা পাকিস্তানই (a shadow and a husk. a maimed, mutilated and moth-eaten Pakistan") মাত্র পাওয়া যাবে এই আশংকায় একান্ত উদ্ধত ভাবে এই সমঝোতার সম্ভাবনা বাতিল করে দেন। কিন্তু এত সবের পরেও গান্ধীজি কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী (১৯৪০) ভারতবর্ষের মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্নতার (separation) অধিকার মেনে নিয়ে জিন্নার কাছে নোতুন করে আবারও সমঝোতা প্রস্তাব প্রেরণ করেন (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪)। কিন্তু এই বারেও সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে দেশভাগের ঘোর বিরোধী গান্ধীজি জিন্নাকে দূত (অর্থাৎ রাজাগোপালাচারী) মারফত এবং স্বয়ং নিজেও ১৯৪৪ সালে পর পর দুবার ভারতবর্ষের একাংশকে পৃথক করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। গান্ধীজি তাঁর এই আপাত দ্বিচারিতার সপক্ষে সম্ভবত এই বলে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের একাংশকে পৃথক করার অধিকার দেওয়ার মানে এই নয় যে তিনি এ দেশে দ্বি-জাতি তত্ত্বের সারবত্তা স্বীকার করে দিয়েছেন। মেনন গান্ধীজির যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন

> "He had proceeded on the assumption that India was not to be regarded as two or more nations, but as one family consisting

of many members, including those Muslims living in Baluchistan, Sind, North-Western frontier Province. parts of the Punjab. Bengal and Assam who desired to live in separation form the rest of India"[৬]

অর্থাৎ ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন— তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আলাদা ভাবে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলে এবং তাঁদের সেই ইচ্ছা পূরণ করা হলে এ-কথা প্রমাণ হয় না যে এই দেশে দুটি পৃথক জাতির অস্তিত্ব রয়েছে। গান্ধীজির এহেন যুক্তির মধ্যে হয়ত অনেকেই কূটাভাস লক্ষ করতে পারেন । এই বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতের সহযোগিতা অর্জনের জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আগষ্ট (১৯৪০) প্রস্তাব (এই প্রস্তাবে যুদ্ধ শেষে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তবে শর্ত ছিল এই যে ভারতে মাইনরিটি তথা মুসলিমদের স্বার্থ বিঘ্নিত হলে চলবে না) কংগ্রেস অগ্রাহ্য করলে ভারত সচিব আমেরী হাউস অফ কমন্সে ১৯৪০ সালের ১৪ই আগষ্ট অনেকটা গান্ধীর উপরোক্ত মন্তব্যের সুরেই ঘোষণা করেছিলেন যে "India cannot be unitary in the sense that we are in this island, but she can still be a unity. India's future house of freedom has room for many mansions" অর্থাৎ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের আদলে ভারতবর্ষের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। স্বাধীন ভারতের স্বকীয় ঐক্যের কাঠামোর মধ্যে অনেকগুলি প্রাসাদ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখতেই হবে।

বস্তুত দেশ বিভাগ সম্পর্কে গান্ধীজি বিভিন্ন সময়ে আপাত বিরুদ্ধ এমন নানা রকম মন্তব্য করেছেন যে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেগুলির নিহিতার্থ সব সময় বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বার মাসে জিন্নার কাছে তিনি যে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তাতে মনে হয় দেশ বিভাগ সম্পর্কে তাঁর মতামত যেন ক্রমশ: অনেকটাই মুসলিম লীগের অনুকূলে নমনীয় হয়ে এসেছিল। অন্তত ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং দেশবিভাগ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি যে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন তার ঝাঁঝ বা তীব্রতা যেন পরিস্থিতির চাপে পরবর্তী কালে অনেকটা প্রশমিত হয়ে এসেছিল। ঐ বছর ১৫-ই জুন তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় Two Parties শীর্ষক নিবন্ধে লেখেন যে কংগ্রেস অখণ্ড ভারতবর্ষের আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু যেহেতু সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ দেশ বিভাগের সপক্ষে সেই কারণে এই দুইটি দলের মধ্যে যে-কোন এক দল তার রাজনৈতিক মতবাদ বিসর্জন না দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সমঝোতা হওয়া সম্ভব নয়:

"The Muslim League is.....frankly communal and wants to divide India into two parts....Thus for the present purpose there are only two parties–the Congress and those who side with the Congress and the parties who do not. Between the two there is no meeting ground without the one or the other

surrendering its purpose"[৭]

বস্তুত ১৯৩৯ সালে দেশভাগের বিরোধিতা করে গান্ধীজি ১৯৪৪ সালে আবার প্রকারান্তরে দেশবিভাগ মেনে নেন। পুনরপি সেই তিনিই ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ আজাদের কাছে সদম্ভ ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষকে ভাগ করতে হলে তাঁর মৃতদেহ মাড়িয়েই সেটা করা সম্ভব হবে। কিন্তু এর ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদেই সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে একটা নিভৃত বৈঠকের শেষে আবার তিনি আজাদকে বিস্ময়াভিভূত করে বুঝিয়ে দিলেন যে দেশভাগ সম্পর্কে তাঁর সেই আগেকার কঠোর মনোভাব আর নেই। আজাদ লিখেছেন " But when I met Gandhiji again, I received the greatest shock of my life, for I found that he to had changed."[৮]

আজাদের বিস্মিত হওয়ার আরও বাকী ছিল। উপরোক্ত ঘটনার মাত্র দুই মাস পরে গান্ধীজি আবার দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ঘোষণা করেন। দি টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার ৩০শে-মে (১৯৪৭) এর সংখ্যায় ঐ সংবাদপত্রের প্রতিনিধি জানান যে দিল্লীতে ফিরে আসার পর বিগত পাঁচ দিন ধরে গান্ধীজি তাঁর প্রতিটি প্রার্থনা সভায় শ্রোতাদের সামনে মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনাকে তীক্ষ্ণ ভাষায় সমালোচনা করেন। সংবাদ প্রতিনিধি আরও জানান যে ২৯মে-র প্রার্থনা সভায় গান্ধী ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের (১৬ই মে ১৯৪৬) প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে জানান যে কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকার উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়া পর্যন্ত সরকার কোন মতেই এটিকে বাতিল ঘোষণা করতে পারেন না। ঐ কাগজের ৩১শে মে-র সংখ্যায় গান্ধীর নিম্নলিখিত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছিল:

> "I made it clear yesterday that if I had my will there would never be Pakistan before peace, and certainly not through British intervention...Let Mr. Jinnah establish peace, with or without my association, and afterwards convene a meeting of Indian leaders of all classes and communities and plead with them the cause of Pakistan, and wait till he has carried conviction to them."

অর্থাৎ গান্ধীজি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ব্রিটিশের মধ্যস্থতায় দেশবিভাগ তথা পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই রাজী হতে পারেন না। তিনি বলেন যে এ রকমের একটা প্রস্তাব উত্থাপন করার আগে জনাব জিন্নাকে তাঁর (অর্থাৎ গান্ধীর) সহায়তা নিয়েই হোক বা না নিয়েই হোক দেশের সর্বত্র সর্বাগ্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারপর তিনি দেশের সকল সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে একত্র আলোচনায় মিলিত হয়ে পাকিস্তান গঠনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁদের সকলের সম্মতি এবং আস্থা অর্জন করুন। তবেই দেশ বিভাগ মেনে নেওয়া যেতে পারে।

বস্তুত ৩রা জুনের (১৯৪৭) সরকারী ঘোষণায় দেশ বিভাগ সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা

হয়ে যাওয়ার পরেও গান্ধীজির এবম্বিধ প্রতিক্রিয়ায় মাউন্টব্যাটেন বিশেষ আশংকা বোধ করেছিলেন। তিনি তাঁর ৫ই জুনের (১৯৪৭) পার্সোনাল রিপোর্টে গান্ধীর এই রকম অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছিলেন যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে এখন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলেও একদা গান্ধীর অঙ্গুলি হেলনেই এই প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হয়েছিল। বিরক্ত ভাইসরয় জানান যে ৩রা জুনের প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীর এই বিরূপ মনোভাবের জন্য কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছিল। বিরক্ত ভাইসরয় জানান যে ৩রা জুনের প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীর এই বিরূপ মনোভাবের জন্য কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে এই বিষয়ে রীতিমত বাদ-বিসম্বাদ দেখা দিয়েছিল। গান্ধীর এই রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী রটনায় যার-পর নাই ক্ষুব্ধ মাউন্টব্যাটেন লেখেন ভারতীয় রাজনীতির এই সন্ত পুরুষটিকে আসলে ট্রটস্কি পন্থী বলেই মনে হচ্ছে—"He may be a saint but he also seems to be a disciple of Trotsky."[৯]

গান্ধীজি সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ প্রায় কোন সময়েই ভাল ধারণা পোষণ করেন নি। মাউন্টব্যাটেনর আগে ওয়াভেলও তাঁকে বারংবার কথা খেলাপ করার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। এমন কি তাঁকে 'a malignant old man' বলেও গালি দিয়েছিলেন। আর দেশ বিভাগের পরিকল্পনাটি মাউন্টব্যাটেন যে ভাবে গুছিয়ে তুলিছিলেন তাতে গান্ধী বাদ সাধার চেষ্টা করলে তাঁর স্বভাবত:ই ক্ষোভ হওয়ার কথা। কিন্তু গান্ধীর সপক্ষে এটা অবশ্যই বলা দরকার যে তিনি যে শুধু দেশবিভাগের কারণেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তা নয়। পক্ষান্তরে তিনি ব্রিটিশের তত্ত্বাবধানে এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশের অবস্থান কালেই দেশ বিভাগ করা কংগ্রেস এবং সমগ্র হিন্দু সমাজের পক্ষে একান্ত অপমানজনক বলে মনে করেছিলেন। ভাইসরয়ের কাছে গান্ধীর লেখা ২৭/২৮ জুনের (১৯৪৭) চিঠিতে এই কথাটি স্পষ্টভাবেই জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল। গান্ধী লেখেন যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এমন আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিল যে দেশভাগের আগেই যদি ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে কংগ্রেস হয়ত তার সংখ্যাধিক্যের জোরে করার মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার এবং তাদের দেশবিভাগের ন্যায্য দাবীটিও প্রত্যাখ্যান চেষ্টা করতে পারে। গান্ধী বলেন যে কংগ্রেস যখন কোন বিচ্ছিন্নতাকামী সম্প্রদায়কে জবরদস্তি করে ভারত ইউনিয়ানে বেঁধে রাখা হবে না বলে বারংবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তখন ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের পরেই এই দল তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে এমনটি সন্দেহ করাই অতীব গর্হিত কাজ। তিনি আরও বলেন যে বিজয়ী ব্রিটিশ রাজের মত একই পদ্ধতিতে মুসলিম রাজবংশগুলিও অতীতে নিজেদের বাহুবল প্রয়োগ করে ভারতবর্ষে একদিন তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কাজেই এহেন শক্তিমান পুরুষদের হিন্দুরা অবদমিত করে রাখবে এমন ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। তাছাড়া জাতিভেদে দীর্ণ হিন্দু সমাজ তো এমনিতেই শতধা বিভক্ত। সুতরাং তাদের পক্ষে মুসলমানদের দাবিয়ে রাখা মোটেও সম্ভব নয়। অতয়েব এই পরিস্থিতিতে দেশভাগকে সুনিশ্চিত করার জন্য ব্রিটিশদের ভারতবর্ষে অবস্থান করার অছিলা এ-দেশের মানুষের পক্ষে একটা জাতীয় অপমান ছাড়া আর কিছু নয়।[১০]

কিন্তু উপরোক্ত কারণ ছাড়াও দেশবিভাগের প্রস্তাবটি গান্ধীর আদৌ মন:পুত ছিল না এবং নেতাদের মধ্যে অনেকে এমনও সন্দেহ করেছিলেন যে গান্ধী শেষবেলায় বেঁকে বসে মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনাটি ভেস্তে দেবেন। বাস্তবে অবশ্য এমনটি ঘটেনি। তার কারণ গান্ধীর প্রিয় -শিষ্যগণ প্রায় সকলেই ক্ষমতা লাভের আশায় দ্রুত একটা সমাধান সূত্র খুঁজে নিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁরা কেউ-ই গান্ধীর কথা শোনেন নি। ধুরন্ধর কূটনীতিক মাউন্টব্যাটেনও রাতারাতি গান্ধী-ভক্তদের মতি পরিবর্তনে যথাবিধ উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। গান্ধী নিজেও মাউন্টব্যাটেনের এই রকম অসাধারণ রাজনৈতিক খুঁটি সাজানোর খেলায় পরাস্ত হয়েছিলেন। অসহায় গান্ধী তখন মনের দুঃখে স্বয়ং মাউন্টব্যাটেনকেই কোমল সুরে ভর্ৎসনা করে লিখলেন যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমত যা খুশী তাই করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে "You and your magic trics" অভাবিত সাফল্য অর্জন করেছে। অস্যার্থ তাঁর পক্ষে এখন সব মেনে নেওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নেই।[১১]

গান্ধীর এই রকম অভিমান ভরা অভিযোগ মাউন্টব্যাটেনকে যথার্থই বিদ্ধ করেছিল কিনা জানা নেই। কিন্তু গান্ধীর সকল অভিযোগের বিনম্র জবাব দিয়ে তিনি জানালেন যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জটিলতা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের তরফে সম্প্রতি যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সংবাদপত্রগুলিতে তাকে 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নাম দেওয়া হলেও সেটি মূলত গান্ধী পরিকল্পনা হিসেবেই চিহ্নিত হওয়া উচিত, কেননা তিনি যা করেছেন তা সর্বতোভাবে গান্ধীর নির্দেশাবলী মেনেই করা হয়েছে। তিনি যে গান্ধীর নির্দেশ অমান্য করেন নি তা প্রমাণ করার জন্য মাউন্টব্যাটেন নিম্নলিখিত তিনটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন—

এক. ভারতবর্ষের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অথবা ঐ ধরনের যে-কোন পরিকল্পনা উপমহাদেশের সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ যেন সমর্থন করেন—এটাই ছিল গান্ধীর প্রধান অভিমত। কিন্তু তিনি কোন মতেই বল প্রয়োগ করে বা সহিংস পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে এই প্রস্তাব কোন অনিচ্ছুক সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। মাউন্টব্যাটেন জানান যে তিনি গান্ধীর ইচ্ছানুসারে প্রথমে ভারতের ঐক্য এবং অখণ্ডতা বজায় রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় তাঁকে বাধ্য হয়েই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। অর্থাৎ গান্ধীর নির্দেশ অনুসারে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব বাধ্যতামুলক ভাবে প্রয়োগ করতে অস্বীকৃত হওয়ার জন্যই তাঁকে বিকল্প ব্যবস্থাটি অবলম্বন করতে হয়েছিল।

দুই. গান্ধী চেয়েছিলেন যে প্রদেশগুলি তাঁদের আপন স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করুক। মাউন্টব্যাটেন এই জন্যই প্রদেশগুলির ব্যাপারে এমন একটি সহজ এবং সবচেয়ে ন্যায্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যাতে গান্ধীর ইচ্ছা সর্বতোভাবে রক্ষিত হতে পারে। অর্থাৎ প্রদেশগুলির ভবিষ্যৎ স্থির করার দায়িত্ব তিনি তাদের উপরেই সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করেছিলেন।

তিন. মাউন্টব্যাটেন বলেন যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রস্তাব সম্পর্কেও গান্ধী অতীতে এর ঘোর বিরোধী ছিলেন এমন কথা বলা চলে না। তিনি যে এর বিরোধী ছিলেন না সে কথা গান্ধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিজেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে হরিজন পত্রিকার ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় গান্ধী নি:সংকোচে মন্তব্য করেন যে ভারতবর্ষকে যদি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসই দেওয়া হয় তাহলে ভারত যাতে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে সে জন্য তিনি নিজে চেষ্টা করবেন এবং তিনি আশা করেন যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে তিনি এ ব্যাপারে রাজীও করাতে পারবেন—" Similary. I have said to a friend that if dominion status was offered I should take it, and expect to carry India with me" প্রসঙ্গত এইখানে বলে রাখা দরকার যে ১৯৩৯ সালের বিশ্বযুদ্ধ কালীন পরিস্থিতির মাঝখানে গান্ধী ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে ১৯৪৭ সালে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি যে সেই একই প্রস্তাবে সম্মত থাকবেন এমনটি আশা করা যায় না। অথচ মাউন্টব্যাটেন এমনই একটি অবাস্তব যুক্তি এখানে পেশ করেছিলেন। তাছাড়া গান্ধী যে দেশভাগের কাজে খবরদারী করার জন্য অকারণে এ-দেশে কালক্ষেপ না করে ব্রিটিশ সরকারকে যথা সম্ভব দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যেতে অনুরোধ করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন সেই প্রসঙ্গে কোন রকম উচ্চ বাচ্য করেন নি। "Mr Gandhi told me that the British should quit India and transfer power as soon as possible...I told me (him) that this had been the most difficult of all of his ideas to carry out,and I was very proud to have found a solution" কিন্তু ভাইসরয়-উদ্ভাবিত এই সমাধান সূত্র, যা নিয়ে তিনি বড়াই করেছিলেন তা আদৌ গান্ধীকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। কেননা এই সমাধান প্রস্তাবে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ও কমনওয়েলথ বন্ধনের জালে ভারতকে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল যা শুধু-যে গান্ধীর একান্ত অনভিপ্রেত ছিল তা-ই নয়, পক্ষান্তরে আটলান্টিক চার্টারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিরও পরিপন্থী ছিল। তাছাড়া মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার দেশ বিভাগ প্রস্তাবটিও ব্রিটিশদের উপস্থিতিতে যে ভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল তাতেও গান্ধীর সায় ছিল না।

অথচ মাউন্টব্যাটেন, ভি. পি. মেনন এবং কৃষ্ণ মেনন উভয়ের কাছেই এই মর্মে দাবী করেছিলেন যে তাঁর উপরোক্ত যুক্তিগুলি অনুধাবন করার পর গান্ধীর অভিমান অনেকটাই বিদূরিত হয়েছিল—"Mr.Gandhi now felt that I had honestly tried to follow his advice, and that he had taken a far greater part in shaping the future of India than had at first stage apperared to him from the way the Plan was worded"[১২]

অর্থাৎ গান্ধীও বুঝতে পেরেছিলেন যে ভাইসরয় পূর্ণ সদিচ্ছা সহকারে তাঁরই নির্দেশাবলী রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন এবং ভাইসরয়ের পরিকল্পনার শব্দ বিন্যাসে তিনি প্রথম দিকে অসন্তুষ্ট হলেও পরে বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে

গান্ধীর নিজের প্রস্তাবগুলিই কার্যত রূপায়িত করা হয়েছে।

মাউন্টব্যাটেন অস্বপক্ষ সমর্থনে যে-সব যুক্তির অবতারণা করেছিলেন সেগুলি যে অকাট্য ছিল এমন দাবী হয়ত করা সঙ্গত হবে না। তবে এ -কথা অবশ্যই মানতে হবে যে ভাইসরয়ের সুভদ্র আচরণে ও বাগজালে গান্ধী মোহিত হয়েছিলেন। আর তাই ৩রা জুনের (১৯৪৭) মাত্র এক মাস আগে তাঁর কোন একটি প্রার্থনা সভায় গান্ধী নিজেই মাউন্টব্যাটেনকে একটা গালভরা সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার তাদের মহৎ সিদ্ধান্ত রূপায়িত করার জন্য মাউন্টব্যাটেনের মত একজন দক্ষ যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, এবং সর্বতোভদ্র মানুষকে ভারতবর্ষের ভাইসরয় নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন। এহেন মানুষটি যে নিতান্ত মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে কাজ করেছেন এ-কথা ভাবা খুবই অন্যায় হবে।[১৩] এই রকম আরও একটি প্রার্থনা সভায় গান্ধী আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার তথা ভাইসরয়কে দেশভাগের জন্য দায়ী করা ঠিক নয়। ভাইসরয় বরং কংগ্রেসেরই মত দেশভাগ করার বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম জনগণ যদি কোনভাবেই এবং কোন প্রস্তাবেই একমত হতে না পারে তাহলে ভাইসরয়ের পক্ষে আর কী-ই বা করার থাকতে পারে—

> The British Government is not responsible for Partition ; The Viceroy has no hand in it. In fact he is opposed to division as Congress itself, but if both of us-Hindus and Moslems cannot agree on any thing else then the Viceroy is left with no choice"[১৪]

আসলে দেশ বিভাগের মত তথাকথিত গর্হিত কর্মের দায়িত্ব যদি কাউকে নিতেই হয় তাহলে প্রধানত মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের নেতাদেরই সেই দায়িত্ব ভাগভাগি করে নিতে হবে। মুসলিম লীগের এ ব্যাপারে কোন রাখ-ঢাক ছিল না। দ্বি-জাতি তত্ত্বের যুক্তিকে ভিত্তি করে তারা অনেক আগে থেকেই তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল। কংগ্রেস নীতিগত ভাবে এই দাবীর বিরোধিতা করেছিল ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে কংগ্রেসই প্রথম দেশের একটি অংশে (অর্থাৎ পাঞ্জাবে) দেশ বিভাগের প্রস্তাব কার্যকরী করতে উদ্যোগী হয়। পাঞ্জাবের একটানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উত্তেজনায় অতিষ্ঠ হয়ে স্বয়ং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসার অন্তত দুই সপ্তাহ আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পাঞ্জাব বিভাগের এই প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন এবং ওয়ার্কিং কমিটিও এই প্রস্তাব অনুমোদন করে একটি রেসোলিউশন গ্রহণ করে (৮ই মার্চ ১৯৪৭)। এই রেসোলিউশনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করে—"This would necessitate division of the Punjab into two Provinces so that the predominantly Muslim part may be separated from the predominantly non-Muslim part." কিন্তু দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ ভাগ করার জন্য কংগ্রেস নিজেই যখন এই প্রস্তাব উত্থাপন করে তখন এই দলের পক্ষে ভবিষতে গোটা দেশের

ক্ষেত্রে এই একই পদ্ধতি অবলম্বনের বিরোধিতা করা আর সম্ভব ছিল না। প্যাটেল (এবং নেহেরুও) নিজেও পাঞ্জাব বিভাগের জন্য কংগ্রেস আনীত এই প্রস্তাবের সুদূর প্রসারী তাৎপর্য সম্পর্কে সম্ভবত অনবহিত ছিলেন না। তাঁরা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশ বিভাগ পরিকল্পনার কট্টর বিরোধী গান্ধী এবং আজাদ পাঞ্জাব বিভাগের এই প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে পাশ করাতে প্রবল ভাবে বাধা দিতে পারেন। সেই জন্য গোটা প্রস্তাবটিই গান্ধীর কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। শুধু তাই-নয় এটি এমন দিনে ওয়ার্কিং কমিটিতে পাশ করিয়ে নেওয়া হয় যেদিন গান্ধী দিল্লী (যেখানে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়েছিল) থেকে বহুদূরে বিহারে তাঁর শান্তি মিশনে দিন যাপন করছিলেন এবং মৌলানা আজাদও অসুস্থ অবস্থায় গৃহবন্দী হয়েছিলেন। এমন-কি প্রস্তাবটি ওয়ার্কিং কমিটিতে পাশ হয়ে যাওয়ার পরেও গান্ধীর কাছে এই বিষয়ে যাবতীয় সংবাদ সচেতন ভাবেই গোপন করে রাখা হয়েছিল।[১৫] পাঞ্জাব বিভাগের এই পরিকল্পনাই যে পরবর্তী কালে ভারত বিভাগ পরিকল্পনার জন্ম দিয়েছিল এ কথা- অবশ্য নেহেরু মানতে পারেন নি। তাঁর ধারণা প্যাটেল এই প্রস্তাবের মাধ্যমে জিন্না তথা মুসলিম লীগের উপর পরোক্ষ ভাবে একটা চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি জানতেন যে জিন্না একটা কার্যক্ষম বা Viable Pakistan রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন এবং সেই জন্য তিনি পাঞ্জাবকে ভাগ না করে গোটা প্রদেশকেই তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্ন্তভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে কংগ্রেস স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব দিলেও জিন্নার পক্ষে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হবে না এবং সেক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে ভারত ভাগের দাবীতে অনড় থাকাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু প্যাটেলের সপক্ষে নেহেরুর যুক্তি মেনে নিয়েও এ-কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে জিন্না Viable Pakistan-এর দাবী নিয়ে জিদ করলেও আসলে দেশ বিভাগ তথা পাকিস্তান সৃষ্টির দাবীকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং এই কারণেই তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর একান্ত অনভিপ্রেত কীটদষ্ট (moth-eaten) পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাবও মেনে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্যাটেল প্রস্তাবিত পাঞ্জাব বিভাগের পরিকল্পনাটি (নেহেরুর ভাষায় stratagem) শেষ পর্যন্ত জিন্নার বদলে প্যাটেল তথা কংগ্রেসের পক্ষেই একটা ফাঁদ হিসাবে কাজ করেছিল। তাছাড়া প্যাটেলের 'পরিকল্পনাটি যদি যথার্থ জিন্নাকেই বিপথ চালিত করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়ে থাকে তাহলে গান্ধীর কাছে এই প্রস্তাবের কথা এত সযত্নে গোপন রাখা হয়েছিল কেন সে প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর নেহেরুর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। বস্তুত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাবটি জানাজানি হয়ে যাওয়ায় গান্ধী এ-ব্যাপারে নেহেরু ও প্যাটেলকে জবাবদিহি করার জন্য লিখেছিলেন এবং তিনি যে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সে কথাও জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু তাঁর অসম্মতির প্রতি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন রকম গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি।[১৬] নেহেরু এবং প্যাটেল গান্ধীর চিঠির উত্তরে যে জবাবদিহি দাখিল করেছিলেন তা ছিল নিতান্তই দায়সারা গোছের। প্যাটেল লিখেছিলেন যে গান্ধী যে পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাবে অসম্মতি জানাবেন এমনটি তিনি মোটেও আন্দাজ

করতে পারেন নি এবং তিনি খবরের কাগজ পড়েই গান্ধীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সর্বপ্রথম অবহিত হয়েছিলেন। প্যাটেলের এই ব্যাখ্যা আদপেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যে-কোন ধরনের দেশ বিভাগের পরিকল্পনার যে তিনি ঘোর বিরোধী সে-কথা গান্ধী প্রকাশ্যে বারেবারেই ঘোষণা করেছিলেন এবং প্যাটেলেরও তা অজানা থাকার কথা নয়।

আসলে নেহেরু, প্যাটেল প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতারা নীতিগত ভাবে দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং দেশবিভাগ সমর্থন না করলেও বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে এবং বিশেষত দেশে সাম্প্রদায়িক হিংসার অবসানের জন্য এই অনভিপ্রেত সমাধানকে মেনে নিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ-ও জানতেন যে গান্ধীর (এবং কিছুটা আজাদেরও) মধ্যে এই মানসিক প্রস্তুতির অভাব রয়েছে। সুতরাং গান্ধীকে রাজনীতির এই পরিকল্পনা নির্মাণে বাদ রাখা ভিন্ন তাঁদের কাছেও আর অন্য কোন উপায় ছিল না। মাউন্টব্যাটেন মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতবর্ষের দায়িত্ব নেওয়ার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এ-দেশের রাজনীতিতে গান্ধীর এই বিলীয়মান প্রভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে গান্ধী বাদে কংগ্রেসের অবশিষ্ট প্রভাবশালী সদস্য পার্টিশান প্রস্তাব মেনে নিতে আপত্তি করবেন না। তিনি তাই গোড়া থেকেই গান্ধীকে বাদ দিয়ে রাজনীতির শিবির সজ্জায় মনোনিবেশ করেছিলেন। গান্ধী ভাইসরয়কে জানিয়েছিলেন যে দেশভাগের আত্মহননকারী প্রস্তাব এড়ানোর জন্য তিনি জিন্না তথা মুসলিম লীগের হাতেও সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করতে আপত্তি করবেন না। মাউন্টব্যাটেন গান্ধীর এই প্রস্তাবটিকে প্যাটেল এবং নেহেরুর কাছে এমন ভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন যাতে কংগ্রেসী নেতারা বুঝতে পারেন যে দুশো বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষে গান্ধী তাঁর অবাস্তব আদর্শ নিষ্ঠার জিদে দেশটাকে মুসলিম লীগের মত একটা সাম্প্রদায়িক দলের হাতে প্রায় নিঃশর্ত ভাবে তুলে দিতে উদ্যত হয়েছেন। এমন একটা আত্মহননকারী প্রস্তাবে তাঁরা স্বভাবতই রাজী হন নি। আর তাঁদের মনের এই অভিপ্রায়ের হদিস পেয়ে মাউন্টব্যাটেন ভরসা করে গান্ধীর প্রস্তাব বাতিল করে দেন। অতঃপর ভারতীয় রাজনীতি থেকে গান্ধীর কার্যত বিদায় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর গান্ধী বিদায় নেওয়ার পর মাউন্টব্যাটেনের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বাস্তববাদী প্যাটেল ও নেহেরুকে বোঝালেন যে অখণ্ড ভারতবর্ষে প্রতিনিয়ত বাধা সৃষ্টিকারী মুসলিম লীগকে নিয়ে ঘর করার চাইতে তাকে আলাদা করে দিয়ে খণ্ডিত হিন্দুস্তানে মনের মত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের সহায়তায় ঘর সাজানো অনেক বেশী কাম্য ও নিরাপদ। অবশ্য ভাইসরয়ের প্রস্তাবটি এক কথায় মেনে নিতে তাঁদের মনে যে দ্বিধা জাগে নি তা নয়। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন তাঁদের বোঝালেন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাবের (৮ই মার্চ ১৯৪৭) পর কংগ্রেসের পক্ষে নীতিগত কারণে দেশ বিভাগের প্রস্তাবে আপত্তি জানানো অর্থহীন। রণক্লান্ত কংগ্রেসী নেতাদের পক্ষে ভাইসরয়ের এত রকমের যুক্তির আবেদন এবং প্রলোভন অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। তাঁরা অচিরেই দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

৩রা জুনের (১৯৪৭) সরকারী বিবৃতি ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে (১৪-১৫ জুন ১৯৪৭) দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে একটি রেসোলিউশন পাশ করা হয়। এই রেসোলিউশনের খসড়া ওয়ার্কিং কমিটি রচনা করে পরে কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে পেশ করেছিল। এই রেসোলিউশনে প্রথমেই বলে নেওয়া হয়েছিল যে, কংগ্রেস ১৬ই মে ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব এবং পরবর্তী ৬ই ডিসেম্বারের ব্যাখ্যা সমেত গোটা পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে যথাবিধ পদ্ধতি অনুযায়ী একটি সংবিধান সভা (Constituent Assembly) গঠন করার পর উক্ত সভার নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী বিগত ছয় মাস কাল যাবৎ এই দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনার কাজে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু যেহেতু মুসলিম লীগ এই সভা বয়কট করে এবং যেহেতু কংগ্রেস তার ওয়ার্কিং কমিটির বিগত ১১ই এপ্রিল ১৯৪২ সালের ঘোষণা অনুযায়ী দেশের কোন অনিচ্ছুক অংশকে ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে ব্যধ্যতামূলকভাবে যুক্ত না করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেই কারণে এই দল এখন ৩রা জুনের (১৯৪৭) সরকারী ঘোষণার সমুদয় প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করছে। ৩রা জুনের এই প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতবর্ষের কয়েকটি অংশ হয়ত এই দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। কংগ্রেসের পক্ষে এই রকম পরিণতি অনভিপ্রেত হলেও এ-দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি এ ধরনের ঘটনা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত রয়েছে। পরিশেষে দেশবিভাগের আশু সম্ভাবনা মেনে নিয়েও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারতবর্ষের অখণ্ড এবং অবিভাজ্য জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করে জানায়

> "The Congress has consistently upheld that the unity of India must be maintained. Ever since its inception, more than 60 years ago, the National Congress has laboured for the realization of a free and united India, and millions of our people have suffered in this great cause. Not only the labours and sacrifices of the past two generations, but the long course of India's history and tradition bear witness to this essential unity. Geography and the mountains and the seas fashioned India as she is, and no human agency can change that shape or come in the way of her final destiny."

অস্যার্থ কংগ্রেস তার জন্মলগ্ন অর্থাৎ বিগত যাট বছর ধরে এক অখণ্ড স্বাধীন ভারতবর্ষ গঠনের জন্য কাজ করে এসেছে এবং এই সাধনায় লক্ষ লক্ষ মানুষ দুঃখ বাধা সহ্য করে তার সহযাত্রী হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং এ-দেশের অসংখ্য মানুষের দুঃখ বরণের মধ্যে সেই ঐক্যের আদর্শ সর্বদাই প্রতিফলিত হয়েছে। পর্বত এবং সমুদ্র বেষ্টিত ভারতবর্ষের এই অখণ্ড ভৌগলিক সত্ত্বা কোন মানুষের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হবার নয়। ভারতবর্ষকে তার চূড়ান্ত ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতেই হবে।

করেছিলেন তাতে মুসলিম লীগের ইকুইটি সম্পর্কিত ধারণার আভাস পেতে অসুবিধা হয় না।[১৯] তবুও এই হাজার মাইল করিডরই যে লীগের একমাত্র চাহিদা ছিল এমন ভাবার কোন কারণ নেই। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত নথি-পত্র ঘাঁটলেই জানা যাবে যে ৩রা জুনের (১৯৪৭) সরকারী প্রস্তাবটি ঘোষিত হওয়ার মাত্র একমাস পরেই মুসলিম লীগ আরও এক নোতুন দাবীর জিগির তুলেছিল। ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে আইন জারি করার আগে এই বিষয়ে যে খসড়া বিলটি রচনা করা হয়েছিল সেটি অন্যান্য সব দলের মত মুসলিম লীগকে দিয়ে দেখিয়ে নেওয়ার সময় লীগ এই ড্রাফট বিলের উপর মন্তব্য করার অবকাশে ব্রিটিশ সরকারের কয়েকটি নীতির সমালোচনা করে দলের তরফে নোতুন করে একটি দাবী পেশ করে। লীগের এই দাবীর যৌক্তিকতা বিচার করে মাউন্টব্যাটেন ভারত সচিব লিস্টওয়েলের কাছে এই বিষয়ে যে গোপন চিঠিখানি পাঠিয়েছিলেন। (৩রা জুলাই ১৯৪৭) সেটি পাঠ করে জানা যায় যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার সরকারী প্রস্তাবটি লীগের আদৌ মনঃপুত হয়নি। লীগের মতে ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিচারে এই দ্বীপপুঞ্জ কোনভাবেই ভারত রাষ্ট্রের ভাগে পড়া উচিত নয়। তাছাড়া যেহেতু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী এই দ্বীপপুঞ্জ চিরকালই গভর্ণর-জেনারেলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল সেই কারণে অন্যান্য ফেডারেল প্রদেশের ব্যবস্থা অনুযায়ী এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা অনুচিত। অপিচ নৃতাত্ত্বিক বিচারেও সাধারণ ভারতবাসী ও দ্বীপপুঞ্জের উপজাতি অধিবাসীদের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। এমতাবস্থায় এই দ্বীপপুঞ্জকে ভারত রাষ্ট্রের পরিবর্তে বরং পাকিস্তানেরই অন্তর্ভুক্ত করা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত হবে। লীগের মতে স্থলপথে বিচ্ছিন্ন পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে জলপথের এই একমাত্র যোগসূত্রের মাঝে দ্বীপপুঞ্জের অবস্থিতি পাকিস্তানের দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। সামরিক বিচারে এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কথা বাদ দিলেও এ-কথা মানতেই হবে যে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতের পথে এই দ্বীপপুঞ্জেই পাকিস্তানী জাহাজগুলিতে জ্বালানি ভরে নেওয়ার কাজ করে নেওয়া সম্ভব। সুতরাং পাকিস্তানই এই দ্বীপপুঞ্জের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত দাবীদার হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। ভাইসরয়, লিস্টওয়েলকে জানান যে মুসলিম লীগের মতে ঃ

> "Neither historically nor geographically they (অর্থাৎ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ) are part of India. They were British possessions which were administered by the Central Government...The majority of the population of these Islands consists of tribes who are not connected with the peoples of India by ethnical, religious or cultural ties. Pakistan's claims to these islands are very strong inasmuch as the only channel of communication between the eastern and western parts of Pakistan will be by

sea and these islands occupy an important strategic position on the sea route involved. They could also serve to provide convenient refuelling bases for vessels plying between the two parts of Pakistan."[২০]

আন্দামান-ও নিকোবরের উপর দাবী জানানোর সময় লীগের তরফে বারবার শুধু এই কথাই বলা হয়েছিল যে, যেহেতু ৩রা জুনের (১৯৪৭) প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার সময় কোন ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এই দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি সেই কারণে এই দ্বীপপুঞ্জকে এক তরফা ভাবে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তে মুসলিম লীগ তার আপত্তি প্রকাশ করছে। বলা বাহুল্য ব্রিটিশ সরকার তার এই আপত্তিতে কর্ণপাত করে নি। কিন্তু দাবী পূর্ণ না হলেও দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রচারক মুসলিম লীগের চাহিদা যে ক্রমে ক্রমে কত আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে তা লীগের ঐ হাজার মাইল করিডর ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীর মধ্যেই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টের ৩রা জুনের (১৯৪৭) পরিকল্পনাকে ঘিরে উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে যে ভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তার সবগুলির বিশদ বিবরণ এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এই গুলির অধিকাংশই ছিল পারস্পরিক দোষারোপ এবং অভিযোগের উতোর-চাপানে ভরা এবং তার কোনটির মধ্যেই ভাবীকালের নবজাতক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিকর্তব্য সম্পর্কে কোনরকম নিশানা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সার্বিক গতানুগতিকতার মাঝখানে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ২০শে জুনের (১৯৪৭) অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তার অভিনবত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেন্ট্রাল কমিটির এই প্রস্তাবের ভাবানুবাদ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

> সাম্রাজ্যবাদের দু-মুখো নীতির পরিণামে প্রাপ্ত মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা (Plan) ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দান করে নি। এর দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত জাতীয় দাবী মেনে নেওয়ার সুযোগে ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং বিভেদকামী শক্তি সমূহকেই মদত দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশের শাসন ও বিভেদ নীতির (divide and rule) দরুণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হয়েছিল তার পরিণাম হল গৃহযুদ্ধ ও দেশবিভাগ এবং এরই ফলে দুটি বিরোধী রাষ্ট্র জন্ম নিতে চলেছে। এই দ্বিধাবিভক্ত অঞ্চলের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে এই দুই নব জাতক রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ এখন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতির জন্য নোতুন সুযোগ (new opportunities for national advance) সৃষ্টি করা এবং সেই সঙ্গে ডোমিনিয়ন সরকার এবং

সংবিধান সভার মত দুটো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাকে এই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে । কিন্তু জনগণ যেন খেয়াল রাখেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই দেশের জাতীয় ও সমাজ জীবনের সর্বপ্রকার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের জাতীয় শক্তির ঐক্যে ফাটল ধরাতে বদ্ধপরিকর। এ জন্য তারা দেশীয় রাজন্যবর্গ, জমিদার এবং ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে ভাবীকালের ভারত রাষ্ট্র সহ ভারতীয় অর্থনীতিকেও নিয়ন্ত্রিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। এই ভাবে তাদের প্রত্যক্ষ শাসন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ভারতে ব্রিটিশ তাদের পরোক্ষ শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চাইছে।

মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানে যে ছক তৈরী করা হয়েছে তার ফলে ব্রিটিশের তৈরী করা নানা ধরনের রোয়েদাদের (award) মাধ্যমে প্ল্যানের অনৈক্য সৃষ্টিকারী মূল উদ্দেশ্যটিকেই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। হিন্দু, মুসলমান এবং শিখেদের মধ্যে কলহ তীব্র করে তোলার জন্য সীমানা কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং উপমহাদেশের অর্থনীতি, সম্পদ এবং সেনাবাহিনী ভাগাভাগি করার অছিলায় এমন ভাবে আরও অনেক কমিশন তৈরী করা হয়েছে যাতে ব্রিটিশের মধ্যস্থতায় তাদেরই করা বাঁটোয়ারা-বন্দোবস্ত এ-দেশে সকল শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ জীইয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে ভারতবর্ষের ঐক্যরক্ষার জন্য এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এ-দেশে একটি প্রজাতন্ত্র গঠনের জন্য এই পার্টি ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের জন্য সর্ব প্রকার সহযোগিতা দানে প্রস্তুত রয়েছে। এই পার্টি আরও প্রস্তাব করছে যে সরকার যেন এই মুহূর্তেই বিভিন্ন গণ সংগঠন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতা নিয়ে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন এবং দেশের প্রধান শিল্পোদ্যোগগুলির জাতীয় করণের মাধ্যমে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করেন এবং এই ভাবে দেশের পরিকল্পিত অর্থনীতি গড়ে তোলেন।

সেন্ট্রাল কমিটির প্রস্তাবে পাকিস্তানের প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়েছিল। প্রস্তাবে পাকিস্তানে ইঙ্গ-আমেরিকান গোষ্ঠীর সম্পর্কে সে দেশের মানুষকে বিশেষ ভাবে সর্তক করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মুসলিম লীগকেও মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে সে-দেশে গণতন্ত্র কেবল মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বন্ধন অটুট রেখে এবং প্রতিবেশী ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রেখেই গড়ে তোলা সম্ভব। কমিটি মুসলিম লীগকে স্বৈরতন্ত্রী দেশীয় রাজ্যগুলিকেও মদত দিতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করে এবং পাকিস্তানে যথার্থই একটি অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্র গড়ে তুলবার জন্য উদ্যেগ নিতে আহ্বান করে।[২১]

দেশবিভাগ ছাড়াও স্বাধীনতা লাভের যে অপর একটি শর্ত সম্পর্কে কংগ্রেসের বিশেষ

দ্বিধা ছিল তা হল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস। আগেই বলা হয়েছে যে উপমহাদেশের নেতাদের দাবী অনুযায়ী যদি ১৯৪৮ সালের জুন মাস কিংবা সম্ভব হলে তার আগেই ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হোত তাহলে ভারত এবং পাকিস্তানকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসই মেনে নিতে হয়। ভারত এবং পাকিস্তানকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দুটি স্বাধীন অথবা স্বায়ত্ব-শাসন প্রাপ্ত ডোমিনিয়ান হিসাবে গণ্য করলে এই দুই দেশের সংবিধান রচিত হওয়ার ঢের আগেই এদের হাতে ক্ষমতা সমর্পন করার ব্যাপারে কোন আইনী বাধা থাকে না। কিন্তু ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হলে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য দেশ বিভাগ এবং বিশেষ করে উভয় রাজ্যের সংবিধান রচনার কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে এ -দেশে কায়েম থাকতেই হয়। কিন্তু উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি যে ভাবে সঙ্গিন হয়ে উঠছে তা ব্রিটিশ সরকার চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। দেশের মধ্যে বেআইনী কার্যকলাপ প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। শিল্প গুলিতে শ্রমিক মালিক সঙ্ঘর্ষ উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। এ ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক অস্থিরতাও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তাছাড়া ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রিটিশ রাজের পক্ষে উপমহাদেশের এত সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় দেশবিভাগ এবং উভয় দেশের সংবিধান রচনার কাজ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতে হয়ে তাহলে এই সময়ের মধ্যে কিছু অনর্থ ঘটে গেলে তার জন্য হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টকেই দায়ী করা হবে।[২২] ক্রিপসকে মাউন্টব্যাটেন লিখছেন— "আমরা একটা আগ্নেয়গিরির উপর বসে রয়েছি, ক্ষমতা হস্তান্তর কেমন ভাবে সম্পন্ন হবে সেই বিষয় সিদ্ধান্ত নিয়েই কেবল এই অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ করা যেতে পারে।" ইজমে লিখছেন। ১৯৪৮এর জুনকে বড় শীঘ্র মনে করা হয়েছিল, কিন্তু ভারতে আসার পর মনে হচ্ছে বড় দেরী হয়ে যাবে। অন্তর্বর্তী সরকার প্রত্যেক সমস্যাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করছে। এই সরকার নিয়ে পনেরো মাস রাজ্যপাট চালানো অসম্ভব। "আমরা এমন এক জাহাজে আছি যা প্রচুর দাহ্য, অত্যন্ত বিস্ফোরক এবং বিধ্বংসী উপাদানে ভর্তি। জাহাজে আবার আগুন লেগেছে। যদিও তা বারুদের ঘরে পৌঁছয়নি তবু অতি সত্বর আমাদের তা নেবাতে হবে, অন্তত নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।" সময়ের সমস্যাটাই সব চেয়ে বড় এবং এক্ষুনি একটা পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। অতয়েব ১৯৪৮ এর জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলবে না। তার আগেই এবং সম্ভব হলে ১৯৪৭ এর মধ্যেই তল্পি-তল্পা গোটানোর জন্য মাউন্টব্যাটেন মন স্থির করে ফেললেন।[২৩]

এই সংকট সমাধানের সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হিসাবে মেনন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রস্তাব করেছিলেন। ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস সম্পর্কে ভারতবাসীদের অনেক আগে থেকেই কিছুটা ধারণা তৈরী হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ভারত সংস্কার আইনে পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর ইংল্যাণ্ডের আর এক লেবার প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ডের আমলে ভারতবর্ষের বড় লাট আরউইন ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯১৭ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড

ঘোষণা মোতাবেক ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসই ভারতবর্ষের সাংবিধানিক অগ্রগতির পথে একমাত্র লক্ষ্য বলে স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় এই শব্দটির সম্যক অর্থ সম্পর্কে ভারতবাসীর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ব্রিটিশ সংবিধান বিশেষজ্ঞ স্যার ম্যালকম হাইলে ১৯২৪সালে এই শব্দটির তাৎপর্য যে-ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতে বোঝা গিয়েছিল যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস লাভ করার পরেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারবেন ("Responsible government," was not "incompatible with the retention by the Imperial power of some restriction on the capacity of the legislature) ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের এহেন ব্যাখ্যা সঠিক ছিল কি-না (অর্থাৎ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাওয়ার পরে ভারতবর্ষকে যথার্থ স্বাধীন দেশ বলে গণ্য করা হবে কিনা) সে বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় কংগ্রেস নেহেরু রিপোর্টের (১৯২৮) ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস সংক্রান্ত প্রস্তাব খারিজ করে পরের বছরেই লাহোর অধিবেশনে 'পূর্ণ স্বরাজ' কেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিল এবং এই ঘোষণা অনুযায়ী কংগ্রেস ঐ বছরের ২৬জানুয়ারীকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস বলে প্রচার করেছিল।[২৪]

এহেন পরিস্থিতির মধ্যে মাউন্টব্যাটেনের ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনার মধ্যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের শর্তটি সর্ম্পকে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মনে স্বভাবতই সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। সন্দেহের কারণ এই যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের সঙ্গে ভারত যাতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথেরও সদস্য হয় সে জন্য নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। ভারতকে কমনওয়েলথে রাখার ব্যাপারে ব্রিটিশের বিশেষ স্বার্থ ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সে দেশে রাশিয়ার প্রভাব ক্রমেই বিস্তৃত হবে এমন এক আশংকায় ব্রিটেন এই সময় ত্রস্ত হয়েছিল। "ভারত রুশ প্রভাবাধীন হলে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সম্পদ বিপন্ন হবে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যোগাযোগ বিছিন্ন হবে-এমন ভয় বাবংবার উচ্চারিত হয়েছিল"।[২৫] মাউন্টব্যাটেনের ধারণা ছিল দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষীয় নেতারা কমনওয়েলথেই থাকতে চাইবেন। কিন্তু ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বা কমনওয়েলথ—কোনটাই স্বাধীন ভারতের ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না। গান্ধী ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। আর ইজমের কাছে লেখা সলিসিটর-জেনারেল মংকটনের চিঠি থেকে জানা যায় যে নেহেরুর মতে শব্দটি ভারতীয় নাকে দুর্গন্ধের মত লাগে (Dominion Status stinks in Indian nostrils)। তিনি বরং কমনওয়েলথ ছাড়ারই ইংগিত দিয়েছিলেন।

কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ সম্পর্কে কংগ্রেসের আপত্তির প্রধান কারণ এই যে এখানকার সদস্যদের ব্রিটেনের রাজার প্রতি একটা সম্ভ্রমসূচক আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। এই আনুগত্যের বন্ধন বা গভীরতা হয়ত সকল সময়ে একই রকমের ছিল না। ১৯৩১ সালের স্ট্যাটিউট অফ ওয়েস্টমিনিস্টার জারী হওয়ার আগে সদস্য রাষ্ট্রগুলি হয়ত সহজে কমনওয়েলথ বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেত না। কিন্তু স্ট্যাটিউট জারী হওয়ার পরে অব্যাহতি পেতে বিশেষ বেগ পেতে হত না। তবে ব্রিটিশ সংবিধান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কিথ ১৯৩৮

সালে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'The Dominions as Sovereign States' গ্রন্থে বলেন যে কমনওয়েলথ বন্ধনকে এতটা শিথিল মনে করা আদৌ আইনসঙ্গত নয়—"The Commonwealth is one which cannot be dissolved by unilateral action.' পক্ষান্তরে আর একজন বিশেষজ্ঞ প্রিভি কাউন্সিলের 'Moore Vs Attorney-General for the Irish Free State' (১৯৩৫) মামলার রায় উল্লেখ করে ঐ ১৯৩৮ সালেই প্রকাশিত 'The Statute of Westminister and Dominion Status' গ্রন্থে (লেখক K. C. Wheare) কিথের ঠিক বিপরীত অভিমত প্রকাশ করে লিখেছেন যে কমনওয়েলথের যে-কোন সদস্য সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ ভাবেই কমনওয়েলথের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে—"secession from the Commonwealth...would in strict law be valid."[২৬]

এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে কংগ্রেসের ভয় দূর করবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য বারেবারেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে স্বাধীন ভারত যে-কোন দিনই স্বেচ্ছায় কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং সে ব্যাপারে তার উপরে কোনভাবেই কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে না। কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলির সংবিধান বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন বিচারপতি স্যার বেনিগাল নরসিংহ রাও তো পরিষ্কার বলেই দিয়েছিলেন যে স্ট্যাটিউট অফ ওয়েস্টমিনিস্টারে যা-ই লেখা থাকুক না-কেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স এ্যাক্ট অনুযায়ী স্বাধীন ভারতের স্বেচ্ছায় কমনওয়েলথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার কোনভাবেই খর্ব করা সম্ভব নয়..."the position of India in respect of the rights of secession may be different from that of the Dominions under the Statute of Westminister." আধুনিক কালের সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে ব্রিটিশ সরকার তার সাম্রাজ্যকে গুটিয়ে নেবার একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবেই কমনওয়েলথকে ব্যবহারে করতে চেয়েছিল। এই কমনওয়েলথের সঙ্গে সাবেকী কমনওয়েলথের মিল খোঁজা নিরর্থক। নোতুন এই কমনওয়েলথের সদস্য জাতি-রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটিরই নিজস্ব সত্তা এবং বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্বভাবতই এই কমনওয়েলথের টিকে থাকার জন্য কোন সংকট সৃষ্টি হয়নি—"The essential point is that the commonwealth survived because it was no longer British."[২৭] কিন্তু এত সব প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও প্রশ্ন আসে এই যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এবং কমনওয়েলথ যদি এতটাই গুরুত্বহীন এবং সাধারণ ব্যাপার হবে তাহলে লেবার সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে মাউন্টব্যাটেন ভারতকে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এমন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কেন ? অমলেশ ত্রিপাঠী বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করে লিখেছেন যে এই উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করার জন্য মাউন্টব্যাটেন সত্য-মিথ্যা ইত্যাদি নানা রকমের ছল চাতুরির আশ্রয় নিতে পর্যন্ত দ্বিধা করেন নি। বলদেব সিংকে তিনি ভান করে এক সময় বলেছিলেন যে ভারত কমনওয়েলথের সদস্য হোক বা না-ই হোক সে বিষয়ে ব্রিটেনের কোন মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু এই চালে কাজ না হওয়াতে তিনি ইঙ্গিত দেন যে জিন্না কমনওয়েলথে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। কৃষ্ণ মেননের কাছে

ভয় দেখানোর জন্য ভাইসরয় এ কথাও বললেন যে পাকিস্তান যদি একা সদস্য হয় তবে তার সৈন্যবাহিনী হিন্দুস্তানের চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী হবে। করাচীতে তো কমনওয়েলথের বিরাট নৌ-বাহিনী আছেই। মাউন্টব্যাটেন তাঁর আমলাদের কাছে নিজেই এক সময় স্বীকার করেছিলেন যে ভারতকে কমনওয়েলথে টানবার জন্য তিনি ইচ্ছে করেই পাকিস্তানের ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কোনভাবেই কোন সুবিধা করে উঠতে না পারায় তিনি অবশেষে উড়িষ্যার লাট চন্দুলাল ত্রিবেদীর শরণাপন্ন হলেন। তাঁকে বোঝালেন কমনওয়েলথে থাকলে ভারতেরই লাভ, ব্রিটিশের পক্ষে ভারত সদস্য না হলেও তার কোন ক্ষতি নেই। একই সঙ্গে তিনি কপট নিরাসক্তি দেখিয়ে বললেন যে ভারত সদস্য হবার জন্য আবেদন করলেই যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর করবে এমন ভাবারও কোন কারণ নেই।" তবে কিনা তাঁর ও সম্রাট জর্জের ভারতের প্রতি একটা ভালবাসা আছে, তিনি বলে কয়ে ক্যাবিনেটকে রাজি করাতে পারেন।" আবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কৃষ্ণ মেনন যখন জানালেন যে যেহেতু সংবিধানে ভারতকে ইতিমধ্যেই 'স্বাধীন, সার্বভৌম, সাধারণতন্ত্র' বলে ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে সেই কারণে কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে তার পক্ষে ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রতি আনুগত্য জানানো আর সম্ভব নয় তখন ভাইসরয় তদ্দণ্ডে সেই সমস্যার সমাধান করে মেননকে জানালেন সংবিধানের প্রস্তাবিত ঘোষণা আপাতত পাঁচ বছরের জন্য মুলতুবি রাখা হোক। ভারতীয় সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে কমনওয়েলথের সদস্যপদের একটা আইন মোতাবেক সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি ইজমের মাধ্যমে ক্রীপস এবং শক্রশ (Shawcross) প্রমুখের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন।[২৮] বস্তুত ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও তাকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এবং কমনওয়েলথ প্রভৃতির ফাঁদে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখাই ছিল মাউন্টব্যাটেনের আসল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যে একেবারে অসফল হয়েছিল তা-ও নয়। কেননা নেহেরু ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসকে দুর্গন্ধজনক আখ্যা দিয়েও কিংবা কমনওয়েলথের ব্যাপারে সরাসরি মন স্থির করতে না পারলেও কোন-না-কোন ভাবে ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন জাতি সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত হবার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েছিলেন—"...some form of association with the British family of nations might have advantages for India and the British."[২৯] এর পরেও মাউন্টব্যাটেন আর এক ধাপ এগিয়ে ভারত এবং পাকিস্তান—উভয় রাষ্ট্রকেই অনুরোধ করেছিলেন যে তারা যেন তাদের জাতীয় পতাকার ঊর্ধ্বভাগের এক কোণে ডোমিনিয়ন মর্যাদার স্মারক হিসাবে ইউনিয়ন জ্যাকের লোগোটি ক্ষুদ্রাকারে সংযোজন করেন। পাকিস্তান অবশ্য ধর্মবোধের দোহাই দিয়ে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। কিন্তু নেহেরু এই প্রস্তাব খারিজ করে দিলেও মাউন্টব্যাটেনকে জানাতে ভোলেননি যে গান্ধী, প্যাটেল প্রমুখ কয়েকজন প্রভাবশালী কংগ্রেসী নেতা ভারতের জাতীয় পতাকায় মাউন্টব্যাটেনের ডিজাইন মেনে নিতে স্বীকৃত থাকলেও অধিকাংশ ভারতবাসী এতে ব্রিটিশের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত রকমের মাখামাখি হবে মনে করায়, এই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

"Nehru asked if I would mind if Congress rejected the design on the grounds that although Gandhi, Patel and others have originally expressed their willingness to accept it they have now come to the conclusion that the general feeling among Congress extremists was that the leader were pandering far too much to the British and that this have reached a point at which it was inadvisable to press the design on them."[৩০]

আসলে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস শব্দটিকে ভারতীয়দের আশ্বস্ত করার জন্য যতটা নিরীহ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছিল বাস্তব ঘটনা যে তেমন নয় তা এ্যাটলির কাছে লেখা চার্চিলের ১লা জুলাই-এর (১৯৪৭) চিঠি থেকেই স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। ঐ চিঠিতে চার্চিল জানান যে ভারত ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেন -প্রস্তাবে তিনি সায় দিয়েছিলেন এই কারণে যে তাঁকে বলা হয়েছিল যে ভারতকে কেবল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য এই প্রস্তাবে সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে সরকার ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করতে আগ্রহী। তাই পার্লামেন্টে প্রস্তাবটি বিল আকারে পেশ করার সময়ে সরকার পক্ষ এর নাম দিয়েছেন—"দি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স বিল"। চার্চিল বলেন, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের অধিকার হয়ত এমনভাবে ব্যবহার করা যায় যা স্বাধীনতা ভোগেরই সমকক্ষ ; কিন্তু তথাপি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস স্বাধীনতা নয়— "Dominion Status is not the same as independence." এই কারণে তিনি পার্লামেন্টে আনীত ঐ বিলের শিরোনাম শুদ্ধাকারে "দি ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়নস বিল" রাখার পক্ষপাতী। চার্চিল বলেন যে অবশ্য যদি এটিকে "দি ইণ্ডিয়া বিল, ১৯৪৭" অথবা "দি ইণ্ডিয়া সেলফ-গভর্ণমেন্ট বিল" বলা হয় তাহলেও তাঁর আপত্তি নেই।[৩১]

চার্চিলের আপত্তি একেবারে উপেক্ষা করার মত ছিল না। বস্তুত বিলাতে লেবার মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর ওয়াভেল যখন ১৯শে সেপ্টেম্বার ১৯৪৫ তারিখে ভারত সম্পর্কে নোতুন সরকারের নীতিটি ঘোষণা করেন তখন তিনিও ভারতকে যথাসম্ভব দ্রুত স্বায়ত্ত-শাসন (অর্থাৎ সেলফ গভর্নমেন্ট ; ইণ্ডিপেনডেন্স নয়) দেওয়ারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমন-কি ৩রা জুনের (১৯৪৭) হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টের বিবৃতিটি জারি হওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহ আগেও মরিসন, বেভিন, ক্রীপস, আলেকজাণ্ডার প্রমুখ কমন্স সভার বিশিষ্ট সদস্যগণের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে এ্যাটলি নিজেই স্বীকার করেন (১৪ই মে ১৯৪৭) যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নামক অন্তর্বর্তী স্তর পেরিয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যগুলি ক্রমান্বয়ে গ্রেট ব্রিটেনের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। এই শব্দবন্ধের ব্যঞ্জনা এবং নিহিতার্থ ইতিমধ্যে এতটাই পরিবর্তিত হয়েছে যে—

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কানাডা প্রভৃতি ডোমিনিয়ন সমূহ 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' শব্দটি সম্পর্কে আপত্তি প্রকাশ করেছে। বিশ বছর আগেও যে ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবীতে মুখর ছিল সে-ই এখন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী

জানাচ্ছে। সিলোন এবং বর্মা—উভয়েই কমনওয়েলথের ভিতরে অথবা বাইরে থেকে—যেভাবেই হোক পূর্ণ স্বাধীনতাই দাবী করছে। এই অবস্থায় লক্ষ করছি যে যদিও এশিয়ার অনেক দেশেরই রাজনীতিকগণ কমনওয়েলথ ত্যাগ করার ব্যাপারে অনিচ্ছা জানিয়েছে তবুও 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' শব্দটি যেন আগের মত তেমন আর আকর্ষণীয় নেই বলেই মনে হচ্ছে।[৩২]

কিন্তু সব কথা জানা বোঝা সত্ত্বেও সরকারের প্রধান হিসাবে বিরোধী পক্ষের অভিযোগকে স্বীকার করে নেওয়া চলে না। কাজেই এ্যাটলিকেও চার্চিলের আপত্তি নস্যাৎ করে দিয়ে বলতেই হল যে বিভিন্ন ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কমনওয়েলথের সদস্য হলেও তাঁরা নিজেদের রাষ্ট্রকে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই গণ্য করেন। সত্য বটে যে তাঁরা সম্রাটের কাছে আনুগত্য জ্ঞাপন করেছেন ; কিন্তু তিনি তো সব কয়টি ডোমিনিয়নেরই 'রাজা' বলে স্বীকৃত। অতয়েব এই আনুগত্য জ্ঞাপন কোনভাবেই ডোমিনিয়নগুলির নির্ব্যূঢ় স্বাধীনতা ভোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না।[৩৩] বলা বাহুল্য এ্যাটলির এই যুক্তির মধ্যে অনেকেই তেমন সারবত্তা খুঁজে পাবেন না। তবে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এবং ভারতের কমনওয়েলথ সদস্যপদ গ্রহণের প্রস্তাব সম্পর্কে যত বিরূপ সমালোচনাই করা হোক না কেন উপমহাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এ-ছাড়া ভিন্ন কোন কার্যকরী পন্থাও ছিল না। হাউস অফ লর্ডসের ৫ ই মার্চের (১৯৪৭) বিতর্কগুলি অনুধাবন করলেই এই গত্যন্তরহীনতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ঐ দিন এ্যাটলির ২০শে ফেব্রুয়ারীর (১৯৪৭) যে বিবৃতিতে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই উপমহাদেশে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছিল সেই বিবৃতির সমালোচনা করে লর্ড সাইমন বলেন যে আগামী পনেরো মাসের মধ্যে উপমহাদেশের যুযুধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশায় প্রধানমন্ত্রী তাদের স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু লর্ড সাইমন মনে করেন যে এই হিসেবের মধ্যে একটা মস্ত বড় ভুল (a grave mistake) রয়ে গিয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে সাউথ আফ্রিকা এবং আয়ারকে স্বায়ত্ত শাসন দান করার ব্যাপারটি কোন মতেই তুলনীয় নয়। কেননা শেষোক্ত দুই অঞ্চলে একটি সমগোত্রীয় ("homogeneous peoples") জাতির সঙ্গে বোঝাপড়া করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা। সেক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে এ-দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করা সম্ভব না হলে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কি তখন ভারত সরকারের দায়িত্ব পণ্ডিত নেহেরুর হাতেই ছেড়ে দেবেন বলে স্থির করেছেন—"Would they (the Cabinet) dream of handing the government of India over to Pandit Nehru?[৩৪] এই সমস্যার সমাধান হিসাবেই দেশ বিভাগ, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এবং কমনওয়েলথ সদস্য পদ দানের প্রস্তাব করা হয়েছিল। দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত হিন্দু এবং মুসলমানের (এবং শিখও) মধ্যে একটা সমঝোতা স্থাপন করেছিল। আর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ও কমনওয়েলথ প্রস্তাবের মাধ্যমে

ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-উত্তর সংবিধান রচিত হওয়ার বহু পূর্বেই উভয় অঞ্চলে আইনানুগ পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব হয়েছিল এবং কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ার জন্য উভয় এলাকার মধ্যে ভাগাভাগি করার আনুষঙ্গিক কাজগুলিও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা গিয়েছিল। অবশ্য স্বাধীন ভারতের সংবিধান চালু হয়ে যাওয়ার পর (১৯৫০) ভারত তার ডোমিনিয়ন দশা থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে ভারত কমনওয়েলথের সদস্যপদ বর্জন করে নি।

সকল প্রতীক্ষা এবং আলাপ-আলোচনার শেষে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স বিলের খসড়া তৈরীর কাজে হাত দেওয়ার উদ্যোগ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু এই শেষের মুহূর্তেও আবার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে মুসলিম লীগ এই দ্বীপপুঞ্জ যাতে পাকিস্তানের ভাগে পড়ে সেজন্য নানারকম যুক্তির অবতারণা করেছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও এই দ্বীপপুঞ্জকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড বার্মা কমিটির ২৮শে মে (১৯৪৭)-এর বৈঠকে প্রতিরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী এবং ভারত বিশারদ এ. ভি. আলেজকাণ্ডারের তরফে জানানো হয়েছিল যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় এই দ্বীপপুঞ্জের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে এবং এই অঞ্চলকে কোন দিনই ব্রিটিশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে অতীতে গণ্য করা হয় নি।[৩৫] কিন্তু ইণ্ডিয়া অফিস থেকে হুঁসিয়ারী দিয়ে বলা হল যে আন্দামান ও নিকোবরকে ব্রিটিশ ভারতের বাইরে রাখতে গেলে অর্থাৎ এই দ্বীপপুঞ্জকে ভারতীয় সার্বভৌমত্বের অন্তর্ভুক্ত করা না হলে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স বিলে একটা আলাদা ধারা সংযোজন করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে কংগ্রেসী নেতাদের সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিভাবে মোকাবিলা করা হবে সে ব্যাপারেও অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ভাইসরয় তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করে জানিয়ে দিলেন যে দ্বীপপুঞ্জটি যদি ভারতের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাহলে ভারত জুড়ে আবারও একটা ব্যাপক অশান্তি দেখা দেবে।[৩৬] অবশেষে ভাইসরয়ের অভিমতই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে ভারত রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে স্থির করা হয়েছিল।

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স বিল জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পেশ করা হল। সরকার এবং বিরোধী পক্ষ উভয়েই আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন যে এই বিল যাতে সহজেই গৃহীত হয় সেজন্য সবাই মিলে চেষ্টা করবেন এবং বিলটিকে নিয়ে পার্লামেন্টের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী বিশেষ কোন দীর্ঘ বিতর্ক চালানোরও সুযোগ দেওয়া হবে না। সবাই বুঝেছিলেন যে বিলটিকে দ্রুত পাশ করানো না গেলে আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সেরে ওঠা যাবে না। চার্চিল মাউন্টব্যাটেন-পরিকল্পনাটিকে 'অপারেশন স্কাটল' (operation scuttle) নাম দিয়ে খুব একটা ভুল করেন নি। কিন্তু বিতর্ক যে একেবারেই হয় নি তা নয়। এ্যাটলি মাউন্টব্যাটেনকে ১৭ই

জুলাই ১৯৪৭ তারিখে (এই দিনেই বিলটিতে সম্রাট সম্মতি জ্ঞাপন করেন) চিঠি লিখে জানান যে ব্যারেন র‍্যাংকিলর (Rankeillour) এবং আর্ল অফ শেলবোর্ন (Selborne) হাউস অফ লর্ডসে এই বিলের বিরোধিতা করে কিছুক্ষণ উত্তপ্ত ভাষণ দেন।[৩৭] কিন্তু তাঁদের বক্তৃতায় বিশেষ কেউ-ই কর্ণপাত করেন নি। ভাইসরয়ের প্রেস এ্যাটাশে ক্যাম্পবেল-জনসন ১০ই জুলাই তারিখে বিলের উপর বিতর্ক শুনবার জন্য স্বয়ং হাউস অফ কমন্সে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানাচ্ছেন যে মাত্র তিনজন সদস্যই বিলটি সম্পর্কে কিছুটা শুনবার মত ভাষণ দান করেন। বাকী সদস্যরা সবাই একবাক্যে মাউন্টব্যাটেন (এবং তাঁর পত্নীও) যে-রকম অভাবনীয় দক্ষতা সহকারে ভারতবর্ষের জটিল সমস্যাকে দ্রুত সমাধান করতে পেরেছেন তাই নিয়ে প্রশংসায় অধীর হয়ে ওঠেন। ক্যাম্পবেল-জনসন আরও জানান যে হাউসে সেদিন সদস্যগণের অনুপস্থিতিও ছিল বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। অর্থাৎ বিলটির ভবিষ্যৎ কারোরই অজানা ছিল না।[৩৮] প্রধানমন্ত্রী নিজেও উপরোক্ত পত্রে ভাইসরয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন—"আপনার সম্পর্কে সকলেই এত উপযুক্ত প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করায় আমি আনন্দ লাভ করেছি। (ভারতবর্ষে) এই ভাবে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজে এডুইনার অবদানও যে স্বীকৃতি পেয়েছে সে-কথাও আমি সম্যকভাকে অবগত হয়েছি।" সংবাদপত্রগুলিতেও বিলটি গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে প্রশংসার বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছিল। 'ইণ্ডিয়ান নিউজ ক্রনিকেলে' লেখা হয় যে বিভিন্ন জাতি, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যবাহী নানা ধরনের জাতিকে এই প্রথম কমনওয়েলথে একই রকম মর্যাদা দান করে গ্রহণ করা হল। ইতিহাসে এই প্রথন কোন জাতি বন্দুকের গুলি ব্যবহার না করে এবং শাসক পক্ষের স্বেচ্ছাকৃত বিদায় গ্রহণের ফলে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হল! 'হিন্দুস্তান টাইমস' পত্রিকায় লেখা হয় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স এ্যাক্ট ১৯৪৭, স্ট্যাটিউট বুকে স্থান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে এটাই যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তাবৎ কালের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান আইন প্রণয়ন বলে গণ্য হবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। 'স্টেটসম্যান' লেখে যে এই বিলকে যে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স এ্যাক্ট বলে নামাঙ্কিত করা হয়েছে সেটাই হল সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা। আর 'ডন' পত্রিকা মন্তব্য করে ভারতবর্ষকে এইভাবে স্বাধীনতা প্রদান করে স্বাধীনতাকামী সকল বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে গ্রেট ব্রিটেন সর্বোচ্চ প্রশংসার অধিকারী হয়ে রইল।[৩৯]

ক্ষমতা হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে এই ব্রিটিশ স্তুতির আতিশয্যের মাঝখানে কয়েকটি জরুরী কথা জনান্তিকে বলে নেওয়া প্রয়োজন। ১৫ই আগস্টকে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন হিসেবে বেছে নেওয়ার মধ্যে কি ব্রিটিশের বিজয়ী মনের গোপন দম্ভ প্রকাশ পেয়েছিল? এই ১৫ই আগস্টেই জাপান মিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। সেই জয়ের ঘটনাকে অবিস্মরণীয় করার জন্য ঐ একই দিনে ব্রিটেন ভারতীয় উপমহাদেশ স্বেচ্ছায় ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এইভাবে ব্রিটেন প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে এর ফলে এই ছেড়ে যাওয়াটাও এক ধরনের জয়। ব্রিটেন বিশ্ববাসীর চোখে নিজেকে মহামহিম রূপে প্রতিপন্ন

করতে পেরেছিল। কিন্তু ব্রিটিশের এই দাবী মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইংরাজদের ভারত-ছাড়া করে তুলবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। অন্তত ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত প্রাক্কালে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এতখানি তাকৎ ছিল না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঘটনাকে কি এই কারণেই মাউন্টব্যাটেন "A treaty of peace without a war" বলে তাঁর ১৫ই আগস্টের ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন ? কিন্তু এ-কথা মেনে নিতে গেলে ১৯৪৬-এর আগে ভারতবর্ষ দীর্ঘ দিন ধরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল সেই ইতিহাসকে তো সম্পূর্ণভাবেই অস্বীকার করতে হয়। তাছাড়া ব্রিটিশের এই স্বেচ্ছাপসরণের পিছনে যে আর্থ-রাজনৈতিক কারণ চাপ সৃষ্টি করেছিল তাকেই বা পুরোপুরি অস্বীকার করা যাবে কি ভাবে ? এ্যাটলির ক্ষমতা হস্তান্তর প্রস্তাব সমর্থন করার সময় কমন্স সভার জনৈক প্রভাবশালী সদস্য তো নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের যে-অবস্থা এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরক রাজনীতির যে-রকম হাল-চাল তাতে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করে ভারত নামক উপনিবেশটিকে জীইয়ে রাখা ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। মনে রাখতে হবে যে যে-ঘোর সাম্রাজ্যবাদী কনজার্ভেটিভ নেতা চার্চিল ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স বিল-এই নামকরণে পর্যন্ত আপত্তি জানাতে দ্বিধা করেন নি তিনিও কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তর প্রস্তাবটি নির্বিঘ্নে পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। এই সহযোগিতা কি শুধুই নিষ্কাম উদারতা ? তাছাড়া ভারত থেকে ক্ষমতা ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেও মাউন্টব্যাটেন কোন্ স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে সে দেশকে নানা অছিলায় কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আরও মনে রাখতে হবে যে কমিউনিস্ট পার্টি তার ২০ শে জুনের (১৯৪৭) প্রস্তাবে স্পষ্টভাবেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ এনেছিল যে ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদ তাদের প্রত্যক্ষ শাসন গুটিয়ে আনার পরেও সে-দেশের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেখানে তাদের পরোক্ষ আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছে। তথাপি এত সব কথা বলার পরেও এ-কথাও স্বীকার করতে হয় যে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে সেই সময়ের বিশ্বব্যাপী উচ্ছ্বসিত অতিশয়োক্তির মধ্যে ভারতের পক্ষে কোন প্রতিবাদী মন্তব্য করা হয়ত রাজনৈতিক শিষ্টতার বিরোধী হোত। তাই নেহেরুর স্বাধীনতা দিবসের বিখ্যাত মধ্যরাত্রির ভাষণেও ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরকে ব্রিটেনের মহানুভবতা বলেই বর্ণনা করা হয়েছিল। মাউন্টব্যাটেন তাঁর ১৫ই আগস্টের বক্তৃতায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে মহাত্মা গান্ধীর (তিনি 'মহাত্মা'-ই বলেছিলেন) বিশেষ অবদানের কথা জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—"At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi." কিন্তু সেদিন স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি কি করছিলেন ? 'হরিজন' পত্রিকার ২৭ শে জুলাই ১৯৪৭ সংখ্যায় "The root cause of partition" শীর্ষক নিবন্ধের লেখক জানাচ্ছেন যে ৩রা জুনের (১৯৪৭) হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টের ঘোষণার পর

থেকেই তিনি বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তিনি দেশভাগ চান নি। কিন্তু তবুও কংগ্রেসের শৃঙ্খলাপরায়ণ সদস্য হিসাবে অধিকাংশের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে তাঁকেও এই প্রস্তাবে সায় দিতে হয়েছিল। এই নিয়ে মনে মনে তাঁর নিশ্চয় আক্ষেপ ছিল। তিনি তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে এই বিষয়ে তাঁর অসহায়তা জ্ঞাপন করে জানিয়েছিলেন যে দেশভাগের সিদ্ধান্ত যে সর্বৈব ভুল সে কথা কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই মানতে চাইছেন না। তাঁরা মনে করছেন যে দেশটার সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার আগে এর দ্বিখণ্ডিকরণ মেনে নিলে হয়ত শান্তি ফিরে আসবে। ১৫ই আগস্টের অনেক আগেই তিনি এমন-কি এই আশংকাও প্রকাশ করেছিলেন যে দেশ বিভাগের পরেও সাম্প্রদায়িক হানাহানির অবসান ঘটবে না।[৪০] কিন্তু কংগ্রেসী নেতাদের এই ভুল বুঝবার ক্ষমতা নেই—"I realize what a blunder we have committed in partitioning the country and we continue to make more and more blunders."—"তথাপি আমার যে-সকল ভাই-বোনেরা কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে একদিন কারাবরণ করেছিল তারাই এখন ক্ষমতা ও যশের আশায় পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে।"[৪১] ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে তাই আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। অশান্ত জননেতা তাঁর অস্থির চিত্তে ঠিক করলেন যে তিনি কাশ্মীরে যাবেন। আবার অন্য এক সময়ে তাঁর মনে হল যে তিনি বাকী জীবনটা পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মনে ভরসা যোগানোর জন্য সেই দেশেই কাটিয়ে দেবেন। 'হরিজন' পত্রিকার ১০ই আগস্ট ১৯৪৭ সংখ্যাতে প্রকাশিত একেবারে শেষের নিবন্ধটি থেকে জানা যায় যে তিনি ১৫ই আগস্ট দিনটিকে উপবাস ও প্রার্থনা করে উদযাপন করার জন্য অনেককেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। এইভাবে স্বাধীনতা দিবসকে শোক দিবসের মত পালন করার জন্য তাঁকে অনেক রকম বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজি তাঁর সমালোচকদের মনে করিয়ে দেন যে দেশবিভাগের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা লাভ করা গিয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে একটি শোকাবহ ঘটনা হিসাবেই গণ্য করা যেতে পারে।[৪২] স্বাধীনতা দিবসে গান্ধীর অনুপস্থিতি মাউন্টব্যাটেনের মনেও যথেষ্ট অস্বস্তি সৃষ্টি করেছিল। গান্ধী যে এই অনুষ্ঠানে ইচ্ছে করেই অনুপস্থিত থাকছেন মাউন্টব্যাটেন তা সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে ৩রা জুনের (১৯৪৭) সিদ্ধান্ত গান্ধীর কাছে মোটেও অভিপ্রেত ছিল না। কাজেই স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি যে নিতান্তই বেমানান হবেন সে কথা বুঝতে পেরেই তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। মাউন্টব্যাটেন লিখেছিলেন যে ঐ অনুষ্ঠানে গান্ধী যেভাবে চেয়েছিলেন সেইভাবে তাঁকে কখনোই মানিয়ে নেওয়া সম্ভবও হোত না—"He also realises that it would not be possible to fit him into the programme in the way to which he would feel himself entitled."

কংগ্রেস তথা দেশের সর্বত্রই যে গান্ধী উপেক্ষিত হচ্ছেন তা বুঝতে কারও বাকী থাকেনি। হায়দ্রাবাদ থেকে একজন গান্ধীভক্ত আক্ষেপ করে লিখেছিলেন—"গান্ধীর আদর্শ এবং সদাচারকে সম্বল করেই ভারতবর্ষ আজ তার বর্তমান স্থানে এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু যে সিঁড়ি বেয়ে আজ দেশ এতটা উচ্চস্থানে সমাসীন হয়েছে তাকে কেন দূরে নিক্ষেপ করা হচ্ছে তা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না।"[৪৩] সব চেয়ে বড় ট্রাজেডী হল এই যে গান্ধী নিজেও বুঝতে পারছিলেন যে তাঁকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু অহিংসার আদর্শ ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী এই বৃদ্ধ মানুষটির কিছুই করার ছিল না। তাঁকে প্রসন্ন চিত্তে সব কিছুই মেনে নিতে হয়েছিল। জীবনের একেবারে শেষ দিনটিতে এসে (তিনি নিজেই জানতেন না যে সেটিই ছিল তাঁর শেষের সে দিন) তিনি তাঁর কয়েকজন পরিচিত মুসলিম নেতাকে জানালেন যে তিনি তাঁদের সঙ্গে দিল্লীতে এসে আবার ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে (১৯৪৮) মিলিত হবার ইচ্ছা রাখেন—"তবে ঈশ্বরের যদি অন্য কোন রকম ইচ্ছা থাকে তো আলাদা কথা"। ঐ দিনেই অন্য এক স্থানে তাঁর হাহাকার ভরা উচ্চারণটি ছিল বড়ই করুণ—"wherever I look I find our plight the same as that of the yadavas who met their doom killing one another." যদুবংশের আত্মঘাতী কলহ যেমন তাদের ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষও আজ তেমনই এক অনিবার্য ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।[৪৪]

দুশো বছরের শেষে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ অশীতিপর রাজনীতিকের মুখে এই আত্মবিলাপের বাণী আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনীতির অন্তর্নিহিত দৈন্যদশাটিই উদ্ঘাটিত করে। গান্ধীর একান্ত অনুগত শিষ্য নেহেরুও সম্ভবত এ-দেশের স্বাধীনতার এই দৈন্য এবং অপূর্ণতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন; তাই ১৫ই আগস্টে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে তিনি বলেছিলেন—"অনেক দিন আগে আমরা ভাগ্যের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিলাম। আজ সম্পূর্ণভাবে না হলেও বহুল পরিমাণেই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার সময় সমুপস্থিত হয়েছে"—"Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially." সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া এবং দীর্ঘ দিন ঔপনিবেশিক দাসত্ব বন্ধনের চাপে পীড়িত কোন জাতির পক্ষেই তার সংগ্রামের সকল আদর্শকে একদিনেই বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় না। এজন্য নতুন করে আরও এক সংগ্রামের পথে এগোতে হয়। কিন্তু তবুও এ-কথাও মানতেই হবে যে আমাদের স্বাধীনতার মধ্যে অনেক রকম অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছিল। আমরা আমাদের প্রাক-স্বাধীনতা আমলের প্রতিশ্রুতি পূর্ণতঃ পালন করতে ব্যর্থ হয়েছি—এ শুধু সাজানো কথার বিলাপ নয়; এ হল ইতিহাসের বাস্তব বিড়ম্বনা।

সূত্র নির্দেশ

১। Azad M.A.K. পূর্বোক্ত, p. 186

২। "That Ill-fated proposal" by M.K. Gandhi, *Harijan*, August 19, 1942. *Harijan*, Vol. IX, Garland publication, New York, 1973, p. 120.

৩। India Office Records, Political Department Collections, L/P&J/8/

519 ff 310-12.

৪। Wavell to Amery dated 11July 1944. India Office Records. Private Office Papers L/PO/10/21.

৫। ঐ। রাজাগোপালাচারীর ফর্মুলা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য *T. P.* vol, IV, Document nos. 573-576. 581, 584, 590, 593, এবং 597.

৬। *T. O. P.* p. 164.

৭। Harijan 15 June 1940, *Harijan* Vol. VIII, পূর্বোক্ত, p. 164.

৮। Azad, পূর্বোক্ত, p. 187.

৯। Viceroy's Personal Report no.8 dated 5 June. 1947. para 14. India Office Records. Private Office papers L/PO/6/123 : ff. 114-21.

১০। Gandhi to Mountbatten dated 27/28 June 1947. India Office Records, Papers of the Office of Private Secretary to the Viceroy R/3/1/156 ff.100-101.

১১। Minutes of Viceroy's Thirty-eighth Staff meeting dated 4 June 1947. Item 2. Mountbatten papers.

১২। Record of inteview between Mountbatten and Gandhi dated 4 June 1947. Mountbatten papers.

১৩। *T. P.* Vol. X. Document no. 306.

১৪। Campbell-Johnson A.. পূর্বোক্ত, p. 110.

১৫। Mosley L., পূর্বোক্ত. p. 108.

১৬। ঐ pp 108-109.

১৭। *Indian Annual Register* (এর পর I. A.R.) 1947, Vol. I. pp 126-127.

১৮। *T. P* Vol. XI, Enclosure to Document no. 127.

১৯। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে ২১ শে মে (১৯৪৭)-র কাছাকাছি কোন সময়ে জিন্না কার্যত এই দাবী পেশ করেছিলেন। দ্রষ্টব্য ত্রিপাঠী অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮২ এবং *I.A.R.* 1947, Vol. I. pp. 126-127.

২০। Mountbatten to Listowell dated 3 July 1947. India Office Records. Papers of the Office of the Private Secretary to the Viceroy R/3/1/154. ff. 31-35.

২১। Resolution passed by the Central Committee of the Communist Party dated 20 June 1947. *I.A.R.*, 1947, Vol. I. pp. 260-61.

২২। Minutes by Ismay and Mountbatten dated 28 April 1947. *T. P.* Vol. X. Appendix to Document no. 222.

২৩। ত্রিপাঠী অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬৩

২৪। Banerjee A. C. পূর্বোক্ত pp. 83-86.

২৫। *T. P.* Vol. VIII. pp. 339, 408.

২৬। G. Abell to Harris dated 2 August 1947. India Office Records. Political Department Transfer of Power Papers.L/P&J/10/10/122 ff. 9-12.

২৭। ঐ-প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এম. আর জয়াকর বলেছিলেন "Dominion Status is independence with something added." দ্রঃ *T. P.* Vol. XII. Document no. 91. আরও দেখুন Lee J.S., *Aspects of British Political History*, 1914-95, London, 1906, p. 319.

২৮। ত্রিপাঠী অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭৬-৪৭৭

২৯। *T. P.* Vol. X.Enclosure to Document no. 367.

৩০। *T. P.* Vol. XII Document no 162, para 26. এই সঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য Document nos. 112 (item 2), 82 এবং 385, para 29.

৩১। *T. P.* Vol. XI. Document no. 445.

৩২। Prime Minister's Personal Minute : Serial no. M. 221/47 dated 14 May 1947.Public Record Office. CAB 21/1803.

৩৩। *T. P.* Vol. XI. Document no. 504.

৩৪। *I.A.R.* 1947. Vol. I. p. 159. (Speech of Lord Simon)

৩৫। *T.P.* Vol. X. Document no.504.

৩৬। *T.P.* Vol. XI. Document nos. 132. 162.

৩৭। Attlee to Mountbatten dated 17 July 1947.*T.P.* Vol. XII. Document no.153.

৩৮। Mountbatten Papers. Demi official Correspondence Files : Campbell-Johnson A. এবং *T.P.* Vol. XII. Enclosure to Document no. 65.

৩৯। Mountbatten to Listowell dated 6 July 1947. Papers of the Office of the Private Secretary to the Viceroy R/3/1/154 : f 91.

৪০। গান্ধীজির ভবিষ্যদ্বাণী যে বিশেষ ভুল হয় নি তা অল্প কিছু দিন পরেই অমৃতসরের দাঙ্গার ঘটনা প্রমাণ করেছিল। দ্রষ্টব্য Viceroy's personal report no. 17 dt. 16 August 1947. para 20. India Office Records. Private Office Papers L/PO/6/123 ff. 245-263.

৪১। Fragments of Gandhi's letters dated 25 and 26 November 1947. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. XC. (Government of India), 1984, pp. 103, 109.

৪২। *Harijan* পূর্বোক্ত, p. 276.

৪৩। ঐ p. 280.

৪৩। The Collected Works of Mahatma Gandhi. পূর্বোক্ত Entries for January 30, 1948. pp. 532, 533.

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ও নানা কথা

হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্টের ৩রা জুনের (১৯৪৭) বিবৃতির ৫-৯ অনুচ্ছেদে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ দুইটির ভাগাভাগি কিভাবে করা হবে সে বিষয়ে কিছু জরুরী সূত্র নির্দেশ করা হয়েছিল। ৬নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে প্রদেশ দুইটির আইন সভার (Legislative Assembly) প্রত্যেকটি দুইটি পৃথক কক্ষে সমবেত হয়ে প্রদেশ বিভাগ সম্পর্কে তাদের চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশ করবে। এই কক্ষ দুইটির একটিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির জনপ্রতিনিধিগণ আসন গ্রহণ করবেন এবং অপরটি অমুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলির প্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত হবে। বিবৃতিটির সংযোজনী অর্থাৎ এ্যাপেনডিক্স অংশে ১৯৪১ সালের লোকগণনা বা সেন্সাসের ভিত্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশের কোন্ জেলাগুলিকে মুসলিম গরিষ্ঠ এলাকা হিসাবে গণ্য করা হবে তার একটি তালিকাও পেশ করা হয়েছিল। এই তালিকায় বাংলা প্রদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা (চট্টগ্রাম ডিভিসন), রাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ (ঢাকা ডিভিসন), যশোহর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া (প্রেসিডেন্সী ডিভিসন) এবং বগুড়া, দিনাজপুর, মালদা, পাবনা, রাজশাহী ও রংপুর (রাজশাহী ডিভিসন)—অর্থাৎ মোট ষোলোটি জেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই কয়টি ছাড়া বাকী জেলাগুলিকে স্বভাবতই অমুসলিম তথা হিন্দু প্রধান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। নয় নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয় প্রদেশগুলির আইন সভায় যদি পার্টিশনের সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাহলে যথাশীঘ্র সম্ভব একটি সীমানা কমিশন গঠন করে সীমানা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অনুসন্ধান (investigation) করা হবে। এই সীমানা কমিশনের সদস্য কারা হবেন এবং কোন্ বিষয়গুলি কমিশনের বিচার ও অনুসন্ধানের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে (terms of reference) সে ব্যাপারে গভর্নর-জেনারেল স্বয়ং সকল পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। বাংলা প্রদেশের ক্ষেত্রে যেমন মুসলিম গরিষ্ঠ এলাকাগুলি চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল, পাঞ্জাবের বেলাতেও সেই রকম একই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ৩রা জুনের (১৯৪৭) বিবৃতির নয় নম্বর অনুচ্ছেদে আরও বলে দেওয়া হয়েছিল যে বাংলা ও পাঞ্জাবের এলাকাগুলি চিহ্নিত করে যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেটিকে নিতান্তই একটি সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা হবে। এই তালিকাকে কাজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করে প্রস্তাবিত সীমানা কমিশনই উভয় প্রদেশের মুসলিম এবং অমুসলিম অঞ্চলগুলির সীমানা নির্দেশ করে দেবেন। সীমানা কমিশন মুসলিম ও অমুসলিম এলাকার সীমান্তের সংলগ্ন গরিষ্ঠ অঞ্চল ("Contiguous majority areas of Muslims and non-Muslims") এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ("other factors") কথা বিবেচনা করে সীমানা নির্ধারণ করার কাজটি সম্পন্ন করবেন। ১৯৪৭ সালের ১৭/১৮ই জুলাই-এর পর যে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স এ্যাক্ট জারী

করা হয়েছিল সেই আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় সিডিউলেও ৩রা জুনের (১৯৪৭) এ্যাপেনডিক্সে বর্ণিত জেলাগুলির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রথম সিডিউলে যে-সব এলাকা নিয়ে পূর্ববঙ্গ গঠিত হতে পারে সেগুলি ঘোষণা করার পরেও এটি যে নিতান্তই একটি সম্ভাব্য ব্যবস্থা বা notional arrangement সে-কথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল। এই কারণেই প্রথম সিডিউলের শিরোনাম ছিল—"Bengal Districts provisionally included in the new province of East Bengal."

আগেই বলা হয়েছে যে বাংলাকে ভাগ করা হবে কি-না সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব প্রাদেশিক আইন সভার উপরেই ন্যস্ত করা হয়েছিল। ২০শে জুন (১৯৪৭) বাংলার আইনসভা প্রদেশ বিভাগের অনুকূলেই রায় দেয়। প্রথমে আইনসভার যৌথ অধিবেশনে ১২৬ : ৯০ ভোটের ব্যবধানে স্থির হয়েছিল যে প্রদেশটি যদি ভাগ করা না হয় তাহলে সে দেশ পাকিস্তানের নোতুন সংবিধান সভায় যোগ দেবে। ঐ দিনই আইনসভার অমুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট অপর একটি কক্ষে ৫৮ : ২১ ভোটের ব্যবধানে প্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গকে বর্তমানের চালু সংবিধান সভার সঙ্গে যুক্ত করার সপক্ষে অভিমত দেওয়া হয়। আবার একই দিনে মুসলিম সদস্য নিয়ে গঠিত আইন সভার অন্য কক্ষে ১০৬ : ৩৫ ভোটের ব্যবধানে প্রদেশভাগের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছিল। তবে প্রদেশ বিভাগ যদি নিতান্তই অনিবার্য রূপে দেখা দেয় তাহলে ১০৭ : ৩৪ ভোটের ব্যবধানে এটাও স্থির হয়েছিল যে সেক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের নোতুন সংবিধান সভার সঙ্গে যোগ দেবে। একই সঙ্গে ১০৫ : ৩৪ ভোটে সিলেট জেলাটিকেও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মোট কথা ৩রা জুনের (১৯৪৭) সরকারী ঘোষণা জারী হওয়ার মাত্র সতেরো দিনের মধ্যেই বাংলা প্রদেশ ভাগ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। দেশ বিভাগের অপ্রতিরোধ্য পরিণতি এইভাবে স্বীকৃতি লাভ করল।[৮]

৩রা জুন এবং ২০শে জুনের (১৯৪৭) ঘোষণা মোতাবেক দেশ বিভাগের প্রশ্নের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গেলেও প্রস্তাবটি বাস্তবে রূপায়িত করা খুব সহজ ছিল না। মাউন্টব্যাটেন ৩রা জুনের সকাল বেলাকার বৈঠকে উপমহাদেশের নেতাদের কাছে দেশবিভাগের কাজে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কত রকম অসুবিধা দেখা দিতে পারে (Administrative consequences of partition) সে বিষয়ে কিছু আভাস দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণ, উপমহাদেশের সকল রকম সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন, স্টার্লিং ব্যালান্স, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সর্বোপরি ইণ্ডিয়ান আর্মির বিভাজন—ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ই নানা রকম জটিলতায় পূর্ণ ছিল। তাছাড়া দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর যতদিন না এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হচ্ছে তত দিন পর্যন্ত কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী সরকার এবং বাংলার লীগ সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়েও নানা রকম প্রশ্ন উঠতে পারে। সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান কে হবেন সেই প্রশ্নেও জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এত রকমের নানা ধরনের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সময় বরাদ্দ রয়েছে মাত্র

চুয়াত্তর দিন (অর্থাৎ ৩রা জুন থেকে ১৪ই আগষ্ট অবধি) । এই পর্বত প্রমাণ কাজ এই অল্প কয়দিনের মধ্যে সেরে ওঠা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল। এর উপর দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন মহল থেকে লোক বিনিময় বা পপুলেশন এক্সচেঞ্জেরও দাবী (জিন্না নিজেই সার্জিকাল অপারেশনের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন) করা হয়েছিল।[২] মোট কথা এতসব জটিলতার ব্যাপার চিন্তা করলে মনে হয় যে গান্ধী এবং প্রথম দিকে কংগ্রেস যে দেশভাগের বিরোধিতা করেছিলেন তা কেবল ভাবাবেগ বা আদর্শগত কারণেই নয়,তার পিছনে অনেক রকম বাস্তব যুক্তিরও অভাব ছিল না। ১৫ই এপ্রিলে (১৯৪৭) প্রাদেশিক রাজ্যপালদের সঙ্গে একটি আলোচনা বৈঠকে মিলিত হওয়ার সময় পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার ইভান জেংকিন্স এক পাঞ্জাব ভাগাভাগি করার প্রশ্নেই কত রকম বাস্তব অসুবিধার কথা বর্ণনা করেন।তিনি বলেন যে এত সব ঝামেলা করার চেয়ে প্রদেশগুলি চাইলে তাদের বরং পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়াই ভালো এবং ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তাদের কোন-না-কোন একটি দলে যোগ দিতে বাধ্য করা মোটেও উচিত হবে না— "....Provinces should be left to choose complete independence if they really wanted it.and that we should not commit ourselves into forcing a Province into any particular group."[৩]

জেংকিন্সের প্রস্তাবের খেই ধরে বাংলার গভর্নর বারোজের প্রতিনিধি এবং ঐ প্রদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সচিব টাইসন বাংলা বিভাগের গোটা পরিকল্পনাটি যে আদৌ কার্যকর অর্থাৎ viable হবেনা সে সম্পর্কে অকাট্য যুক্তি উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন যে প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলির ২০শে ফেব্রুয়ারীর (১৯৪৭) ঘোষণাটি পাঠ করে বাংলার মুসলিম সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর সরকারের উপরেই বোধহয় গোটা বাংলার দায়িত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে ন্যস্ত হবে ("his Government would inherit Bengal) এবং তিনি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের একটি ডোমিনিয়ন হিসাবে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের দায়িত্ব লাভ করবেন। হিন্দুরাও ঐ ঘোষণার মধ্যে মুসলিম লীগের হাতে গোটা বাংলা রাজ্যকে ছেড়ে দেওয়া হবে মনে করে আশংকিত হয়ে উঠেছিলেন। টাইসন বলেন যে বাংলাদেশে মূলত হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরাই বসবাস করেন। তিনি এই প্রদেশের প্রতিটি জেলার জনবসতির হিসাব দাখিল করে বলেন যে এখানে মোট ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মুসলমান এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ হিন্দু (৯০ লক্ষ তপশিলী অধিবাসী সহ) বসবাস করেন এবং সম্প্রদায় অনুযায়ী জনবসতির সংখ্যাধিক্য অনুসারে এই রাজ্যকে ভাগ করা হয়ত অসম্ভবও নয়। অর্থাৎ পাঞ্জাবে যেমন সর্বত্রই মুসলমান, হিন্দু এবং শিখ পরস্পর মিশামিশি ভাবে একাকার (interspersed) হয়ে রয়েছে বাংলার অবস্থা তেমন নয়। কিন্তু সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ফলাফলের কথা বিবেচনা করে এবং পূর্ববঙ্গের স্বার্থের কথা মনে রেখে স্বীকার করতেই হয় যে এই বিভাজন মোটেও কাম্য নয়। তাঁর মতে সংযুক্ত স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের নিকট হয়ত দেশবিভাগই অভিপ্রেত হবে। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কলকাতা সহ সমগ্র শিল্পাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হলে হিন্দুরা অবশ্যই এই বিভাজনকে স্বাগত

জানাবে। কিন্তু তেমন হলে পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ মোটেও আশাপ্রদ হবে না। মনে রাখতে হবে পূর্ববঙ্গে কেবল পাট উৎপাদন করে গাঁটবাঁধা করে রাখা হয় (jute was grown and baild but not manufactured)। সেখানে এগুলি শিল্পে ব্যবহার করার মত উপযোগী করার কোন ব্যবস্থা নেই। আবার উত্তরবঙ্গে চা উৎপাদনের সুযোগ থাকলেও মুসলিম প্রধান এলাকাগুলিতে এই সুবিধা নেই। এত সব অসুবিধার মধ্যে দেশভাগ হলে পূর্ববঙ্গের পক্ষে আপন চেষ্টায় একক ভাবে নিজেরই অন্ন সংস্থান করা কঠিন হবে। বারোজের মতে এমতাবস্থায় দ্বিধা বিভক্ত পূর্ববঙ্গ প্রদেশটি একটি গ্রাম্য বস্তি বা rural slum হিসাবেই পরিণত হবে। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিকই পূর্ববঙ্গের এই শোচনীয় দুরবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। অনেকের মতে এ খবর জানা ছিল বলেই পাকিস্তান পরিকল্পনাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য (to torpedo Pakistan) হিন্দুরা বাংলা বিভাগের জন্য সমস্বরে দাবী জানিয়েছিলেন।

ভাইসরয় জানান যে বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনার মধ্যে নানরকম অসুবিধা সত্ত্বেও স্বয়ং জিন্না এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এবং সেই কারণেই সম্ভবত এখন আর পিছিয়ে আসার অবকাশ নেই। টাইসন মন্তব্য করেন যে জিন্নার এই রকম একটি অবাস্তব প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাওয়ার ঘটনায় সুরাবর্দ্দী বিশেষভাবে আশংকা প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজে বাংলাকে উত্তর-পশ্চিমের মুসলিম প্রদেশগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করার ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী নন। সুরাবর্দ্দী বরং বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য বজায় রেখে এটিকে একটি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী।

অমলেশ ত্রিপাঠী, শীলা সেনের 'মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, ১৯৩৭-৪৭' গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে মন্তব্য করেছেন যে আবুল হাসেম এবং শরৎ বসুর কাছ থেকেই সর্বপ্রথম স্বাধীন যুক্ত বঙ্গ গঠনের প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। শরৎচন্দ্রের স্বাধীন বঙ্গের প্রস্তাব সুরাবর্দ্দীর কাছেও বিশেষ লোভনীয় বলে মনে হয়েছিল। তিনি ২৬শে এপ্রিল (১৯৪৭) ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব দেন যে বাংলা দেশকে তিনি ভাগ না করে একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে ইচ্ছুক এবং ভাইসরয় যদি তাঁকে অন্তত দুই মাস সময় মঞ্জুর করেন তাহলে জিন্নাকেও তিনি তাঁর প্রস্তাবে রাজী করাতে পারবেন বলে আশা রাখেন।[৪] সুরাবর্দ্দী হিন্দুদেরও আস্থা অর্জন করার জন্য তাঁদের অনেক আশ্বাস দান করেন। লোভ দেখালেন মানভূম, সিংভূম, পূর্নিয়া ও সুর্মা উপত্যকা নিয়ে তিনি এক সমৃদ্ধ বৃহৎ স্বাধীন বঙ্গরাজ্য গড়ে তুলবেন। ১২ই মে (১৯৪৭) শরৎ বসুর বাড়ীতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার শেষে ঠিক হয়—

(১) সার্বভৌম অখণ্ড বঙ্গ হবে সমাজবাদী সাধারণতন্ত্র।
(২) এই রাজ্যের সংবিধানে বয়স্ক ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।
(৩) নব নির্বাচিত আইন সভা অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে এর সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেবে।
(৪) নতুন রাজ্য গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই চলতি লীগ মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে একটি পৃথক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে।

(৫) নতুন সংবিধান রচনা হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ে তপশিলী সহ হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য আধাআধি ভিত্তিতে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে।

(৬) ৩০/৩২ সদস্যের গণপরিষদ অর্থাৎ সংবিধান সভা গঠিত হবে।[৫]

২০শে মে (১৯৪৭) স্বাধীন বঙ্গরাজ্য গঠনের দলিল রচিত হয়। এতে আবুল হাসেম ও শরৎ বসু স্বাক্ষর করেন। নতুন বঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন মুসলিম এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীত্ব দেওয়া হবে হিন্দুকে। বাকীদের তপশিলীসহ হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে থেকে সমহারে নেওয়া হবে। শরৎ বসু গান্ধীকে পত্র মারফত এই প্রস্তাবের কথা জানিয়ে তাঁর সমর্থন প্রার্থনা করেছিলেন।

কিন্তু অখণ্ড এবং স্বাধীন বঙ্গরাজ্য গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ—কোন পক্ষেরই সম্মতি ছিল না। বারোজ ইতিপূর্বেই বাংলাকে অখণ্ড রাখবার জন্য কিরণশঙ্কর রায়কে সুরাবর্দ্দীর সঙ্গে যৌথ মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের হয়ত এ ব্যাপারে বিশেষ আপত্তি হোত না। কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের আপত্তিতে এবং হিন্দু মহাসভার চাপে বাংলার কংগ্রেস এই ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকে। জিন্না তো প্রথমাবধি গোটা বাংলাকেই (এবং পাঞ্জাবকেও) পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাইসরয় তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে একবার ধর্মের ভিত্তিতে গোটা ভারতবর্ষ ভাগ করার দাবী জানানোর পর বাংলার ক্ষেত্রে তাঁকে সেই নীতির বিপরীত একটি প্রোগ্রাম গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া যাবে না--এটা ন্যায় ও নীতি উভয়েরই বিরোধী। অতঃপর জিন্নার পক্ষে বাংলার ক্ষেত্রে কোন বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া সম্ভব ছিল না। আর অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গরাজ্য গঠনের প্রস্তাবে এমনিতেও তাঁর সম্মত না হওয়ারই কথা। কেননা প্রদেশ ভাগ হলে তবুও তো তার একটি অংশ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। সে ক্ষেত্রে গোটা বাংলাকে তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে করে দিয়ে কি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ? তাঁর বাঙালী অনুগামীরা জানিয়েছিলেন যে অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গভূমি যদি গঠিত হয় তাহলে এখানে কালক্রমে হিন্দু আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। লীগপন্থী যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলও এমনটি হলে তপশিলী হিন্দুদের উপর বর্ণ হিন্দুর আধিপত্য কায়েম হবে বলে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৮ই মে জিন্নাও প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন যে তিনি সুরাবর্দ্দীকে হিন্দু নেতাদের সঙ্গে স্বতন্ত্র বাংলা রাজ্য গঠনের ব্যাপারে কোনরকম আলাপ-আলোচনা করার জন্য অনুমতি দান করেন নি।

মুসলমান নেতাদের যেমন ভয় ছিল যে স্বতন্ত্র স্বাধীন বঙ্গরাজ্যে কালক্রমে হিন্দুর আধিপত্য দেখা দেবে হিন্দুরাও তেমনি একই সম্ভাবনার আশংকা প্রকাশ করেছিল। তাঁদের ধারণা অখণ্ড বাংলার উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিয়ে একবার কাজ হাসিল করে নেওয়ার পর স্রেফ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই এখানে মুসলিমরা নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও হিন্দু মহাসভা এ বিষয়ে একমত হয়ে এই প্রস্তাবে সর্বতোভাবে বাধা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। ২৬শে এপ্রিল (১৯৪৭) কিরণশঙ্কর রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং বিধানচন্দ্র রায় দিল্লীতে মিলিত হয়ে

কংগ্রেসকে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করেন। ৪ঠা মে (১৯৪৭) থেকে হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে বাংলা বিভাগের দাবী ক্রমশই জোরদার হতে থাকে। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরাও গতবছরের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর সময় (১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬) সাম্প্রদায়িক সুরাবর্দ্দীর প্রতি অনাস্থা জানিয়ে পৃথক পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবী পেশ করেছিলেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রেও এই সময় অখণ্ড বঙ্গরাজ্য গঠনেব বিরুদ্ধে নানা রকম সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হতে থাকে। এক আনন্দবাজার পত্রিকাতেই ২রা এবং ৩রা জুন (১৯৪৭) তারিখে এই বিষয়ে বিভিন্ন পাতায় নানা রকম খবর প্রকাশিত হয়েছিল। স্টেটসম্যান পত্রিকার ১লা মে (১৯৪৭) সংখ্যায় কলকাতার শিল্পপতিদেরও এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ছাপানো হয়। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কর্মাস ৩০শে এপ্রিলের (১৯৪৭) সভায় সুরাবর্দ্দীর কঠোর সমালোচনা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে কলকাতা সহ হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলিকে সংগঠিত করে একটি পৃথক প্রদেশ (পশ্চিমবঙ্গ) গঠনের জন্য দাবী জানায়। বিড়লা, জালান, গোয়েঙ্কা এবং অন্যান্য বাঙালী শিল্পপতিরাও এই দাবীর শরিক হয়েছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে বাংলাকে ভাগ না করার জন্য গান্ধীর হস্তক্ষেপ তথা সমর্থন প্রার্থনা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আগে থেকেই খবর পেয়েছিলেন যে অখণ্ড বঙ্গভূমি গঠনের সপক্ষে জনমত গ্রহণের জন্য তপশিলী হিন্দুদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ৮ই জুন (১৯৪৭) তিনি শরৎ বসুকে চিঠি দিয়ে জানান যে নেহেরু এবং প্যাটেল তাঁকে জানিয়েছেন যে এই রকম একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বর্ণ হিন্দু ও তপশিলীদের মধ্যে বিভেদ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ঐ দিনই তিনি প্রার্থনা সভায় এই প্রস্তাবের উল্লেখ করে বলেন যে অধিকাংশ হিন্দুই বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব সমর্থন করে জানিয়েছেন যে প্রদেশ ভাগ হলে তাঁরা নিজেদের দেশে অন্তত একটু শান্তি নিয়ে বসবাস করতে পারবেন। এহেন পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে অখণ্ড বঙ্গ রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা সমর্থন করা সম্ভব নয়।[৬] কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের নেহেরু এবং বিশেষত প্যাটেলের এই প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি ছিল। লীগের নানা বেনামী প্রচার দলে ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত স্বাধীন বঙ্গের নামকরণ হয়েছিল 'আজাদ পাকিস্তান' তাছাড়া বাংলা ভাগ হলে গোটা প্রদেশে আগুন জ্বালানো হবে বলে সুরাবর্দ্দী আগে থেকেই হুংকার দিতে আরম্ভ করেছিলেন। প্যাটেল এই রকম লড়কে লেঙ্গে মানসিকতা কোনমতেই বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই রূপ ব্যাপক এবং সকল পক্ষের বিরোধিতার মুখে সুরাবর্দ্দীর অখণ্ড এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বঙ্গরাজ্য গঠনের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়।

অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন বাংলাকে অখণ্ড এবং স্বতন্ত্র বা স্বাধীন রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার পিছনে কলকাতার অধিকার দখলে রাখার পরিকল্পনাই সবচেয়ে প্রবলভাবে কাজ করেছিল। আগেই বলা হয়েছে যে গভর্নর বারোজ ভাইসরয়কে বাংলার বিভাগীয় সচিব টাইসনের মাধ্যমে এই প্রদেশের অর্থনীতিতে কলকাতা সহরের অপরিসীম গুরুত্বের বিষয়টি অবহিত করেন। বারোজ মাউন্টব্যাটেনকে বলেন কলকাতাকে মুক্ত নগরী (free city)

হিসাবে ঘোষণা করা হোক। কট্টর লীগপন্থীরা যাঁরা ১৯৪৭ সালের গোড়াতেই দেশ বিভাগ এবং তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন তাঁরা প্রথমে গোটা কলকাতাকে পূর্ববঙ্গের মধ্যেই গ্রাস করার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমান জনবসতির আনুপাতিক হার লক্ষ করে এই দাবী যে শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকবে না সেটা অনুমান করে তাঁরা পরবর্তী কালে মুক্ত নগরীর দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এঁরা মুসলিম প্রধান গোটা পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্‌ভূমির (hinterland) মুখে একমাত্র প্রবেশপথ হিসাবে কলকাতার অপরিসীম গুরুত্বের কথা ব্যক্ত করেন। তাঁদের মতে এই সহর বিগত দু'শো বছর যাবৎ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক এবং বিশেষত অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হিসাবে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে এসেছে সেই কারণে এঁরা বলেন যে সহরটিকে কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের হাতে পুরোপুরি তুলে দেওয়া ঠিক হবে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা দুইটি বিকল্প পথের সন্ধান দেন। প্রথম উপায় হিসাবে তাঁরা বলেন যে পূর্বের মুসলিম বঙ্গের সীমানা দক্ষিণ-পশ্চিমে ২৪-পরগণার মধ্য দিয়ে হুগলী নদী পর্যন্ত এমনভাবে নির্ধারণ করা হোক যাতে মুক্ত নগরী কলকাতায় পূর্ববঙ্গের প্রবেশাধিকার অব্যাহত থাকতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গের যে ভৌমিক (territorial) ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তা দিনাজপুর, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কিয়দংশ কেটে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে বরাদ্দ করে পুষিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় সমাধান হিসাবে তাঁরা বৃহত্তর কলকাতা সমেত গোটা সহরটিকেই একটি মুক্ত অথবা আন্তর্জাতিক অঞ্চল (free or international zone) হিসাবে গণ্য করার দাবী জানিয়েছিলেন যাতে হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই এই সহরে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করে।[৭] কিন্তু বারোজ এবং টাইসন যাই বলুন না-কেন এমন একটা অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ভাইসরয়ের পক্ষে মোটেও সম্ভব ছিল না। আসলে কলকাতাকে যে কারণে মুক্ত নগরী হিসাবে গণ্য করার দাবী জানানো হয়েছিল সেই কারণগুলির মধ্যে যে যথেষ্ট সারবত্তা ছিল না তা নয়। বস্তুত ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলের এই পরস্পর নির্ভরতার কথা মনে করেই কংগ্রেস বরাবর দেশ বিভাগের বিরোধিতা করে এসেছে। কংগ্রেস জানত ভারতবর্ষকে ভাগ করলে তার কোন অংশকেই সম্পূর্ণভাবে ভায়েবল (viable) করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রচারক মুসলিম লীগ এই সব যুক্তিতে কর্ণপাত করে নি। সুতরাং একবার দেশভাগের নীতি মেনে নেওয়ার পর জনবসতির সাম্প্রদায়িক অবস্থানের বাস্তব চিত্রটি অগ্রাহ্য করে কোন একটি বিশেষ এলাকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে সেটিকে মুক্ত নগরী তথা অবিভক্ত রাখার বায়না করা যে রীতিমত অযৌক্তিক তা ভাইসরয়ের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তিনি ৩রা জুনের (১৯৪৭) সরকারী বিবৃতিটি ঘোষিত হওয়ার ঠিক আগের দিনই বারোজকে জানিয়ে দিলেন যে কলকাতাকে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের যুগ্ম তত্ত্বাবধানে রেখে এখন আর মুক্ত নগরী হিসাবে ঘোষণা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু সমস্যা এক মাত্র কলকাতাকে নিয়েই নয়, আরও অনেক বিষয়কে কেন্দ্র করে

নোতুন নোতুন সমস্যা এবং জটিলতা তৈরী হয়েছিল। ২০শে জুনের (১৯৪৭) প্রাদেশিক আইনসভার ভোটে বাংলা প্রদেশ ভাগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগে প্রদেশের কর্তৃত্ব কোন পক্ষের হাতে রইবে ? সত্য বটে যে বাংলাতে সুরাবর্দ্দীর নেতৃত্বাধীন একটা সরকার রয়েছে এবং সেই মন্ত্রিসভায় তিনজন অমুসলিম প্রতিনিধিও রয়েছেন। কিন্তু তথাপি অধিকাংশ হিন্দু এই সরকারকে মুসলিম সরকার হিসাবেই গণ্য করেন এবং এই সরকারের তত্ত্বাবধানে হিন্দুদের প্রতি যে আদৌ ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার দেখানো হবে না সে বিষয়েও তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন। এমতাবস্থায় বাংলা দেশে হিন্দু ও মুসলিমের একটি কোয়ালিশন সরকারের সম্ভাবনা যখন বাতিল হয়ে যায় তখন স্বভাবতঃই হিন্দুদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন ওঠে যে এই মুসলিম মন্ত্রিসভাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসাবে কাজ করতে দেওয়া হলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের স্বার্থ কিভাবে সুরক্ষিত করা যাবে ? হিন্দুরা আশংকা করেছিলেন যে এই তত্ত্বাবধায়ক মুসলিম সরকার ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সরকারী ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়োগ, পোস্টিং এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি সরবরাহ করার ব্যাপারে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন। তাছাড়া প্রদেশ বিভাগ যে পার্টিশান কমিটির নির্দেশ মোতাবেক করা হবে সেই কমিটিতে হিন্দু ও মুসলমানের সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকাটাও বিশেষ ভাবে জরুরী। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান মন্ত্রিসভা এই নীতি মেনে চলবেন কি-না কিংবা তাঁরা পার্টিশান কমিটিতে নিজেদের অনুগত হিন্দু প্রতিনিধিই পাঠাবেন কি-না সেই সব বিষয়ে নানা রকম সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। এই সন্দেহের বশবর্তী হয়েই শ্যামাপ্রসাদ দুই বাংলার জন্য দুটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করার দাবী করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগ নামে তপশিলীদের একটি সংগঠনও যোগ দিয়েছিল।[৮]

এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে বারোজ উভয়পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ১৯শে জুন (১৯৪৭) তিনি ভাইসরয়ের কাছে লেখেন যে হিন্দু ও মুসলিমের এই পারস্পরিক সন্দেহের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সংবিধানের ৯৩ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে গোটা প্রদেশের শাসনভার গভর্নরকে নিজের হাতেই তুলে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অবশ্য দুটি সম্প্রদায়কেই তাঁর এই প্রস্তাবে রাজী হতে হবে, কেননা এ-ধরনের ব্যবস্থায় কোনও এক পক্ষ যদি অসম্মত হয় তাহলে সেই পক্ষের অসহযোগিতার জন্য গোটা পার্টিশান প্রোগ্রামই ভেস্তে যাওয়ার আশংকা থেকে যাবে। বারোজ বলেন যে তিনি অবশ্য সুরাবর্দ্দী তাঁর সঙ্গে একমত হবেন এমনটি আশা করেন না। তবে তিনি যদি তাঁর প্রস্তাবে স্রেফ সম্মতি জানান এবং সেই সঙ্গে মুসলিম লীগও যদি তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দেয় তাহলে ভাইসরয়ের অনুমতি নিয়ে তিনি সংবিধানের ৯৩ ধারা প্রয়োগ করার জন্য যথাবিধ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিতে পারেন।[৯] সুরাবর্দ্দীর কাছ থেকে সম্মতি পাওয়ার ব্যাপারে মোটামুটি একটা ইশারা পাওয়ার পর কাজটা অনেকটাই সহজও হয়ে এসেছিল। কিন্তু এইবারে স্বয়ং জিন্নাই বাধা দিতে এগিয়ে এলেন। তিনি একটা নির্বাচিত সরকারের উপস্থিতিতে গভর্ণরের ৯৩ ধারা প্রয়োগ

করার অধিকার অস্বীকার করলেন। শেষ পর্যন্ত ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপের ফলে সমস্যাটি সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল। ভাইসরয় নির্দেশ দিলেন যে বাংলায় হিন্দুদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গেও একটি কংগ্রেস মন্ত্রিসভা (shadow cabinet) গঠন করা হোক। সরকারের কোন সিদ্ধান্ত যদি পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে তাহলে এই কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে সেই সিদ্ধান্তের উপর ভেটো প্রয়োগ করবার অধিকার দেওয়া হল—..."The best way of handling the situation in Bengal was to appoint Congress minister of West Bengal, and to give them the right to veto any action....likely to be harmful to the interest of West Bengal."[১০] অবশ্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী সরকারেও (যদিও সেখানে উভয় সম্প্রদায়ের একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ছিল) একই রকম পরিবর্তন করার জন্য দাবী জানানো হয় এবং এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠনের প্রশ্নে নতুন করে আর এক প্রস্থ জটিলতা দেখা দিয়েছিল।

প্রাদেশিক আইনসভায় বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরেই একটি সীমানা কমিশন গঠন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আগেই স্থির হয়েছিল যে বাংলা বিভাগের জন্য যে কমিশন তৈরী করা হবে সেখানে কংগ্রেস ও লীগের মনোনীত দুইজন হিন্দু ও দুইজন মুসলিম সদস্য অন্তর্ভুক্ত হবেন। এই সদস্যগণের বিচার বিভাগীয় কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন এবং সম্ভব হলে বিচারপতি হিসাবে কাজ করেছেন এমন বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরই এই কমিশনের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা হবে। কমিশনের একজন সভাপতি বা চেয়ারম্যান থাকবেন এবং তিনি যাতে উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্য হন এইজন্য এক সময় এমনও ভাবা হয়েছিল যে U. N. O.-এর মনোনীত কোন ব্যক্তিকেই চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত করা হবে। অবশ্য এই কাজের জন্য U. N. O.-এর কোন প্রতিনিধিকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কিন্তু যাঁকে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন পক্ষ থেকেই কোন রকম আপত্তি জানানো হয়নি। ইনি এক সময় বিলাতে ইনফর্মেশন মিনিষ্ট্রিতে পাঁচ বছর (১৯৪১-১৯৪৫) ডিরেক্টর-জেনারেল হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং ১৯৪৬ সালে তিনি বার কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এঁর নাম স্যার সিরিল জন র‍্যাডক্লিফ। এঁকে পাঞ্জাব ও বাংলা উভয় অঞ্চলেরই সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে একযোগে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। আর বাংলার সীমানা কমিশনের দুইজন হিন্দু সদস্য হিসাবে মনোনীত হলেন বিচারপতি বিজন কুমার মুখার্জী এবং বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস। এঁরা দুজনেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। কমিশনের মুসলিম দুইজন সদস্য হলেন বিচারপতি আবু সালেহ্ মহম্মদ আক্রাম এবং বিচারপতি এস. এ. রহমান। দিল্লী থেকে প্রকাশিত ৩০ শে জুনের নোটিফিকেশন মোতাবেক এঁদের সকলকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কমিশনের বিচার্য বিষয় (terms of reference) স্থির করে দিয়ে বলা হয়েছিল যে কমিশন হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলির সীমানা নির্দেশ করে দেবেন। এই কাজ করার সময়ে কমিশন যেমন উভয় সম্প্রদায়ের বসতি কেন্দ্রের সংলগ্ন এলাকা সমূহের (contigu-

ous areas) কথা খেয়াল রাখবেন তেমনি আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলিও (other factors) বিবেচনা করবেন। এই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হয় যে সিলেট অঞ্চলের গণভোটে যদি ঐ এলাকাটি পূর্ববঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তির সপক্ষে সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সিলেটের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা সহ আসামের মুসলিম অধ্যুষিত সংলগ্ন অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়াও এই কমিশনের দায়িত্ব তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে। সীমানা কমিশনকে যথা শীঘ্র সম্ভব রিপোর্ট পেশ করবার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছিল।[১১]

সীমানা কমিশনের প্রথম অধিবেশন ৯ই জুলাই (১৯৪৭) তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার আগেই সরকার কাজ চালানোর সুবিধার জন্য একটা সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে পূর্ববঙ্গ তথা মুসলিম অধ্যুষিত ষোলোটি জেলার তালিকা উল্লেখ করে notional boundary বা আনুমানিক সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এই তালিকা যে সকল পক্ষের মনমত হয়েছিল এমন নয়। বাংলার মুসলিমদের তরফে মুসলিম গরিষ্ঠ জেলাগুলির মুসলিম বসতির শতকরা হিসাব পেশ করে যে তালিকাটি প্রকাশ করা হয়েছিল সেটি ছিল এই রকম—

১। রংপুর (৭০.৭৯) ২। দিনাজপুর (৫০.৫৭) ৩। মালদা (৫৪.২৮) ৪। বগুড়া (৮৩.৩৬) ৫। মৈমনসিং (৭৬.৫৬) ৬। রাজশাহী (৭৫.৭৯) ৭। পাবনা (৭৬.৯০) ৮। ঢাকা (৬৬.৮১) ৯। মুর্শিদাবাদ (৫৫.৫৬) ১০। নদীয়া (৬১.৬৭) ১১। যশোহর (৬১.১৬) ১২। ফরিদপুর (৬৩.৮০) ১৩। ত্রিপুরা (৭৫.৪৮) ১৪। নোয়াখালি (৭৮.৪৮) ১৫। চট্টগ্রাম (৭৩.৮০) এবং ১৬। বাখরগঞ্জ (৭১.৬৩)

এই হিসাব সরকারী তালিকার অনুরূপ। এ-ছাড়া সরকারী তালিকাতে সিলেটের কথা আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সিলেটে মুসলিম জনবসতির শতকরা হার ছিল ৬০.৭১। ১৯৪১ সালের লোকগণনার ভিত্তিতে জনবসতির এই রকম শতকরা হার উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের এই হিসাব অনুযায়ী উল্লেখিত ষোলোটি জেলাই যে পূর্ব বঙ্গের ভাগে পড়বে এমন কোন স্থিরতা ছিল না। কেননা সীমানা কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করার সময় স্পষ্টতই বলা হয়েছিল যে পরস্পর সংলগ্ন মুসলমানপ্রধান এবং পরস্পর সংলগ্ন অমুসলিম অঞ্চলগুলি যাতে একত্র সন্নিবেশিত হতে পারে সে সব দিকে খেয়াল রেখেই কমিশন তার রায় দেবেন। এই নির্দেশনামায় 'other factors' অর্থাৎ অন্যান্য বিষয়গুলিও বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছিল। সুতরাং সরকারী ঘোষণার সিডিউলে জেলাগুলিকে স্রেফ জনবসতির সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে যে-ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল সেই রকম সোজা হিসাবে উল্লেখিত 'contiguity' এবং 'other factors' নামক শর্তের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। কাজেই সীমানা নির্ধারণের সময় এই দুই নীতি যাতে যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করা হয় সেজন্য হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে সীমানা কমিশনের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১০ই জুন (১৯৪৭) তারিখে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধের কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ঃ

"বাংলা প্রদেশে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত অর্ধাংশের সামান্য মাত্র কম।

সুতরাং হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে বাঙলায় যে নূতন প্রদেশ গঠনের দাবী করা হইবে তাহার আয়তন যাহাতে কোনমতেই সমগ্র বাঙলার পরিমান ফলের অর্ধাংশের কম না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বরং হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে বাঙলার ভূমি অর্ধাংশের অধিক দাবী করা যাইতে পারে। কারণ বাঙলায় ভূমির অধিকার হিন্দু সমাজের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। মোটামুটি হিসাব করিলে বাঙলার পাঁচটি বিভাগকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এইভাবে বন্টন করা যাইতে পারে ঃ পশ্চিম বাঙলায় হিন্দু প্রধান প্রদেশের জন্য বর্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং ইহার সহিত সংলগ্ন ঢাকা বিভাগের হিন্দু প্রধান অংশ ; পূর্ব বাঙলায় মুসলমান প্রধান প্রদেশের জন্য বাকী ঢাকা বিভাগ। এই চারিটি বিভাগকে এইরূপ বন্টন করিবার যৌক্তিকতা এই যে,বর্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে এবং একত্রে হিন্দুপ্রধান। এই দুই বিভাগের একত্রে মোট জনসংখ্যায় মুসলমানের অনুপাত শতকরা ৩১-এর বেশী হইবে না। পক্ষান্তরে ঢাকা বিভাগ (পূর্বোক্ত হিন্দু প্রধান অংশ সমূহ বাদে) ও চট্টগ্রাম বিভাগ একত্রে মুসলমান প্রধান। উল্লিখিত চারিটি বিভাগের এইরূপ সমান বন্টনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রাজশাহী বিভাগকে বন্টন করিতে হইবে। এমনভাবে ভাগ করা উচিত যাহাতে অন্তত অর্ধাংশ হিন্দু সমাজের অধিকারভুক্ত হয়। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং স্পষ্টতই হিন্দু প্রধান। দিনাজপুর জেলা যে হিন্দু প্রধান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, তাহা বড়লাটের বিবৃতিতেই এক প্রকার স্বীকৃত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক অবস্থান ধরিয়া বিচার করিলে মালদহকেও হিন্দু প্রধান প্রদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় এবং তাহাতে সীমা-নির্ধারণ কমিশনের জন্য নির্ধারিত নীতিও যথাযথ প্রযুক্ত হয়।"

কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জেলাতেও হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেই পরস্পর বিরোধী আরও নানা রকম দাবী পেশ করা হতে থাকে। হিন্দুদের পক্ষ থেকে সমগ্র বর্ধমান ও কলকাতা সমেত প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ জেলার সমগ্র এবং বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল (বিশেষত গোপালগঞ্জ মহকুমা) ও অখণ্ড বাংলার উপরোক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়াও অন্যান্য যে-সব অংশ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হতে আগ্রহী তাদের সকলকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের জন্য দাবী করা হয়েছিল। কিন্তু নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভাগাভাগি হলে উল্লিখিত দাবী সমূহের বৃহদংশই যে প্রত্যাখ্যাত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। এই কারণে হিন্দুরা সীমানা কমিশনের terms of reference-এ উল্লেখিত contiguity এবং other factors ছাড়াও, তাঁদের স্বার্থ সিদ্ধ হবার মত অন্যান্য নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের নিরিখেও যে প্রদেশ বিভাগ করা প্রয়োজন সে কথা কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ১লা জুনে (১৯৪৭) অনুষ্ঠিত বহরমপুরের গ্র্যান্ট হলে

মুর্শিদাবাদ জাতীয় বঙ্গ সম্মেলনের এক সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীশ চন্দ্র নন্দী হিন্দুদের দাবীর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন—

> "বর্তমান তথাকথিত গণতন্ত্রের ভিত্তিই হইল সংখ্যা অর্থাৎ জনসংখ্যা। কাজেই কথা উঠিয়াছে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল লইয়াই জাতীয় বঙ্গের প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের দাবী জানাইবার পূর্বে একটা কথা বলিতে চাই। শুধু সংখ্যাই কি সব ? শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য, বিত্ত এ সকল কি কিছুই নহে ? যেখানে সরকারী তহবিলের অধিকাংশই আসে আমাদের ধনভাণ্ডার হইতে, যেখানে দেশের শিক্ষা মন্দিরের প্রায় প্রত্যেকটি আমাদের অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত, বাঙ্গলার সংস্কৃতি এখনও যেখানে আমাদেরই প্রতিভার গৌরবময় দানে প্রধানতঃ পরিপুষ্ট সেখানে আমাদের এ সকল দানের কি কোনও স্বতন্ত্র মূল্যই নির্দিষ্ট হইবে না ? সেখানেও কি আমরা শুধুই সংখ্যালঘিষ্ঠতার অপরাধে সর্বপ্রকার অবিচার অত্যাচার মাথা পাতিয়া সহ্য করিব ? তবুও আজ আমরা কোনও অন্যায় বা অযৌক্তিক দাবী জানাইতে চাহি না। আমরা শুধু চাই বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা এবং উত্তরবঙ্গের মালদহ দিনাজপুরের কতক অঞ্চল লইয়া জাতীয় বঙ্গের প্রতিষ্ঠা হোক....।"

উক্ত সম্মেলনে আরও বলা হয় যে গোটা বাংলা দেশে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪৫। কাজেই বাংলার আয়তন যেখানে ৭৭ হাজার ৪৮২ বর্গমাইল সেখানে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই হিন্দুরা শতকরা ৪৫ ভাগ ভূমি অর্থাৎ ৩৪ হাজার ৮৪৯ বর্গমাইল স্থান দাবী করতে পারে। এই হিসাব মুর্শিদাবাদ জাতীয় সম্মেলনে যা দাবী করা হয়েছে মোটামুটি তারই অনুরূপ। অবশ্য মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহর জেলায় যে মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় কিছুটা বেশী সে-কথা সম্মেলনের সমাগত নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করেন নি। কিন্তু এই সংখ্যাতাত্ত্বিক সত্য মেনে নিলেও এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে এই তিনটি জেলা সংস্কৃতিসূত্রে বরাবরই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এ ছাড় হিন্দু বাংলার সংস্কৃতিতে নদীয়ার দান যে বিশেষ রকম স্বীকৃতিলাভের যোগ্য সে-কথাও সম্মেলনে মনে করিয়ে দেওয়া হয়।

> "এই বিভাগের ফলে আমাদের জাতীয় বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা হইবে শতকরা ৩০.১ জন এবং পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা হইবে ২৮.৩ জন এবং ইহাতে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রাকৃতিক সীমারেখা ও স্ব-স্ব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত সমুদয় স্থানের সহিত যোগাযোগ রক্ষাও সহজতর হইবে। কলিকাতা যে জাতীয় বঙ্গের রাজধানী হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য।"[১২]

দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই রকম রেষারেষি ও পরস্পর-বিরোধী দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য চূড়ান্তকর রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ করে বোঝা গিয়েছিল যে র‍্যাডক্লিফের সীমানা

কমিশনে হিন্দু এবং মুসলিম সদস্যগণের মধ্যে কিছুতেই ঐকমত্য হবার নয় এবং তা হয়-ও নি। অগত্যা হিন্দু (সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী অমুসলিম) এবং মুসলিম সম্প্রদায় প্রত্যেকেই আলাদাভাবে দুইটি পৃথক রিপোর্ট দাখিল করেন। বিচারপতি মুখার্জী ও বিশ্বাসের রিপোর্টটি ২৯শে জুলাই (১৯৪৭) তারিখে জমা পড়েছিল। এই রিপোর্টে মোট ১০৬টি অনুচ্ছেদ এবং ৮টি এ্যানেক্সার ছাড়াও কয়েকটি অফিসিয়াল করেসপণ্ডেন্সের চিঠি সংযোজিত হয়েছিল। বিচারপতি আক্রম এবং রহমানের রিপোর্টটি ঠিক এর এক দিন আগে অর্থাৎ ২৮শে জুলাইয়ে জমা দেওয়া হয়। এই রিপোর্টটি বিভিন্ন অনুচ্ছেদ-সংবলিত হলেও সেগুলি নম্বর দিয়ে সাজানো ছিল না। তবে তাঁদের রিপোর্টেও মোট ১৩টি অ্যানেক্সার দেওয়া ছিল। মোট আটটি প্রকাশ্য অধিবেশনে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে কমিশনের অমুসলিম সদস্যগণ তাঁদের রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন। এই অধিবেশনগুলির প্রথমটি ৯ই জুলাই (১৯৪৭) তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং এগুলির কোনটিতেই কমিশনের চেয়ারম্যানের উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি। কমিশনে অমুসলিমদের পক্ষে কংগ্রেস ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা ছাড়াও নিউ বেঙ্গল এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন তাদের বক্তব্য দাখিল করে। মুসলিম লীগও কমিশনের সামনে তাদের বক্তব্য পেশ করেছিল। কমিশনের সামনে সওয়াল-জবাবের সময় অসংখ্য নথি-পত্রও জমা দেওয়া হয়েছিল। তবে কমিশনকে যেহেতু কোন বিচার বিভাগীয় আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি সেই কারণে তার পক্ষে যেমন কোন সাক্ষীকে জেরা করা সম্ভব হয়নি তেমনি কমিশনের কাছে পেশ করা দলিল-দস্তাবেজগুলিও আইন মোতাবেক যাচাই করা যায়নি। কমিশনকে কেন আলাদা ভাবে দুটি পৃথক রিপোর্ট পেশ করতে হয়েছিল তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল যে সব কয়টি অধিবেশনের শেষে কমিশনের চারজন সদস্য একত্র আলাপ-আলোচনা করার পরেও কোন সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। তবে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা (Tippera), ঢাকা, মৈমনসিংহ, পাবনা এবং বগুড়া—এই সাতটি জেলা যে পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়া উচিত এবং পক্ষান্তরে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী এবং বর্ধমান—এই পাঁচটি জেলা পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য—এই একটি বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে কোন দ্বিমত হয় নি। এমতাবস্থায় কমিশনের অমুসলিম সদস্যগণ বাধ্য হয়েই তাঁদের মতামত আলাদাভাবে পেশ করেছিলেন।

অমুসলিম সদস্যদের রিপোর্টের ৮-১১ অনুচ্ছেদে কমিশনের ইতিকর্তব্য এবং কোন্ নীতির ভিত্তিতে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সেই বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। কমিশন গঠন করার সময় যে টার্মস অফ রেফারেন্স বলে দেওয়া হয়েছিল তদনুযায়ী কমিশনকে মুসলিম এবং হিন্দু (অর্থাৎ অমুসলমান) সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করে দিতে হবে। এই কাজটি করার জন্য কমিশনকে যেমন পরস্পর সংলগ্ন মুসলিম এবং অমুসলিম এলাকাগুলি যাতে একই ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে তেমনি জনবসতির ঘনত্ব ছাড়াও অপরাপর জরুরী আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির (other factors) উপরেও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

কিন্তু পরস্পর-সংলগ্ন এলাকা সমূহের একত্রীকরণ সম্পর্কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা কোথাও দেওয়া হয় নি। তবে অমুসলিম সদস্যদের রিপোর্টের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে এতৎ সংক্রান্ত জটিলতার আভাস দেওয়া হয়েছিল। এই অনুচ্ছেদে বলা হয় যে বর্ধমান ডিভিসনের মোট ছয়টি জেলার একশো কুড়িটি থানার একটি ছাড়া প্রত্যেকটিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা বসবাস করেন। শুধু বীরভূম জেলার মুরারই পুলিশ থানা এলাকায় মুসলিম বসতির সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ করা যায়। মুসলিম লীগ তাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাতে মুরারই থানা অঞ্চলটিকে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করেছিল। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লীগের দাবী খণ্ডন করে বলা হয়েছিল যে মুরারই-এর চার দিকে হিন্দু এলাকা এবং সেই কারণে পরস্পর সংলগ্ন হিন্দু অঞ্চলের সঙ্গে এই জায়গাটিকেও একই ব্লকে সংযুক্ত করা উচিত কেননা তা না হলে সীমানা রেখার অবিচ্ছিন্নতা (continuity) ব্যাহত হবে।[১২] এই রকম একই যুক্তির ভিত্তিতে মালদহের কালিয়াচক ও ফরাক্কা সহ মুসলিম গরিষ্ঠ প্রায় পাঁচ/ছয়টি থানা পার্শ্ববর্তী দুইটি হিন্দু ব্লকের মধ্যে সংলগ্নতা বজায় রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছিল। বারাসাত ও বসিরহাটের সংলগ্ন খুলনা জেলার সাতক্ষীরাও অনুরূপ কারণে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের জন্য দাবী করেছিল।

টার্মস অফ রেফারেন্স-এ উল্লেখিত 'অন্যান্য বিষয়' বা 'আদার ফ্যাক্টর্স' শব্দবন্ধটিও কোথাও উপযুক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা ছিল না—করা সম্ভবও নয়, কেননা এই অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এমন অনেক বিবেচনাযোগ্য উপাদান (matters for consideration) থাকতে পারে যেগুলি সব একই সঙ্গে এবং আগে থেকেই অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে কমিশনের অমুসলিম সদস্যগণের রিপোর্টের ২৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয় যে সামরিক এবং দেশরক্ষার প্রয়োজন, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশের জন্য একান্ত রকম প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তাগিদ এবং সর্বোপরি ভাইসরয় নির্দেশিত ভৌগলিক অপরিহার্যতা (geographical compulsion) প্রভৃতি নানারকম বিবেচনা এই other factors-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অবিভক্ত বাংলা দেশের নদী রেখা (river system) এবং প্রদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলেব মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয়গুলিও উল্লেখিত other factors হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই অনুচ্ছেদে আরও বলে দেওয়া হয় যে টার্মস অফ রেফারেন্স অনুযায়ী যে ভৌগলিক সংলগ্নতার (physical contiguity) ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করতে বলা হয়েছিল তা উপরে বর্ণিত other factors-এর তালিকার অন্তর্গত নানারকম বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রাহ্য করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে—"The mention of 'other factors' makes it clear that contiguity is not to be the only determining principle : it may well happen that 'other factors' will override the claims of contiguity."

other factors-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সামরিক ও দেশরক্ষার প্রয়োজন উল্লেখ

করে মুসলিম লীগ কাশীপুর ও ইছাপুর এলাকা দুটিকে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানিয়েছিল। লীগের মতে দেশবিভাগের ফলে হিন্দুস্তান স্বভাবতই একটি অখণ্ড বা কমপ্যাক্ট রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে গোটা হিন্দুস্তানের রসদ (resources) ব্যবহার করা যেমন সম্ভব হবে তেমনি সমগ্র হিন্দুস্তানই তার সামরিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারবে। কিন্তু প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশের (পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান) মধ্যে অন্তত এক হাজার মাইল ব্যবধান থাকার জন্য পূর্ববঙ্গ প্রদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই কারণে আপাত দৃষ্টিতে ইছাপুর এবং কাশীপুর পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য বলে মনে হলেও মুসলিম লীগ মনে করে যে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে এই দুইটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানার (Ordnance factories) অঞ্চল ন্যায়ত পূর্ববঙ্গের ভাগেই পড়া উচিত।

সীমানা নির্ধারণের সময় বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের বিষয়টিও ভেবে দেখার কথা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ শুধু জনবসতির তুলনামূলক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ভৌগলিক সংলগ্নতার বিচারে যান্ত্রিক ভাবে সীমানা নির্ধারণ করলে চলবে না। এই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের কথা বিবেচনা করেই মুর্শিদাবাদ জাতীয় বঙ্গ সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহর জেলাকে পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। মুসলিম লীগের তরফে অবশ্য মুসলিম প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন রানাঘাটের উপরে জোরালো রকমের দাবী জানানো হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস রাণাঘাট এবং কৃষ্ণনগরকে বাঙালী হিন্দুর সাংস্কৃতিক পীঠস্থান (cultural stronghold of the Bengali Hindus) হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এদের সংযুক্তি দাবী করেছিল। একই রকম যুক্তির ভিত্তিতে কংগ্রেস বৈষ্ণব সংস্কৃতির সুপ্রাচীন কেন্দ্র নবদ্বীপ এবং সংলগ্ন দুইটি গ্রাম পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেছিল। কংগ্রেস আরও বলেছিল যে নবদ্বীপ সহ এই দুটি গ্রাম প্রশাসনিক প্রয়োজনে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ভৌগলিক বিচারে এই জায়গাটি বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত এবং সেই কারণেও এদের পশ্চিমবঙ্গেরই অংশ বলে গণ্য করা উচিত।

জনবসতির বিচারে কোন একটি স্থান দাবী করা সম্ভব না হলেও শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশের প্রয়োজনে যে, তা অনায়াসেই দাবী করা চলে তার সুযোগ্য প্রমাণ হিসাবে মুসলিম লীগের কলকাতা দাবীর প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যায়। কলকাতা সহরের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২৩.৫৯ ভাগ মুসলমান এবং কলকাতা কর্পোরেশনকে ট্যাক্স দেয় এমন বাড়ীর মাত্র শতকরা ৮.৪৫ মুসলমানদের মালিকানাধীন। কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতেও হিন্দুরাই অধিক সংখ্যায় বসবাস করেন। এই সহরকে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘিরে যে ২৪-পরগনা জেলা ছড়িয়ে রয়েছে সেখানেও সামগ্রিক ভাবে শতকরা ৬৭.৫৩ জন হিন্দু বাস করেন। কিন্তু মুসলিম লীগ এই আপাতগ্রাহ্য জোরালো যুক্তি সমূহ উপেক্ষা করে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প বাণিজ্য বিকাশের স্বার্থে গোটা সহরটিকেই পূর্ব বাংলার ভাগে ধার্য করার

আবেদন জানিয়েছিলনে। তাদের যুক্তি ছিল এই যে কলকাতার শিল্প সমৃদ্ধি পূর্ববঙ্গের পাট উৎপাদনের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং এই সহরকে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। তাছাড়া কলকাতা বন্দরের সমৃদ্ধি, বন্দর এলাকার মুসলিম মজুর ও লস্করদের জন্যই বহুলাংশে সম্ভব হয়েছে। এই হিসাবেও সহরের উপর মুসলিমদের দাবী উপেক্ষা করা চলে না। লীগের মতে যেহেতু কলকাতা এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শিল্পকেন্দ্র এবং সব চেয়ে ব্যস্ত অঞ্চল সেই কারণে শ্রেফ জনবসতির সংখ্যাধিক্য বিচার করে এই সহরের উপর পূর্ববঙ্গের অধিকার অস্বীকার করা যায় না। এমনটি হলে পূর্ববঙ্গকে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত করে দেশের সমগ্র শিল্পাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকেই উপঢৌকন দেওয়া হবে। মুসলিম লীগ বলে যে অখণ্ড বঙ্গের ছোট ছোট শিল্প কারখানার এলাকা হুগলী ও হাওড়া জেলা দুটি তো এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়বে। এর উপর কলকাতাও যদি পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয় তাহলে অখণ্ড বঙ্গের মাত্র এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার আবাসভূমি পশ্চিমবঙ্গ অখণ্ড বাংলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ রাজস্বের অধিকারী হবে। আর পূর্ববঙ্গ অনেক বেশী লোক বসতি সত্ত্বেও (সমগ্র বাংলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ) রাজস্বের মাত্র শতকরা ৩৩.১ ভাগ পাবে। মুসলিম লীগের এহেন দাবী শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর হয়েছিল কি-না এখানে সেই প্রশ্ন আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসল কথা হল শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশের স্বার্থে মুসলিম লীগ যে দাবী উত্থাপিত করেছিল কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্স অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণের জন্য এই রকম যুক্তির প্রাসঙ্গিকতা গোড়াতেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

বাংলা দেশের নদী রেখা বা river system এর বিষয়টিও সীমানা নির্ধারণের সময় যথোচিত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস অখণ্ড বাংলার এই নদীচিত্রের ভিত্তিতে গোটা নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিমবঙ্গের জন্য দাবী করেছিল। কংগ্রেসের যুক্তি ছিল এই যে, যেহেতু কলকাতা বন্দরকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে হুগলী নদীর নাব্যতা বজায় রাখা দরকার এবং হুগলী নদীর নাব্যতা আবার নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে প্রবহমান ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙা নদীর উপর নির্ভরশীল সেই কারণে এই দুই জেলার গোটা অংশই পশ্চিমবঙ্গের ভাগে বরাদ্দ হওয়া উচিত। এখানে লক্ষ করার বিষয় এই যে এমন-কি মুসলিম লীগও হুগলী নদীর নাব্যতা বজায় রাখার যুক্তিটি অস্বীকার করতে পারে নি। তাই লীগ শুধু কংগ্রেসের তথ্য পরিবেশনের ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল যে হুগলী নদীর নাব্যতা বহুলাংশে ভারতের মধ্যে প্রবহমান দামোদর রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদের উপরেও নির্ভরশীল এবং সেই কারণে কংগ্রেসের নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের উপর দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। কংগ্রেস কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডি. এন. গাঙ্গুলির একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে কুলটি নদীর উপর নির্ভরশীল কলকাতার নিকাশী ব্যবস্থা (drainage system) বজায় রাখার জন্য যে দশটি থানা এলাকার মধ্য দিয়ে ইছামতী নদী প্রবাহিত হয়েছে সেগুলিও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার দাবী করেছিল।[১৪] পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকেও তিস্তা নদীর প্রধান পোষণ ক্ষেত্র (catchment area) হিসাবে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা দুইটি

অমুসলিম-প্রধান এলাকা হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ন্যায়তঃ যুক্ত হওয়া উচিত বলে দাবী করা হয়েছিল। অবশ্য পূর্ববঙ্গের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অধিকতর সন্নিহিত বলেও এই জেলা দুইটির উপর লীগ দাবী জানিয়েছিল। অছাড়া পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়েই জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সঙ্গে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে বলেও এই জেলা দুইটির উপর পূর্ববঙ্গের অগ্রগণ্য দাবী স্বীকৃতি পাওয়া উচিত বলে লীগ মনে করেছিল।

সড়ক এবং রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বার্থেও কিছু কিছু এলাকা যা জনবসতির ঘনত্ব বিচারে সাধারণ হিসাব অনুযায়ী একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত তাদের অন্য সম্প্রদায়ের রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কংগ্রেস এই রকম যুক্তির অবতারণা করে জানিয়েছিল যে, যেহেতু খুলনা সহরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী প্রধান সড়কটি সাতক্ষীরার উত্তরাংশের ভিতর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের টালা, বসিরহাট, দেগঙ্গা এবং বারাসাত অঞ্চলকে একত্র সংযুক্ত রেখেছে সেই কারণে সাতক্ষীরা অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়া উচিত। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগও অনুরূপ যুক্তিকে আশ্রয় করে শুধু যে ব্রড গেজ ও মিটার গেজ লাইন সহ গোটা আসাম-বেঙ্গল রেলপথ পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবী করেছিল তা-ই নয় এই রেলপথকে টিকিয়ে রাখার জন্য রেলের দুটি প্রধান কর্মকেন্দ্র—নৈহাটী ও কাঁচরাপাড়াকেও পূর্ববঙ্গের ন্যায্য পাওনা বলে প্রচার করেছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা সংরক্ষণের তাগিদে মুসলিম লীগ অমুসলিম-প্রধান চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলটিও দাবী করতে দ্বিধা করেনি। লীগের মতে পূর্ববঙ্গের বাইরে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন একটি এলাকা হিসাবে পরিণত হতে বাধ্য। তাই যেহেতু পূর্ববঙ্গের ভিতর দিয়েই এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে সেই কারণে অমুসলিম অধ্যুষিত হলেও বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে এটিকে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। সীমানা কমিশনের প্রধান দায়িত্ব ছিল দেশভাগ এবং সীমানা চিহ্নিতকরণের মূল পরিকল্পনা বা mechanics of partition-টি স্থির করে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে এই মেকানিজ্মটি যাতে সহজেই প্রয়োগ করা যায় সেজন্য কমিশনকে কয়েকটি জরুরী দিক-নির্দেশ বা গাইড-লাইনও ঠিক করে নিতে হয়েছিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই রকম একটি গাইড লাইন নির্দেশ করে বলা হয়েছিল যে, যেহেতু হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা করার পরিকল্পনা অনুযায়ী গোটা বাংলাকে দুটি আলাদা সাম্প্রদায়িক অঞ্চল বা জোনে (zone) ভাগ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেই জন্য দেখতে হবে যে, যে-সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য যে-জোনটি চিহ্নিত করা হয়েছে সেখানে যেন সেই সম্প্রদায়ের মানুষদেরই সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় ঠাঁই হয়। অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জোনে যে সংখ্যালঘু অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ একেবারেই বাস করবেন না তা নয়। তবে তাঁদের বসতির শতকরা হিসাব যেন অন্য জোনে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের শতকরা হিসাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সহজ ভাষায় বলতে গেলে এই জটিল গাইড লাইনের মূল কথা হল এই যে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকের আনুপাতিক হার যেন পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকদের আনুপাতিক হারের সঙ্গে

সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে যদি অখণ্ড বাংলার শতকরা ৯০ জন হিন্দু বাস করেন তাহলে পূর্ববঙ্গেও অখণ্ড বাংলার শতকরা ৯০ জন মুসলমানকে জায়গা দিতে হবে। বিপরীত ভাবে পশ্চিমবঙ্গে যদি অখণ্ড বাংলার শতকরা ১০ জন মুসলমানকে সংখ্যালঘু হিসাবে বাস করতে হয় তাহলে পূর্ববঙ্গেও অখণ্ড বাংলার শতকরা ১০ জন হিন্দুকে সংখ্যালঘু হিসাবে ঠাঁই করে দিতে হবে—'In other words, the partition must be so effected that there may be as many non-Muslims as possible in West Bengal, and as many Muslims as possible in East Bengal.'[১৫]

কমিশনের দুই মুসলিম সদস্য-বিচারপতি আক্রম ও রহমান যে আলাদা রিপোর্ট পেশ করেছিলেন সেখানে কংগ্রেসের তরফে যে গাইড লাইন উপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেটির উপযোগিতা মেনে নেওয়া হয়। এই রিপোর্টে বলা হয় যে কংগ্রেসের পরিকল্পনার সবচেয়ে সুবিধার বিষয় হল এই যে এর ফলে প্রদেশ বিভাগের যে ছক পেশ করা হয়েছিল তদনুযায়ী অখণ্ড বাংলার শতকরা ৭৩ জন মুসলমানকে পূর্ববঙ্গে স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং শতকরা ৭০.৬৭ জন অমুসলিম পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই পেয়েছিল। জনসংখ্যা বিভাজনের নিরিখে এই রকম ভাগাভাগির মধ্যে আপত্তিজনক কিছু ছিল না। কিন্তু মুসলিম লীগের মতে এবং বিচারপতি আক্রমও রহমানের রিপোর্ট অনুযায়ী এই ছকে কেবল জনসংখ্যার সমানুপাতিক বিভাজনের উপরেই সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। অথচ দেশ বিভাগের জন্য ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রেও যে সমতা রক্ষার প্রয়োজন সে-কথা আদৌ মনে রাখা হয়নি। ফলে কংগ্রেসের ছক অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যত মানুষের জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল তার তুলনায় সেই প্রদেশের জন্য অনেক বেশী পরিমাণ ভূমি ধার্য করা হয়েছিল। সোজা কথায় জন সংখ্যা ও ভূমিবন্টনের মধ্যে কোন সমতা ও সাযুজ্য বজায় রাখা হয় নি। এই কারণে মুসলিম লীগ কংগ্রেস পরিকল্পিত ছক গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

সীমানা কমিশনের সদস্যদের কাজ চালানোর সুবিধার জন্য সরকার অখণ্ড বাংলাকে জেলাওয়াড়ী ভাবে ভাগ করে মোট ষোলোটি জেলাকে পূর্ববঙ্গের ভাগে বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কমিশনের কাজ আরম্ভ করতেই বোঝা গিয়েছিল যে দেশ বিভাগের জন্য জেলা নামক প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে (administrative unit) বিভাজনের ইউনিট হিসাবে গ্রহণ করলে অনেক রকম বাধা ও অসুবিধা দেখা দেবে এবং দেশ বিভাগের প্রক্রিয়াটি বাস্তব প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে কেবলই যান্ত্রিক ভাবে নিষ্পন্ন করা হবে। কিন্তু জেলার মত একটা ইউনিটকে যদি অব্যবহার্য রকমের বিশাল এলাকা মনে করে বাতিল করা হয় তাহলে প্রশাসনের ক্ষুদ্রতম বিভাগ মৌজা বা গ্রামীণ স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম ইউনিয়ন গুলিকেই বিভাজনের ইউনিট হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। মুসলিম লীগের মতে হিন্দু ও মুসলমান জনবসতির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ণয় করার জন্য কমিশনকে গ্রামের ইউনিয়নগুলি ধরেই পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা উচিত। কিন্তু কংগ্রেস মনে করেছিল যে এত ক্ষুদ্র ইউনিট নিয়ে সমীক্ষা চালাতে হলে নানা রকম অসংখ্য তথ্যের অরণ্যে দিশাহারা হতে হবে এবং যে-অল্প সময়ের মধ্যে কমিশনকে রিপোর্ট জমা

দিতে বলা হয়েছে সেই সময়ে কাজ সম্পূর্ণ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টকে ভিত্তি করেই কমিশনকে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই রিপোর্টে গ্রাম ও ইউনিয়নগুলির পরিসংখ্যান নেওয়া হলেও সেগুলি সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয়নি—'Village figures and union figures were undoubtedly prepared during the census operations of 1941, but they were never published by the government.'[১৬] তাছাড়া ১৯৪১-এর পর অন্তত ৪৫টি ক্ষেত্রে ইউনিয়নগুলির পুরাতন সীমানারও রদ-বদল ঘটানো হয়েছিল এবং পরিবর্তনের এই জানা হিসাবগুলির বাইরেও আরও কতগুলি ক্ষেত্রে যে সীমানা পরিবর্তন করা হয়েছিল তার হিসাব অল্প আয়াসে খুঁজে বের করা সম্ভব ছিল না। সব চেয়ে বড় কথা বাংলা দেশের ইউনিয়নওয়াড়ী কোন প্রকাশিত সরকারী মানচিত্রেরও অস্তিত্ব ছিল না। মুসলিম লীগ অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে এই রকম যে-কয়টি ম্যাপ কমিশনের কাছে দাখিল করেছিল সেগুলির অভ্রান্ততা সরকারীভাবে নিরূপণ করা যায়নি এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলিকে জাল বলে সন্দেহ করার উপযুক্ত কারণ ছিল। কংগ্রেসের বিশ্বাস যে ইউনিয়নকে ধরে বিভাজনের কাজ শুরু করার জন্য মুসলিম লীগের পরিকল্পনার পিছনে একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তা হল এই যে কংগ্রেসের দাবী মত থানাওয়াড়ী হিসাব নিয়ে কোন একটি অঞ্চলকে যদি অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে মুসলিম লীগ ঐ অঞ্চলে ইউনিয়নের হিসাব দেখিয়ে সেখানে সহজেই একটি মুসলিম পকেট খুঁজে বার করে নেবে যাতে অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকাটির অবিচ্ছিন্নতা (contiguity) খণ্ডন করা যায়। অতঃপর ইউনিয়ন মোতাবেক সমীক্ষার পরিকল্পনা কংগ্রেস কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ায় মুসলিম লীগ তখন মহকুমাকে এই রকম সমীক্ষার ইউনিট হিসাবে গ্রহণ করার দাবী জানায়। উদ্দেশ্য ঐ এক। একটি মহকুমায় সামগ্রিক বিচারে হয়ত অমুসলিম জনসংখ্যার প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু ঐ মহকুমার কোন একটি বা দুটি থানায় মুসলিম জনতার অস্বাভাবিক ঘনত্বের (heavy concentration) দরুণ গোটা মহকুমাতেই তখন অমুসলিম জনসংখ্যার প্রাধান্য খর্ব হতে বাধ্য। এইভাবে একটা মহকুমার সম্প্রদায় ভিত্তিক অবস্থানের স্বাভাবিক চরিত্রটি বদলে যাওয়ার আশংকা থেকেই যায় এবং এই কারণে কংগ্রেস মহকুমার ভিত্তিতে জনসংখ্যা বিভাজন তথা দেশভাগের প্রস্তাবে সায় দেয় নি। কংগ্রেস বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে থানাওয়াড়ী হিসাবের ভিত্তিতে সমীক্ষা করার কথা বলেছিল। বলা বাহুল্য মুসলিম লীগও নানা কারণে কংগ্রেসের এই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিল।

কমিশনের অমুসলমান সদস্যদের পৃথক রিপোর্টের মোট ৭৩টি অনুচ্ছেদে (২৭-৯৯) হিন্দুস্তান তথা পশ্চিমবঙ্গের জন্য বৃহৎ বঙ্গের কোন্ কোন্ অঞ্চলগুলি বরাদ্দ করা উচিত সে বিষয়ে নানারকম তথ্য ও যুক্তি সহকারে একটি তালিকা পেশ করা হয়েছিল। ১০০ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত এই তালিকা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে-সব অঞ্চল দাবী করা হয়েছিল সেগুলি হল

(১) সমগ্র বর্ধমান ডিভিসনের ছয়টি জেলা যথা ; মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান এবং বীরভূম।

(২) কলকাতা।

(৩) সমগ্র ২৪-পরগণা।

(৪) মরেলগঞ্জ এবং সারণখোলা পুলিশ থানা বাদে গোটা খুলনা জেলা।

(৫) ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রাজৌর থানা এবং সমগ্র গোপালগঞ্জ মহকুমা।

(৬) বাখরগঞ্জ জেলার বরিশাল সহর সমেত বাকী ছয়টি পুলিশ থানা, যথা- ক) গৌরনদী খ) স্বরূপকাঠি, গ) ঝালাকাঠি, ঘ) নাজিরপুর. ঙ) উজিরপুর এবং চ) বানরিপাড়া।

(৭) যশোহর জেলার চারটি হিন্দু প্রধান পুলিশ থানা যথা, ক) সদর মহকুমার অন্তর্গত অভয়নগর, খ) মাগুড়া মহকুমার অন্তর্গত শালিখা এবং নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত নড়াইল ও কালিয়া। এগুলির সঙ্গে অমুসলমান অধ্যুষিত আরও আটটি থানা যুক্ত করা প্রয়োজন, যথা—বাঘেরপাড়া, যশোহর, ঝিকরগাছা, মণিরামপুর, কেশবপুর, সরিষা, গাইঘাটা এবং বনগ্রাম। অর্থাৎ এই জেলার মোট বারোটি পুলিশ থানা পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য।

(৮) নদীয়া জেলার মাথাভাঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী সকল পুলিশ থানা এলাকা সমেত গোটা রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগর মহকুমা।

(৯) সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা।

(১০) গোটা জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা।

(১১) রঙপুর জেলার দুইটি পুলিশ থানা—ডিমলা এবং হাতিবাঁধা।

(১২) পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার মত দিনাজপুরেও হিন্দু (শতকরা ৪৯.৮০) ও মুসলিম (৫০.২০) জনবসতির আনুপাতিক হার প্রায় একই রকম। এই জেলার আটটি পুলিশ থানা বাদে (খানসামা, চিরিরবাঁদর, পার্বতীপুর, ফুলবড়ী, নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, পাটনিতোলা এবং পোর্সা) বাকী বাইশটি থানা পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য হওয়া উচিত।

(১৩) মালদা জেলাটি সাধারণভাবে অমুসলিম অধ্যুষিত হলেও এই জেলার হিন্দু প্রধান নাচোল পুলিশ থানা সহ আরও চারটি থানা এলাকা (ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ গোমস্তাপুর) অর্থাৎ মোট পাঁচটি বাদে বাকী দশটি পুলিশ থানাই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

(১৪) রাজশাহী জেলার রামপুর-বোয়ালিয়া পুলিশ থানা।

উপরোক্ত স্থানগুলির উপর দাবী জানানোর যুক্তি সমূহ ব্যাখ্যা করার আগে বিচারপতি মুখার্জী এবং বিশ্বাস মন্তব্য করেন যে মুসলিম লীগ দেশ বিভাগের জন্য যে প্রাকৃতিক সীমানার (natural boundary) প্রস্তাব দিয়েছেন তদনুযায়ী লীগ ভাগীরথী ও স্বল্প-পরিচিত ব্রাহ্মণী নদীকেই উভয় বঙ্গের স্বাভাবিক সীমানা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু বিচারপতিদ্বয় মনে করেন যে ব্রাহ্মণীকে নদী না বলে বরং একটা খাল

(rivulet) হিসাবেই গণ্য করা উচিত যা বর্ষার জমা জল নিকাশের জন্যই প্রধানত ব্যবহৃত হয়। এমন একটি অপ্রধান নদীকে দুই রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিভাজন রেখা তথা সীমানা হিসাবে ব্যবহার করা মোটেও যুক্তিযুক্ত হবে না। আর ভাগীরথী নদী যে শুধুই অগভীর এবং অপ্রশস্ত তাই নয়, বছরের প্রায় আট মাস সময় এই নদী জলাভাবে শুকনো থাকে। এমন একটি নদী প্রাকৃতিক সীমানা হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয়। তাছাড়া ভাগীরথী নদীকে সীমানা হিসাবে গ্রহণ করলে অখণ্ড বাংলার প্রায় শতকরা ৬৭ ভাগ অমুসলিম মানুষকে পূর্ববঙ্গেই বাস করতে হবে এবং তাদের শতকরা মাত্র ৩৩ ভাগই পশ্চিমবঙ্গে স্থান লাভ করতে পারবে। এমনটি হলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগের মূল প্রয়োজনটিই সর্বাংশে ব্যাহত হবে। বিচারপতিদ্বয় আরও বলেন যে বাংলা বিভাগের জন্য কোন নদী বরাবর বিভাজন রেখা—তা সে ভূগোল শাস্ত্র অনুযায়ী যতই কাম্য হোক না-কেন, আদপেই গ্রহণ করা চলে না। ভাগীরথীর বদলে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীকে সীমানা রেখা ধরা হলেও অসুবিধা লাঘব হবে না। কেননা এক্ষেত্রেও বহুসংখ্যক মুসলমানকে তখন অমুসলমান অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গেই বসবাস করতে হবে। বস্তুত নদী রেখা অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণ করা হলে কোন এক পক্ষকে বিস্তর অসুবিধার সম্মুখীন হতেই হবে।

বিচারপতি মুখার্জী ও বিশ্বাস বলেন যে তাঁরা দেশ বিভাগের যে ছক তাঁদের রিপোর্টে পেশ করেছেন তাতে হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় তাদের ভাগে যে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ ভৌম এলাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এ বিষয়ে তাঁরা সম্যক অবগত আছেন। কিন্তু এই প্রকার বণ্টন অসম হলেও অন্যায্য নয়। বিচারপতিগণ ফ্লাউড কমিশনের (Floud Commission) রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গের জমি অনেক বেশী উর্বর। তাঁরা এইচ. এস. এম. ইশাক সঙ্কলিত কৃষি পরিসংখ্যানের রিপোর্ট উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রধানত বর্ষার অপেক্ষায় থাকতে হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সন্তোষজনক সেচ ব্যবস্থা এবং জমির অধিকতর উর্বরা শক্তির জন্য সেখানে কৃষি উৎপাদনও অনেক বেশী। রবার্টসন নামে অপর একজন বিশেষজ্ঞও একই অভিমত পোষণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের পশ্চিমাংশ এবং বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার প্রস্তরময় মাটি এবং অনাবৃষ্টি ও খরা পরিস্থিতি এই অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলাকীর্ণ দক্ষিণাংশে মানুষের বসতি বিশেষ না থাকায় সেখানে অনাবাদী বহু জমি পড়ে থাকে। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের ভাগে নিছক বর্গমাইলের হিসাবে কিছু বেশী জমি বরাদ্দ করা হলেও জমির উৎপাদিকা শক্তির নিরিখে তাকে বাড়তি কিছু দেওয়া হয় নি—"West Bengal minus the forest tracts and the uncultivable area would certainly be less than 45 percent of the total area of Bengal."[১৭]

সীমানা কমিশনের উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সদস্যগণ যে-ভাবে পরস্পর-বিরোধী অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা থেকে স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে কমিশনের পক্ষে হয়ত

সর্বসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া রায় বেরোনোর অনেক আগে থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে নানারকম জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং সেই কারণে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াও ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। বাংলা দেশের গভর্ণর বারোজ পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে যেহেতু এই অঞ্চলটির সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা একমাত্র চট্টগ্রাম জেলার সঙ্গেই সম্পূর্ণভাবে যুক্ত সেই কারণে এটিকে ঐ জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত হবে না এবং তাই চট্টগ্রাম জেলা বিভক্ত বঙ্গের যে অংশের ভাগে পড়বে সেই অংশের সঙ্গেই (অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গে) পার্বত্য চট্টগ্রামকে যুক্ত করা বিধেয়। বারোজ ২৬শে জুন (১৯৪৭) তারিখে একটি টেলিগ্রাম করে মাউন্টব্যাটেনকেও তাঁর অভিমত জানিয়ে দিয়েছিলেন।[১৮] অথচ প্রধানত হিন্দু এবং বৌদ্ধ অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে কোন অছিলাতেই পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে বরাদ্দ না করার জন্য নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। নেহেরুর মতে এই অঞ্চলটি পূর্ববঙ্গের পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম জেলা তথা পূর্ববঙ্গের সঙ্গে এটি কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয়। বস্তুত এই এলাকা ভাগাভাগি করার ব্যাপারটাই সীমানা কমিশনের এক্তিয়ার বহির্ভূত এবং প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলটি উত্তরের কোন হিন্দু রাজ্য এবং সম্ভবত আসামের সঙ্গেই ন্যায্যত যুক্ত হওয়া উচিত।[১৯] নেহেরু এবং প্যাটেল তাঁদের এই দাবীর যৌক্তিকতা সম্পর্কে এতটাই সুনিশ্চিত ছিলেন যে কমিশনের রায় বেরোনোর ঢের আগেই তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রতিনিধিদের এই অঞ্চলটি যাতে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে না পড়ে সে ব্যাপারে আশ্বস্ত করে তাঁদের প্রতিশ্রুতিও দিয়ে রেখেছিলেন। মাউন্টব্যাটেন অবশ্য নেহেরুর এই রকম আগ বাড়ানো প্রাতিশ্রুতি দানে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি লিয়াকৎ আলীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে নেহেরু প্রমুখের পার্বত্য চট্টগ্রামের দাবী পূরণ করার শর্ত হিসাবে তিনিও যেন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা দাবী করেন।[২০]

সিলেট বা শ্রীহট্ট অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করেও মত বিরোধ দেখা দিয়েছিল। নেহেরু ১৫ই জুলাই (১৯৪৭) তারিখে মাউন্টব্যাটেনকে একটি চিঠি লিখে জানান যে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের গুণ্ডা বাহিনী শ্রীহট্টের গণভোটের দিন ভোটারদের ভয় দেখিয়ে এবং আরও নানাভাবে অনেকরকম কারচুপি ঘটিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য তৎপর ছিল। তাছাড়া গণভোটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রীহট্টের একাংশকে যদি পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করতেই হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও ১৫ই আগস্ট তথা ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই এই অঞ্চলেরও সীমানা নির্দেশ করে দিতে হবে। তা না হলে ৩রা জুনের (১৯৪৭) সরকারী বিবৃতি অনুযায়ী শ্রীহট্ট জেলার গোটাটাকেই ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে বরাদ্দ করতে হয়। এমতাবস্থায় ১৫ই আগস্টের মধ্যে যদি এই কাজটি সেরে ওঠা না যায় তাহলে নেহেরু প্রস্তাব করেন যে সেক্ষেত্রে বাংলা ও পাঞ্জাবের মত শ্রীহট্টের জন্যও একটি তৃতীয় সীমানা কমিশন গঠন করা উচিত।[২১] কিন্তু মাউন্টব্যাটেন আইনের কূট প্রশ্ন তুলে নেহেরুর এই প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করে দেন।[২২] অর্থাৎ শ্রীহট্টকে কেন্দ্র করেও

অনিশ্চয়তার আশঙ্কা থেকেই গেল।

এছাড়া আরও অনেক রকম জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে বলে আশংকা করা হয়েছিল। প্রথমত, ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স বিলে সীমানা কমিশনের রোয়েদাদ ("awards of Boundary Commission") সম্পর্কে ৩ নং এবং ৪ নং ধারায় যা বলা হয়েছিল সেখানে 'এ্যাওয়ার্ড' বলতে সঠিক কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। সীমানা কমিশনের সদস্যদের মধ্যে যদি মতৈক্য হোত তাহলে এ ধরনের কূট প্রশ্নের কোন অবকাশই হোত না। কিন্তু সদস্যগণের দুই পক্ষ যখন পরস্পর-বিরোধী দুই ভিন্নমত প্রকাশে অনড় হয়ে আছেন বলে মনে করা হচ্ছে তখন এই এ্যাওয়ার্ড কি মেজরিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে ? আবার মেজরিটি তৈরী করবার জন্য কি কমিশনের চেয়ারম্যানকে কাস্টিং ভোটের অধিকার দেওয়া হবে ? র‍্যাডক্লিফ আশংকা করছিলেন যে কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে যে চূড়ান্ত মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তার ফলে কমিশনের এ্যাওয়ার্ডের বৈধতা নিয়েই হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে। এই রকম অনিশ্চয়তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স বিলের ৩ এবং ৪ নং ধারা সংশোধন করে স্পষ্ট করেই বলে দেওয়া হোক যে মেজরিটি/মাইনরিটি বা কাস্টিং ভোট ইত্যাদি প্রশ্ন না তুলে কমিশনের চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তকেই কমিশনের এ্যাওয়ার্ড হিসাবে গ্রহণ করা হবে। শেষ পর্যন্ত সরকার র‍্যাডক্লিফের এই যুক্তি মেনে নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের উপযুক্ত সংশোধন করে এই বিষয়ে সকল অনিশ্চয়তার অবসান ঘটান।[২৩]

কিন্তু এত সবের পরেও কমিশনের রোয়েদাদ কিভাবে এবং কবে প্রকাশ করা হবে সেই বিষয়ে নানারকম দ্বিধা দেখা দিয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে কমিশনের দুই পক্ষের সদস্যগণ আলাদাভাবে ২৮শে এবং ২৯শে জুলাই (১৯৪৭) তাঁদের রিপোর্ট কমিশনের কাছে পেশ করেছিলেন এবং র‍্যাডক্লিফ নিজেও কেবল ১২ই আগস্টেই তাঁর এ্যাওয়ার্ড লেখার কাজ সম্পূর্ণ করেন। মাউন্টব্যাটেন এই রোয়েদাদের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গোপনীয়তা পুরোপুরি রক্ষা করা সম্ভব না হওয়ার জন্যই হোক কিংবা রিপোর্টের সম্ভাব্য ফলাফল অনুমান করেই হোক এই নিয়ে নোতুন করে নানা স্থানে আবার সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দিতে থাকে। ভি. পি. মেনন র‍্যাডক্লিফের এ্যাওয়ার্ড প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার এক প্রস্ত হাঙ্গামা দেখা দিতে পারে বলে সরকারকে ইতিমধ্যেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। মাউন্টব্যাটেন মনে করেছিলেন যে হাঙ্গামা এড়ানোর জন্য ১৪/১৫ই আগস্টের ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে মিটে যাওয়ার পরেই র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা উচিত। তিনি সেই মত প্রদেশগুলিকে জানিয়েও দিয়েছিলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটিতে পাঞ্জাব ও বাংলায় পূর্বেকার নির্দেশমত নোশনাল বাউণ্ডারিই চালু রাখা হবে এবং উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরের দিন অর্থাৎ ১৬ অথবা ১৭ই আগস্টেই এই রায় জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হবে। এ ধরনের ব্যবস্থা সাংবিধানিক বিচারে হয়ত রীতিমত গোলমেলে এবং অভূতপূর্বও বটে। কিন্তু উপমহাদেশের শান্তি বজায় রাখার জন্য

এবং ব্রিটিশ সরকারকে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

সব কিছু বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর অবশেষে কমিশনের রোয়েদাদ প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমগ্র চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়ে। এ ছাড়া রাজশাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের খুলনা জেলাও পূর্ববঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে সমগ্র বর্ধমান বিভাগ সহ প্রেসিডেন্সী বিভাগের কলকাতা, ২৪-পরগনা এবং মুর্শিদাবাদ জেলা ও রাজশাহী বিভাগের দার্জিলিং জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আর নদীয়া, যশোহর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদহ জেলা নবগঠিত দুইটি প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। একই ভাবে শ্রীহট্ট জেলার একাংশও আসাম থেকে বিছিন্ন করে পূর্ববঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা হয়। অর্থাৎ পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি, করিমগঞ্জ এবং বদরপুর—এই চারটি থানা ছাড়া সমগ্র শ্রীহট্ট জেলা পূর্ববঙ্গকে দেওয়ার জন্য আসাম প্রদেশ থেকে কেটে রাখা হয়েছিল।

নদীয়া জেলার মোট এগারোটি থানা (খাকসা, কুমারখালি, মীরপুর, কুষ্ঠিয়া, আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, গাঙ্গীন, দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা, জীবননগর এবং মেহেরপুর) সহ মাথাভাঙা নদীর পূর্বতীরবর্তী দৌলতপুরের অংশ বিশেষও পূর্ববঙ্গের ভাগে বরাদ্দ করা হয়েছিল। আবার দিনাজপুর জেলার নয়টি থানা (রায়পুর. ইটাহার, বংশীহরি, কোশমণ্ডী, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদ এবং কালিয়াগঞ্জ) সহ উত্তর-দক্ষিণ মেন রেল লাইনের পশ্চিমদিকবর্তী বালুরঘাট অঞ্চলের অংশবিশেষ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া তেতুলিয়া পচাগড়, কোদা, দেবীগঞ্জ এবং পাটগ্রাম—এই পাঁচটি থানা ছাড়া সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা এবং কুচবিহার রাজ্যের দক্ষিণ দিকবর্তী এলাকা ও তৎসহ গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ এবং ভোলাহাট—এই পাঁচটি থানা বাদে সমগ্র মালদহ জেলাও পশ্চিমবঙ্গের ভাগে বরাদ্দ করা হয়েছিল।

সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং কলকাতা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় কংগ্রেস উপদেষ্টা এবং সীমানা কমিশনের সম্পাদক বি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রস্তুত যুক্তবঙ্গের উভয় সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার (পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ) হিসাবের ভিত্তিতে গোটা বাংলাদেশের ভৌম আয়তন এইভাবে ভাগ করা হয়েছিল ঃ

	পশ্চিমবঙ্গ	পূর্ববঙ্গ	মোট	পশ্চিমবঙ্গ শতকরা	পূর্ববঙ্গ শতকরা
মুসলমান	৫৩০১০২০	২৭৭০৪৪১৪	৩৩০০৫৪৩৪	১৬.০৬	৮৩.৯৪
অমুসলমান	১৫৮৯৩৫৯৩	১১৪০৭৪৯৮	২৭৩০১০৯১	৫৮.২২	৪১.৭৮
মোট	২১১৯৪৬১৩	৩৯১১১৯১২	৬০৩০৬৫২৫	৩৫.১৪	৬৪.৮৬
শতকরা					
অমুসলমান	৭৪.৯৯	২৯.১৭	৫৪.৭৩		

মোট আয়তন প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতির গড়	২৮০৩৩	৪৯৪০৯	৭৭৪৪২	৩৬.২০	৬৩.৮০

সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ভাগে মোট আয়তনের শতকরা ৩৬.২০ ভাগ জমি ও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৫.১৪ জন লোক বরাদ্দ করা হয়। সেক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের ভাগে যথাক্রমে শতকরা ৬৩.৮০ ভাগ জমি ও শতকরা ৬৪.৮৬ জন লোক ধার্য করা হয়। মোট মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ১৬.০৬ জন পশ্চিমবঙ্গে ও শতকরা ৮৩.৯৪ জন পূর্ববঙ্গে বসবাস করবে। আবার মোট অমুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ৫৮.২২ জনকে পশ্চিমবঙ্গে এবং শতকরা ৪১.৭৮ জনকে পূর্ববঙ্গে বাস করতে হবে। এই হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার সাম্প্রদায়িক অনুপাত হবে ঃ মুসলমান ২৫.০১% এবং অমুসলমান ৭৪.৯৯%। আর পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে এই অনুপাত দাঁড়াবে ঃ মুসলমান ৭০.৮৩% এবং অমুসলমান ২৯.১৭%।[২৪]

র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ অনুসারে যুক্ত বঙ্গের দ্বিধাবিভক্ত দুইটি অংশের প্রত্যেকের ভাগে পাওয়া সব কিছুর তুলনামূলক বিচার করে লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশ খুঁটিয়ে দেখার জন্য নানা রকম সমীক্ষা করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে র‍্যাডক্লিফ যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতি বিশেষ সুবিচার করেন নি সে সম্পর্কে একটা মৃদু অভিযোগও উত্থাপন করা হয়েছিল। এই অভিযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত সীমানা বিষয়ক পরামর্শদাতা কমিটির সেক্রেটারী পূর্বোক্ত বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একটি হিসাব ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের কয়েকজন কর্মীর সহযোগিতাক্রমে প্রস্তুত করেছিলেন। এই সমীক্ষায় পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মোট আবাদী জমির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছিল। এই হিসাবে যে জমিতে ফসল জন্মায় সেই জমিকে নীট আবাদী জমি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু এই রকম আবাদী জমির যে অংশে একই চাষের বছরে দুই বা তিনবার ফসল জন্মায় সেই সমস্ত অংশগুলিও হিসাবে দুই বা তিন বার ধরা হয়। এই কারণে হিসাব সারণীতে নীট আবাদী জমির পরিমাণ অপেক্ষা গ্রোস আবাদী জমির পরিমাণ বেশী বলে মনে হয়। গ্রোস আবাদী জমি এবং আবাদযোগ্য পতিত জমির যোগফলকে গ্রোস আবাদযোগ্য জমি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে (১৯৪০) প্রতি এক হাজার একর জমির (এক বর্গ মাইল ৬৪০ একরের সমান) হিসাব অনুযায়ী ইতিপূর্বে যেসব তথ্য পেশ করা হয়েছিল তার ভিত্তিতে প্রস্তুত এই সারণীটি এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

	পশ্চিমবঙ্গ	পূর্ববঙ্গ	মোট	পঃ বঙ্গে সমগ্র বাংলার লোক সংখ্যার শতকরা অংশ	পূঃ বঙ্গে সমগ্র বাংলার লোক সংখ্যার শতকরা অংশ
নিট আবাদী জমি					

(বর্গ মাইলে)	১৬১১৩	২৯১০৬	৪৫২১৯	৩৫.৬৩	৬৪.০৭
প্রতি বর্গমাইলে আবাদী জমিতে লোকসংখ্যা	১৩১৫	১৩৪৪	১৩৩৪	—	—
গ্রোস আবাদী জমি (বর্গ মাইলে)	১৭৯৬৩	৩৬৮২১	৫৪৭৮৪	৩২.৭৯	৬৭.২১
গ্রোস আবাদী জমির প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা	১১৮০	১০৬২	১১০১	—	—
আবাদযোগ্য পতিত জমি (বর্গমাইলে)	২৬১১	৩২১০	৫৮২১	৪৪.৮৫	৫৫.১৫
গ্রোস আবাদযোগ্য জমি (বর্গমাইলে)	২০৫৭৪	৪০০৩১	৬০৬০৫	৩৩.৯৫	৬৬.০৫
গ্রোস আবাদযোগ্য জমির প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা	১০৩০	৯৭৭	৯৯৫	—	—

ক্ষমতা হস্তান্তরের এক বছর আগে থেকে বিহার সহ সমগ্র বাংলাদেশে যে তীব্র সাম্প্রদায়িক হানাহানি প্রায় প্রতিদিনই দেখা দিয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর তা যেন কোন যাদুমন্ত্রে অকস্মাৎ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়েছিল। স্বাধীনতার দিন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মিলন চিত্র দেখা গিয়েছিল তা খুবই প্রাণস্পর্শী। এই রকম স্বতঃস্ফূর্ত মৈত্রীর পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবেই মনে করা হয়েছিল যে র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদে সকল পক্ষই মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং সীমানা নির্ধারণের হিসাবে কোন পক্ষেরই কোনরকম বড় অভিযোগ ছিল না। কিন্তু এই অনুমান আদৌ যথার্থ নয়। বস্তুত সীমানা কমিশনের গঠনের সময়েই কমিশনের রায় দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করা হবে বলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে সরকারকে একরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণে র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর হিন্দু এবং মুসলমান উভয় পক্ষই এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যে তাদের কোন অভিযোগ ছিল না এমন নয়। বস্তুত রোয়েদাদ প্রকাশিত হওয়ার পর এমনও ভাবা হয়েছিল যে উভয় বঙ্গের প্রতিনিধিগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই রোয়েদাদের ত্রুটিগুলি যৌথ সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধন করে নেবেন এবং এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা শুরু করবার জন্য দিল্লীতে উপস্থিত হয়ে পণ্ডিত নেহেরুকে এই বিষয়ে সকল তথ্য পেশ করবার

জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। অর্থাৎ র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ যে ত্রুটিপূর্ণ এবং সংশোধন হওয়ার যোগ্য সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত ইউনিয়নের কোন সন্দেহ ছিল না।

প্রথমে পদ্ধতিগত প্রশ্নে রোয়েদাদের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি জানানো হয়েছিল। ভারত সরকারের এক্সট্রা-অর্ডিনারী গেজেটে (৩০জুন ১৯৪৭) চেয়ারম্যান বাদে সীমানা কমিশনের অপরাপর সদস্যগণের নাম ঘোষণা করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এই কমিশন উভয় বঙ্গের সীমানা স্থির করে দেবেন। কিন্তু যেহেতু এই কমিশনের নেতাকে আর্বিট্রেটর বা আম্পায়ার হিসাবে ঘোষণা না করে চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগের কথা বলা হয়েছিল সেই কারণে কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে মতভেদ হলে চেয়ারম্যানের কি করণীয় সে-কথা কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্সে কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। আইন অনুযায়ী এইরকম অচলাবস্থা হলে একজন আর্বিট্রেটর বা আম্পায়ার বিরোধী সদস্যদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে সালিশীর মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারেন। কিন্তু কমিশনের চেয়ারম্যান সচরাচর এইরকম সালিশী করার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। পাঞ্জাবের গভর্নর জেংকিন্স বাউণ্ডারী কমিশনের এইরকম সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পুরো মাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে অন্তত পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে এইভাবে বাউণ্ডারী কমিশনের সাহায্যে সীমানা সমস্যা সমাধান করা যাবে না। তিনি তাই বিভক্ত প্রদেশের প্রতিনিধিগণের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করার পক্ষপাতী ছিলেন—"the real solution was a reasonable settlement between the representatives of the future Governments of the West and East Punjab."[২৬] কিন্তু যে-কারণেই হোক জেংকিন্সের প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় নি। আর তাই দেখা গেল যে র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ ঘোষিত হওয়ার পর শুধু পাঞ্জাবই নয় বিভক্ত বাংলার উভয় অংশও এই রোয়েদাদে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। বিক্ষুব্ধ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে বাউণ্ডারী কমিশনের সদস্যগণের মত-বিরোধ নিরসনের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যানের পক্ষে তাঁর নিয়োগকর্তারই হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা উচিত ছিল। অথচ তিনি সে পথে না গিয়ে তাঁর নিজস্ব অভিমতকেই কমিশনের অভিমত বলে চালাতে চেষ্টা করেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে উভয় পক্ষের সদস্যদের মধ্যে সালিশী জারি করে তিনি যেন মধ্যস্থ বা আম্পায়ার হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু কমিশনের নিয়োগপত্রে সদস্যগণ বা তাঁদের চেয়ারম্যানকে এইভাবে সালিশী ও মধ্যস্থতা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়নি।[২৭] সুতরাং র‍্যাডক্লিফ, বাউণ্ডারী কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্স বহির্ভূত ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স বিলের যে ধারায় কমিশনের এক্তিয়ার সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতা ছিল তা ১০ই জুলাই (১৯৪৭)-এর পর সংশোধন করে কমিশনের চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তকেই কমিশনের সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। অতয়েব র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদের মধ্যে কমিশনের এক্তিয়ার বহির্ভূত কোনরকম ক্ষমতার প্রয়োগ করা হয়নি।

কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আরও একটি আপত্তির কারণ এই যে এই রোয়েদাদে

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন নির্ধারণে অবিচার করা হয়েছে। লোকসংখ্যা ও সম্পত্তির অনুপাত এবং প্রাকৃতিক সীমা প্রভৃতি যে কয়টি মান বা স্ট্যাণ্ডার্ডের ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করার শর্ত হিসাবে মনে করা হয়েছিল কমিশন তার কোনটিই মেনে চলে নি। র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদের আগে উভয় বঙ্গের মধ্যে যে আনুমানিক সীমানা (notional boundary) নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছিল তদনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৩১,৯১৯ বর্গ মাইল এলাকা ধার্য করা ছিল। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ এখান থেকে ৩৮৮৬ বর্গ মাইল কেটে পূর্ববঙ্গকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার করে তার জন্য মাত্র ২৮,০৩৩ বর্গ মাইল অঞ্চল নির্ধারণ করা হয়েছিল। ভৌম এলাকা বন্টনের ক্ষেত্রে এই অবিচারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি আর্থিক দিক দিয়েও বিশেষ রকম অবিচার করা হয়েছিল, কেননা ফসল উৎপাদনের নিরিখে উদ্বৃত্ত জেলা গুলির প্রায় সবকয়টিই পূর্ববঙ্গকে দেওয়া হয়েছিল। এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রধানত ঘাটতি জেলাগুলিই বরাদ্দ করা হয়। হিসাব করে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য যেখানে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১৭, ৯৬৩ বর্গমাইল ধার্য করা হয়েছিল সেখানে পূর্ববঙ্গকে এইরকম ৩৬,৮২১ বর্গ মাইল জমি দেওয়া হয়। এইভাবেই দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে সর্বনাশ ডেকে আনা হয়েছিল

র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তৃতীয় অভিযোগ এই যে এই রোয়েদাদে খুলনা জেলার প্রতি বিশেষ অবিচার করা হয়েছিল। মাউন্টব্যাটেনের আনুমানিক বিভাগ অনুযায়ী খুলনা জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া খুলনার জনসংখ্যার অধিকাংশই যেহেতু অমুসলমান সেই কারণে এই জেলার পশ্চিমবঙ্গভুক্তির ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণ এতই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে ১৫ই আগস্টের দিনেও খুলনার অনেক বাড়ীতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা তোলা হয়েছিল।[২৮] কিন্তু র‍্যাডক্লিফ এই জেলাকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে পূর্ববঙ্গকে উপহার দিয়েছিলেন। অনেকের মতে র‍্যাডক্লিফের বাটোয়ারায় খুলনাকে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে বিনিময় করা হয়।[২৯] কিন্তু খুলনার আয়তন ৪৮০৫ বর্গমাইল এবং মুর্শিদাবাদের ২০৬৩ বর্গমাইল। সুতরাং অর্দ্ধেক আয়তন সমন্বিত মুর্শিদাবাদের সঙ্গে খুলনার বিনিময় কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। উভয় জেলার শস্য সম্পদের বিচারেও এইরকম বিনিময় অবান্তর বলে মনে হয়। আসলে মুর্শিদাবাদকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার অন্য কারণ ছিল। ভাগীরথীসহ নদীয়া ও ২৪-পরগণা অঞ্চলের নদী সমূহের অববাহিকা রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদকে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়েছিল এবং সেই কারণেই এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়েছিল। কিন্তু খুলনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের দুইটি থানা বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে যেভাবে দাবী করা হয়েছিল তাতে খুলনাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার কিছু মাত্র যুক্তি থাকতে পারে না। অথচ খুলনাকে কেটে নেওয়ার ফলে খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর ও বরিশালের মধ্যে প্রসারিত ঘন সন্নিবিষ্ট বিশাল নমঃশূদ্র প্রধান অঞ্চল বিনা কারণে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। খুলনা সম্পর্কে এই রকম অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের ফলে ঐ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কেননা খুলনার যে-সব বাড়ীতে

ইতিপূর্বে ভারত ইউনিয়নের পতাকা টাঙ্গানো হয়েছিল সেইগুলি নামিয়ে আনার সময় স্বভাবতই কিছু উত্তেজনা দেখা দেয়। ২২ শে আগস্টের (১৯৪৭) আনন্দবাজার পত্রিকায় এইরকম একটি ঘটনার কথা প্রকাশ করে লেখা হয়েছিল "আজ সকালে (খুলনার) গান্ধী পার্কে রেডিও ঘাঁটির উপর হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা নামাইয়া পাকিস্তান পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকালে মুসলমানেরা নানারূপ ধ্বনি সহকারে সহরের রাস্তায় শোভাযাত্রা বাহির করে।" ঐ পত্রিকার আর একটি সংবাদে জানা যায় যে খুলনার প্রতি এই অবিচারের প্রতিবাদে বিগত দুই দিন ধরে জেলার অধিবাসীরা নানারকম সভার আয়োজন করেছিল। এইরকম একটি সভায় রাইটার্স বিলডিংসে সমবেত ধর্ণাকারীদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ উপস্থিত হন এবং এই অবিচারের প্রতিকার সাধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে সকল বিষয় অবগত করাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

র‍্যাডক্লিফের বাটোয়ারায় জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিও আশানুরূপ সুবিচার করা হয়নি। এই জেলার অমুসলমান অধ্যুষিত একটি বিশাল অংশ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ভাবে জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব বঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই অবিচারের কথা উল্লেখ করে জেলার এম. এল. এ. খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আনন্দবাজারের সম্পাদককে জানান :

> "ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জলপাইগুড়ি জেলার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া গেল। অমুসলমান সংখ্যাধিক্য (৭৭%) এই জেলাটিকে বিভক্ত করা হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলা হইতে ৫টি থানা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই অঞ্চলটি সমগ্র জেলার এক-চতুর্থাংশ। ইহার লোকসংখ্যা ২,৪৩,৮১১ তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ১,০৮,৪২৮। অর্থাৎ অ-মুসলমান প্রধান অঞ্চলটিকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ৩রা জুনের পরিকল্পনার নীতির বিরোধী।"

অভিযোগে আরও বলা হয় যে পাটগ্রাম থানাটি হিন্দু প্রধান এবং চারদিকে হিন্দুপ্রধান অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু তবুও এই থানাটিকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি সহরে সরবরাহ ঘাঁটি হিসাব পরিচিত স্থানগুলিকেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এইরকম অব্যবস্থার ফলে জেলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে বলে আশংকা করা হয়েছিল।[৩০] তাছাড়া জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলাকে যে-ভাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্ন্তভুক্ত করেও গোটা প্রদেশ থেকে জেলা দুটিকে ভৌগলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল তাতেও তথ্যাভিজ্ঞ মহলে যথেষ্ট সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল এবং অনেকের মনেই এই ধারণা হয়েছিল যে জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং জেলাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। "গুর্খা সমাজ যাহাতে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থাকিতে না চায় এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে স্বার্থপ্রণোদিত পক্ষ হইতে প্রচারকার্য চালানো হইয়াছে।...জলপাইগুড়ি-দার্জিলিংকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখায় এই প্রচারকার্যকেই প্রকারান্তরে উৎসাহিত করা হইবে।"[৩১]

র‍্যাডক্লিফের বাটোয়ারাতে শুধু যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনেই ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল তা

নয়। আসাম এবং বিশেষ করে শ্রীহট্টের লোকেদেরও র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যথেষ্ট আপত্তি দেখা দিয়েছিল। গণভোটের সময় রীতিমত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শ্রীহট্টবাসীরা প্রাণপণে ভারত ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়ার গলদের জন্যই তাঁদের সেইসব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল বলে অনেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। তবে এতদসত্ত্বেও ভোট গণনার ফলে পরিষ্কার দেখা গিয়েছিল যে শ্রীহট্টের একাংশ অর্থাৎ দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার ভোট সম্পূর্ণভাবেই পাকিস্তান বিরোধী এবং করিমগঞ্জ মহকুমার ভোট পাকিস্তান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রায় সমানভাবে বিভক্ত। ভোটের এইরকম ফলাফল লক্ষ করে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা হয়েছিল যে এই দুটি মহকুমা সমগ্রত না হলেও এর ছয়টি হিন্দু প্রধান থানাকে অন্তত পাকিস্তান থেকে বাদ দিয়ে ভারতের সঙ্গেই যুক্ত করা হবে। ৩রা জুনের (১৯৪৭) বিবৃতিতে বড়লাট সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে কমিশন শ্রীহট্টের মুসলমান মেজরিটি এলাকাটিকে চিহ্নিত করবেন। কিন্তু কমিশনের সদস্যগণ এই বিষয়ে একমত হতে ব্যর্থ হয়েছেন এই অজুহাতে র‍্যাডক্লিফ কার্যত বড়লাটের নির্দেশ অমান্য করে হিন্দু মেজরিটি এলাকা সমূহের উপর অবিচার করেছেন। তা না হলে পাহাড় ও নদীর নৈসর্গিক সীমা দ্বারা চিহ্নিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্টরূপে হিন্দু মেজরিটি জেলা কাছাড়কে নিয়ে অবান্তর ভাবে তাঁর মাথা ঘামানোর কোনই প্রয়োজন ছিল না। সমগ্র কাছাড় জেলার মধ্যে একমাত্র হাইলাকান্দি থানাতেই মুসলিম মেজরিটি এবং সেই কারণে এই অঞ্চলটিকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যাপারে র‍্যাডক্লিফের দ্বিধা হয়েছিল। অথচ আশ্চর্যের কথা যে শ্রীহট্ট জেলার দুইটি হিন্দু মেজরিটি থানাকে এক কথায় মুসলমান বেষ্টিত হিন্দু পকেট বলে চিহ্নিত করে তাদের পূর্ববঙ্গের দিকে ঠেলে দিতে তাঁর কোন সঙ্কোচ হয়নি। কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি থানায় সামান্য মুসলিম মেজরিটি ছিল—একথা অস্বীকার করা যায়না। কিন্তু এই রকম প্রান্তিক বা মার্জিনাল মুসলিম মেজরিটির এলাকা আসামকে সমর্পণ করে তার বদলে দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমা এবং করিমগঞ্জ মহকুমার মোট চারটি হিন্দু মেজরিটি থানাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারেনা। লোক সংখ্যার বিচারেও এই বিনিময় ব্যবস্থা রীতিমত বিসদৃশ বলে বোধ হয়। হাইলাকান্দি থানার লোক সংখ্যা এক বা সোয়া লক্ষের বেশী নয়। পক্ষান্তরে শ্রীমঙ্গল, কমলাগঞ্জ, কুলাউড়া এবং বড়লেখা—এই চারটি হিন্দু মেজরিটি থানার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও বেশী। বিশেষত শ্রীমঙ্গল থানা চা বাগানের জন্য বিখ্যাত এবং সেই হিসাবে ঐ অঞ্চলের আলাদা রকমের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল। এইরকম অযৌক্তিক এবং অসম বন্টন ব্যবস্থার সমালোচনা করে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় কলমে মন্তব্য করা হয়ঃ

> "শ্রীহট্টের দক্ষিণ-পূর্বে এক লক্ষ হিন্দু মেজরিটি থানাগুলির মধ্যে চারিটিকে পূর্ববঙ্গে সরাইয়া দেওয়ায় এই কয়টি থানার মধ্যেও আবার একটি নূতন ভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। যে-কয়টি হিন্দু-মেজরিটি থানা আসামে রহিয়াছে, তাহারা নিকট প্রতিবেশী অপর চারিটি থানাকে হারাইয়া কোনপ্রকারে স্বস্তিবোধ করিতে পারিবে না। শাসনকার্যেও নানারূপ সমস্যা দেখা দিবে।

শেষ পর্যন্ত র‍্যাডক্লিফ সাহেব যে সীমারেখা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে রেলপথ বিভক্ত হয় নাই, বলিয়া অনেকখানি কৃতিত্বের দাবী করা হইয়াছে। কিন্তু নদী ও পাহাড় যে নৈসর্গিক সীমানা একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা কি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় নাই ? কুশিয়ারা নদীকে একটুখানি অবলম্বন করিয়া নৈসর্গিক সীমারেখা অঙ্কনের পিণ্ডরক্ষা হইয়াছে মাত্র।"[৩২]

মোট কথা পশ্চিমবঙ্গের মত শ্রীহট্ট বিভাগেও র‍্যাডক্লিফ বিভ্রাট সৃষ্টি করেছিলেন। পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গের প্রতি অকারণ প্রীতির আতিশয্যে তিনি শ্রীহট্টের অঙ্গচ্ছেদ করেন। ভারত রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিকের মনে এই বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় যে সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে র‍্যাডক্লিফ তাঁর সততা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

আসলে র‍্যাডক্লিফের ঘোষণায় যে হিন্দু বা মুসলমান কোন পক্ষই বিশেষ তুষ্ট হবেন না সে কথা গভর্নর-জেনারেল নিজেও আগে থেকেই বুঝে গিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৬ই আগস্টে গভর্নরের সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ সম্পর্কে খোলাখুলি মত বিনিময় হয়।[৩৩] এই আলোচনার সময় পণ্ডিত নেহেরু পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারতভূক্তির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে অভিযোগ করেন যে এই অঞ্চলটির বিলি-বন্দোবস্ত করা র‍্যাডক্লিফের পক্ষে আদৌ সমীচীন হয়নি ("Sir Cyril Radcliffe had no business to touch them")। পাকিস্তানের প্রতিনিধি জনাব ফজলুর রহমান অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে বন্টন করার মধ্যে অন্যায্য কিছু দেখতে পাননি এবং সেই কারণে তিনি নেহেরুর আপত্তিকে এক কথায় বাতিল করে দেন। পাকিস্তানের আর একজন প্রতিনিধি জনাব লিয়াকৎ আলি খান উল্টে এই অভিযোগ করেন যে র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদে পাকিস্তানের উপরেই চূড়ান্ত অবিচার করা হয়েছে। তিনি বলেন যে হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে স্যার সিরিল দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা দুটি হিন্দুস্তানকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এই রকম উতোর-চাপানের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ পুনর্নির্ণয় করার জন্য গভর্নর-জেনারেল যখন উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে একটি আপোস সূত্র খুঁজে বের করার জন্য আলোচনার প্রস্তাব দেন তখন লিয়াকৎ আলি কোন একটি অঞ্চলের জন্য এইভাবে আলোচনায় না বসে গোটা রোয়েদাদকেই সামগ্রিক ভাবে পুনর্বিচার করার প্রস্তাব দেন। ফলে এই বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি।

বাংলা দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন্দোবস্ত সম্পর্কে যেমন কংগ্রেসের ক্ষোভ ছিল তেমনি পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরকে ঘিরেও মুসলিম লীগের অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই তথাকথিত ত্রুটিপূর্ণ বন্দোবস্তের জন্য র‍্যাডক্লিফের পাশাপাশি স্বয়ং ভাইসরয়কেও উভয় পক্ষ থেকেই দোষারোপ করা হয়েছিল। এমনটি যে হতে পারে সে কথা বিচক্ষণ মাউন্টব্যাটেন আগে থেকেই আশংকা করেছিলেন। তাই র‍্যাডক্লিফের পার্টিশান সংক্রান্ত সব কাজ থেকেই তিনি নিজেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। বাউণ্ডারী কমিশনের কে চেয়ারম্যান হবেন এবং কমিশনের সদস্য হিসাবে কাদের গ্রহণ করা হবে অথবা এই কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্স এবং কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি নানা রকম আনুষঙ্গিক বিষয়ে

ভাইসরয় কোন অবস্থাতেই তাঁর সিদ্ধান্ত বা ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেন নি। এমন কি কমিশনের রায় তাঁর কাছে জমা দেওয়ার পরেও ভাইসরয় একক ভাবে সেটি খুলে দেখেন নি। এমতাবস্থায় ভারত বিভাগের তথাকথিত ত্রুটিপূর্ণ বিভাজন সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ভাবেই নিজের দায়-দায়িত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করতে সমর্থ হন। দু'শো বছরের ঔপনিবেশিক রাজনীতির এইটাই ছিল সব চেয়ে লক্ষণীয় বিষয়। ইংরাজ ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময়েও এ-দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যের জন্য বিশ্ব সমক্ষে একমাত্র ভারতবাসীদেরই দায়ভাগী সাব্যস্ত করে গিয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। Viceroy's Personal Report No. 10 dated 29 June 1947, para 7. India Office Records, Private office Papers L/PO/6/123 ff 137-50.

২। কলকাতার ইসলামিয়া (বর্তমানের মৌলানা আজাদ) কলেজের ভূগোল বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক নাফিস আহমেদ ১৯২৩ সালে গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে সফল লোক বিনিময়ের ঘটনা উল্লেখ করে মন্তব্য করেন ঃ "But today the idea of such a surgical operation if it has to be is afterall not so horrifying as it would have been a generation ago." তিনি সংবিধান বিশেষজ্ঞ Coupland-এর একটি উদ্ধৃতি নিজ মতের সমর্থনে উল্লেখ করেন "The hardships and injustices of population transfer would be worthwhile, if they helped to establish a more permanent equilibrium." দ্রষ্টব্য Ahmed Nafis, *The Basis of Pakistan*. Calcutta, 1947, pp, 39-40.

৩। Minutes of Second Day of First Governor's Conference dated 16 April 1947. India Office Records, Private office Papers L/PO/6/123 ff 398-408 এবং Minutes of First Day dated 15 April 1947. L/PO/6/123 ff 381-92.

৪। *T.P.* Vol. X. Document no. 227.

৫। ত্রিপাঠী অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬৭ এবং The *Statesman*, 23 April 1947.

৬। The *Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. L XXXVIII, pp. 103, 109.

৭। Ahmed Nafis, পূর্বোক্ত, p. 38.

৮। The *Statesman*, 8 May 1947.

৯। *T.P.* Vol. XI.Document nos, 268, 289.

১০। ঐ, Document no. 354.

১১। *The Gazette of India Extraordinary* dated 30 June 1947.

১২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ই জুন ১৯৪৭

১৩। মুসলিম লীগ মুরারই-এর দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বীরভূমের নলহাটির

একাংশও এর সঙ্গে যুক্ত করে গোটা এলাকাটিই সমগ্রভাবে পূর্ববঙ্গের কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল। দ্রষ্টব্য ঃ *Partition Proceedings*. Vol. VI., Govt. of India publication. 1950. p. 36 para 27.

১৪। এই দশটি থানা হল ঃ আমডাঙা, হাবরা, স্বরূপনগর, বারাসাত, দেগঙ্গা, বাদুড়িয়া, ভাঙ্গর, হাড়োয়া, বসিরহাট এবং হাসনাবাদ। দ্রষ্টব্য ঃ Note of the Chief Engineer, Calcutta Corporation on the maintenance of Calcutta's Drainage system and disposal of Calcutta Sewage dated 23 July 1947, Annexure D, *Partition Proceedings*, Vol. VI. p. 66. para 11.

১৫। ঐ p. 30. para 9.

১৬। ঐ p. 32. para 16 (i)

১৭। ঐ p. 58. para 104.

১৮। India Office Records, Papers of the Office of Private Secretary to the Viceroy R/3/1/153 f 231.

১৯। ঐ R/3/1/153 f 290

২০। Viceroy' Personal Report no.17 dated 16 August 1947, para 77. India Office Records, Private Office Papers L/PO/6/123 ff 245-63, এবং *T.P.* Vol. XII. Document no 489, para 77.

২১। Nehru to Mountbatten dated 15 July 1947. India Office Records Papers of the Office of the Private Secretary to the Viceroy R/3/1/158 f 95.

২২। Mountbatten to Nehru dated 20 July 1947. ঐ R/3/1/158 f 108.

২৩। *T.P.* Vol, XII, Document nos. 52. 485.

২৪। আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯ আগস্ট ১৯৪৭

২৫। ঐ ২১ আগস্ট ১৯৪৭

২৬। Jenkins to Mountbatten dated 10 July 1947. India Office Records, Papers of the Office of the Private Secretary to the Viceroy R/3/1/176 : ff 243-48.

২৭। 'যৌথ আবেদন", আনন্দবাজার পত্রিকা ২০ আগস্ট ১৯৪৭

২৮। আনন্দবাজার পত্রিকা ২২ আগস্ট ১৯৪৭

২৯। "যৌথ আবেদন" পূর্বোক্ত

৩০। আনন্দবাজার পত্রিকা ২২ আগস্ট ১৯৪৭

৩১। ঐ ২০ আগস্ট ১৯৪৭

৩২। ঐ ২১ আগস্ট ১৯৪৭

৩৩। India Office Records. Political Department Transfer of Power Papers L/P &J/ 10/117 ff 19-22 এবং *T.P.* Vol. XII. document no. 487.

পরিশিষ্ট

Members of the India and Burma Committee–(July-Aug 1947)

Clement Attlee	Prime Minister and First Lord of the Treasury.
Sir Stafford Cripps	President of the Board of Trade
A. V. Alexander	Minister of Defence
Viscount Addison	Secretary of State for Commonwealth Relations and Leader of the House of Lords
Earl of Listowel	Secretary of State for India and for Burma
C.P. Mayhew	Parliamentary Under-Secretary of State for Foreign Affairs
A.G. Bottomley	Parliamentary Under-Secretary of State for Commonwealth Relations
Arthur Henderson	Parliamentary Under-Secretary of State for India and for Burma

Lord Chorley and Hugh Dalton (for financial questions only).

Principal holders of office in INDIA

Rear-Admiral Viscount Mountbatten of Burma	Viceroy, Governor-General and Crown Representative.
Lord Ismay	Chief of the Viceroy's Staff
Sir Eric Mieville	Principal secretary to the Viceroy
Sir George Abell	Private Secretary to the Viceroy
V.P. Menon	Reforms Commissoner

INTERIM GOVERNMENT (up until 19 July 1947)

Pandit Jawaharlal Nehru	External Affairs & Commonwealth Relations
Liaquat Ali Khan	Finance
Sardar Vallabhbhai Patel	Home, Information and Broadcasting and States
I. I. Chundrigar	Commerce
Dr. Rajendra Prasad	Food and Agriculture
Abdur Rab Nishtar	Communications
Maulana Abul Kalam Azad	Education and Arts
C. Rajagopalachari	Industries and Supplies
Dr. John Mathai	Transport
Ghazanfar Ali Khan	Health
Sardar Baldev Singh	Defence
Jagjivan Ram	Labour
C. H. Bhabha	Works, Mines and Power
Jogendra Nath Mandal	Law

MINISTERS, GOVT. OF INDIA (after 19 July 1947)

1. Jawaharlal Nehru
2. Sardar Vallabhbhai Patel
3. Maulana Abul Kalam Azad
4. Dr. John Matthai
5. Jagjivan Ram
6. Sardar Baldev Singh
7. C. H. Bhabha
8. Raj Kumar Amrit Kaur
9. Rafi Ahmad Kidwai
10. Dr. B. R. Ambedkar
11. Dr. Shyama Prasad Mukherji
12. Sir Shanmukhan Chetty
13. Narhar Vishnu Gadgil
14. Dr. Rajendra Prasad.

PARTITION COUNCIL

Rear-Admiral Viscount Mountbatten of Burma

Muhammad Ali Jinnah — Liaquat Ali Khan

Sardar Vallabhbhai Patel — Dr. Rajendra Prasad

GOVERNORS

Madras	Lt.-General Sir Archibald Nye
Bombay	Sir John Colville
Bengal	Sir Frederick Burrows
United Provinces	Sir Francis Wylie I.C.S.
Punjab	Sir Evan Jenkins I.C.S.
Central Provinces & Berar	Sir Frederick Bourne I.C.S.
Assam	Sir M.S.A. Hydari I.C.S.
Bihar	Sir Hugh Dow I.C.S.
North-West Frontier Province	Lt-General Sir Rob Lockhart (Actg from 26.6.1947 Sir George Cunningham (from 13 Aug 1947)
Orissa	Sir Chandulal Trivedi I.C.S.
Sind	Sir Francis Mudie I.C.S.

PRIME MINISTERS (PREMIERS)

Madras	O. P. Ramaswamy Reddiar
Bombay	B. H. Kher.
Bengal	H. S. Suhrawardy
United Provinces	Pandit G. B. Pant
Central Provinces & Berar	Pandit R. S. Shukla
Assam	Gopinath Bardoli
Bihar	Sir Krishna Sinha
North-West Frontier Province	Dr. Khan Sahib
Orissa	Hare Krishna Mahatab
Sind	Sir Ghulam Hussain Hidyatullah

পাঞ্জাব এই সময় রাজ্যপাল শাসিত প্রদেশ হিসাবে পরিচালিত হওয়ায় সেখানে কোন প্রধানমন্ত্রী তথা প্রিমিয়ার ছিল না।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা সূচী

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭	বড় লাট ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতাক্রমে যথাশীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত শাসনের লক্ষ পূরণে আগ্রহী।
১৫ মার্চ ১৯৪৬	ভারবর্ষে ক্যাবিনেট মিশন পাঠানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়।
২৩ মার্চ ১৯৪৬	ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যগণের দিল্লী আগমন।
১৬ মে ১৯৪৬	ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়।
৩০ মে ১৯৪৬	ওয়াভেলের 'ব্রেকডাউন প্ল্যান'।
৬ জুন ১৯৪৬	ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় মুসলিম লীগ সম্মতি জানায়।
১৬ জুন ১৯৪৬	অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন প্রণালী সম্পর্কে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রকাশ। কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানায়।
২৫ জুন ১৯৪৬	ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় কংগ্রেস সম্মতি জ্ঞাপন করে।
২৯ জুন ১৯৪৬	ক্যাবিনেট মিশন সদস্যগণের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।
১০ জুলাই ১৯৪৬	কংগ্রেস সভাপতি নেহেরু ঘোষণা করেন যে অন্তর্বর্তী সরকারে সংখ্যাধিক্যের জোরে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের যে-কোন প্রস্তাব প্রয়োজন বোধে বর্জন করতে পারে।
২৯ জুলাই ১৯৪৬	(ক) মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে তার ৬ই জুনের সম্মতি প্রত্যাহার করে নেয়। (খ) 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর প্রস্তাব ঘোষণা—লীগ জানায় যে ১৬ই আগস্ট থেকে এই প্রস্তাব কার্যকর হবে।
১৬ আগস্ট ১৯৪৬	মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কার্যক্রমের সূচনা।
১৪ অক্টোবর ১৯৪৬	মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে সম্মত হয়।
২৫ অক্টোবর ১৯৪৬	অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের পাঁচ সদস্যের স্থান লাভ।
৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬	নব নির্বাচিত সংবিধান সভায় মুসলিম লীগ প্রতিনিধি প্রেরণে বিরত থাকে।
জানুয়ারী ১৯৪৭	প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি জানান যে হোম গভর্ণমেন্ট ওয়াভেলের ব্রেকডাউন প্ল্যান বাতিল করে দিয়েছেন।
৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭	ওয়াভেলের অপসারণ সংক্রান্ত আদেশনামা ঘোষণা করা হয়।

২৪ মার্চ ১৯৪৭	বড়লাট হিসাবে মাউন্টব্যাটেনের দায়িত্ব গ্রহণ।
৫ এপ্রিল ১৯৪৭	গান্ধী কর্তৃক জিন্নাকে অবিভক্ত ভারতের মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দানের প্রস্তাব।
১০ এপ্রিল ১৯৪৭	মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাবিত 'প্ল্যান বলকান' (১নং প্রস্তাব)
২৩ এপ্রিল ১৯৪৭	সেক্রেটারী অফ স্টেটস হিসাবে লিস্টওয়েলের দায়িত্ব গ্রহণ।
১৬ মে ১৯৪৭	ভারত বিভাগ সংক্রান্ত মেনন পরিকল্পনা খসড়া (Heads of Agreement) রচনা।
৩ জুন ১৯৪৭	(ক) ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা। (খ) ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক দেশ বিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দান।
২০ জুন ১৯৪৭	বঙ্গীয় আইন সভায় বাংলা বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ।
৩০ জুন ১৯৪৭	বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ সহ উভয় ডোমিনিয়নের সীমানা নির্ধারণের জন্য সীমানা কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
৪ জুলাই ১৯৪৭	(ক) ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স বিল-এর প্রকাশ। (খ) সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে র‍্যাডক্লিফের নিযুক্তি।
১৮ জুলাই ১৯৪৭	ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স বিলে সম্রাটের অনুমোদন দান।
১৩ আগস্ট ১৯৪৭	ভাইসরয়ের নিকট র‍্যাডক্লিফের রিপোর্ট জমা পড়ে।
১৪-১৫ আগস্ট ১৯৪৭	মধ্যরাত্রে ক্ষমতা হস্তান্তর।

Lord Wavell's Appreciaton of Possibilities in India, May 1946

1. The Cabinet Delegation have asked for an appreciation of the situation likely to arise if our present proposals fail, and for a general policy for India in that event. . . .

2. The general political situation in the country may be briefly described as follows. The principal party, the Congress, which has long been a purely revolutionary movement, devoted almost entirely to agitation, suddenly sees power within its grasp, and is not quite able to believe it yet. The leaders are still mistrustful of our intention, and believe that we may take away from them what is offered and start another period of repression if we do not like what they do. They are therefore determined to grasp all the power they can as quickly as possible, and to try to make it impossible for us to take it back. It is as if a starving prisoner was suddenly offered unlimited quantities of food by his gaolar; his instinct is to seize it all at once and to guard against his being taken away again; also to eat as much and as quickly as possible, an action which is bound to have ill effects on his health. . . .

The real objective of the Congress, certainly of the Left Wing extremists, is not, at the present, so much to make a constitution, as to obtain control and power at the Centre. Their plan is to delay the formation of a constitution until they have obtained control at the Centre, have succeeded in getting British troops and British influence removed from the country, and have gained over the Indian Army and the Indian Police forces as their instrument. They then intend to deal with the Muslims and the Princes at their leisure, and to make a constitution that accords, with their ideas. They will not swerve from this objective. Whether the moderate element in the Congress can control them, or wishes to, is uncertain.

3. The Muslim League is deeply suspicious of Congress under its present leadership, and more particularly of Mr. Gandhi. I think the Muslim League would be prepared to work with the moderate Congress element, if it could get rid of its extreme Left and of Mr. Gandhi's influence. The former is only likely to be removed by a violent conflict, the latter only by the normal process of a non-violent old age. So long as the Left-wing of Congress continue to exercise influence, and Mr. Gandhi

throws his authority unaccountably to one side or the other, it is going to be almost impossible to obtain Muslim-Hindu co-operation.

4. Of the minorities, the Sikhs are the most important from the point of view of this appreciation, since they occupy a key position in the Punjab and can be dangerously violent. They are much divided in both politics and in space; and their reactions are never easily discernible. They are an important element in the Indian Army.

5. The great mass of the Indian people desire to go about their affairs peaceably, few of them have any real feeling against the British, whom they have looked upon as protectors for many years; they do not realise what is happening, or what disorder or misfortunes threaten the country if law and order break down. They are, however, ignorant, and easily and suddenly swayed to violent passion and action; and there is, in every large town and in many country districts, a dangerous element who are accustomed to live and profit by violence and are ready tools in the hands of any agitator. Hatred against the British could soon and easily be roused; and there would then be considerable danger to isolated British officials, planters, etc.

6. The Rulers of States are perplexed and anxious; they realise that their former protectors, the British, are going, that they will be subject to the agitation of Congress, and that the end of their autocracy and easy living is in sight.

In any conflict or distrubances, the States would in all probability remain generally friendly to the British. . . .

7. It is impossible to tell how or when trouble is likely to come. It may take the form of very serious communal rioting, owing to the Congress and the Muslim League being quite unable to come to terms. The chief areas would probably be the Punjab, the U.P. and Bengal. Rioting in the Punjab would be likely to take the most severe form, since the peoples of the Punjab are more naturally violent than elsewhere in India. It would also be serious in the U.P. and Bihar, and these two Provinces, which might be termed the 'Mutiny' Provinces, where the trouble was greatest both in 1857 and 1942, are probably more anti British than any others, with the C.P. a good third. Communal rioting in Bengal would take place mainly in the large cities, e.g. Calcutta and Dacca, since in the countryside the two communities are generally separated. . . .

Or trouble may take the form of a mass movement against British authority, either by Hindus or Muslims, or by both. . . .

A widespread mass movement, sponsored by the whole force of the Congress, would be likely soon to take a violent form, even if nominally

begun on nonviolent lines; and it would probably be beyond our resources to suppress it, at least without very considerable reinforcements of British troops. . . .

10. If it were the firm policy of His Majesty's Government that, in the event of the main parties failing to agree and either or both lunching a movement against the authority of the existing British rule. it should be suppressed. I should be prepared to attempt this, and believe it would have a chance of succeeding. if His Majesty's Government would support me with all forces they could make available and give me a free hand to take all measures necessary to restore order, e.g.. the proclamation of Martial-law and the use of all force at my disposal. It would be essential for His Majesty's Government to make a clear statement of this policy and of its determination to enforce it.

I assume, however, that in the state of public opinion. at home and abroad, His Majesty's Government would not wish to adopt such a policy.

A policy of immediate withdrawal of our authority, influence and power from India, unconditionally, would to my mind be disastrous and even more fatal to the traditions and morale of our people and to our position in the world than a policy of repression. I could not consent to carry out such a policy.

It remains to examine whether any middle course between 'repression' and 'scuttle' can be found, if we are unable to persuade the Indians to agree to a peaceful settlement of their Constitution.

11. We must at all costs avoid becoming embroiled with both Hindu and Muslim at once. Nor do I think that we can possibly accept the position of assisting the Hindus, that is the Congress, to force their will on the Muslims; that would be fatal to our whole position in the Muslim world. and would be an injustice.

The alternative is that. if we are forced into an extreme position, we should hand over the Hindu Provinces, by agreement and as peaceably as possible, to Hindu rule, withdrawing our troops, officials and nationals in an orderly manner; and should at the same time support the Muslim Provinces of India against Hindu domination and assist them to work out their own constitution.

If such were our general policy, we should make it quite clear to the Congress at the appropriate time that this would be our policy and that it would result in the division of India. This might compel them to come to terms with the Muslim League.

12. There are obvious difficulties and dangers in such a policy. It is possible that the Muslims might decline our assistance, though I think it

is unlikely; it would mean the division of the Indian Army; and our military position in the N.W. and N.E. of India would be weak, as a permanency, as the Commander-in-Chief has pointed out. The actual military operation of withdrawal from Hindustan into Pakistan would be difficult and possibly dangerous.

Further, we should have the large minorities, Hindus and Sikhs, to deal with in the Muslim Provinces; and we should have had to abandon our responsibility to minorities, and our own interests, in Hindustan.

Nevertheless, I can see no better policy available; and if it were carried out firmly, I think it would succeed.

13. ...It is not suggested that this arrangement should be a permanency; and that we should maintain indefinitely what would amount to a 'Northern Ireland' in India. We should endeavour to bring about a Union of India on the best terms possible, and then withdraw altogether.

14. The formations of an Interim Governemnt is likely to be the crux of the whole problem.

If both the main parties come in, and really try to work the government, all may go well.

I think we may dismiss the contingency of the Muslim League agreeing to participate in the Interim Government, while the Congress declines, since I can not conceive that a Government formed without Congress agreement could exercise authority in the Hindu Provinces.

The difficult situation will arise if the Congress agrees to take part in an Interim Government while the Muslim League declines. It will be very difficult to refuse to form a Government with Congress members and again to allow Jinnah to hold up all progress. At the same time to give control of all-India to a Government in which Muslims refused to take part would be very dangerous. It would be likely to lead to grave disorders in the Punjab and Bengal, and would be injurious to our whole position in the Muslim world. I could probably get a number of non-Congress non-League Muslims to join the Government, but with the League standing out the writ of such a Government would probably not run in the Punjab or Bengal; and there would be serious disorders.

It might be possible to form a Government temporarily, with non-League Muslims taking the seats reserved for the Muslim League, in the hope that this might induce the League to break away from Jinnah's control, or make Jinnah reconsider his refusal.

If this fails, a possible solution might be to allow the Hindus to form a Hindustan Government for all the Congress Provinces; and the League to form one for the Muslim Provinces; while the Centre was a purely

official Government, carrying on as a Union Government, until the two Hindustan and Pakistan Governments could agree on terms of Union or Separation.

The dangers of such a solution are obvious, but it might be possible to work out a temporary arrangement of such lines.

15. Even supposing that we succeed in forming a Coalition Interim Government and (that) the Constituent Assembly (is) formed, our troubles will by no means be over. There is also sure to be in an Interim Government controlled by the Congress a continuous attempt to sap British authority in every possible way. A real Coalition Government might avoid this, as the Muslims and other Minorities would not wish British influence to be lessened or removed. It is, however, likely that it will be difficult to hold together either the Interim Government or the Assembly. All we can do then is, I think, to fall back on the policy outlined in paragraphs 11-13.

Statement made by the Prime Minister Attlee in the House of Commons, dated 20 February 1947.

INDIAN POLICY

1. It has long been the policy of successive British Government to work towards the realisation of self-government in India. In pursuance of this policy an increasing measure of responsibility has been devolved on Indians, and today the civil administration and the Indian Armed Forces rely to a very large extent on Indian civilians and officers. In the constitutional field, the Acts of 1919 and 1935 passed by the British Parliament each represented a substantial transfer of political power. In 1940 the Coalition Government recognised the principle that Indians should themselves frame a new constitution for a fully autonomous India, and in the Offer of 1942 they invited them to set up a Constituent Assembly for this purpose as the war was over.

2. His Majesty's Government believe this policy to have been right and in accordance with sound democratic principles. Since they came into office, they have done their utmost to carry it forward to its fulfilment. The declaration of the Prime Minister of 15 March last, which met with general approval in Parliament and the country, made it clear that it was for the

Indian people themselves to choose their future status and constitution and that in the opinion of his Majesty's Government the time had come for responsibility for the Government of India to pass into Indian hands.

3. The Cabinet Mission which was sent to India last year spent over three months in consultation with Indian leaders in order to help them to agree upon a method for determining the future constitution of India, so that the transfer of power might be smoothly and rapidly effected. It was only when it seemed clear, that without some initiative from the Cabinet Mission, agreement was unlikely to be reached that they put forward proposals themselves.

4. These proposals made public in May last, envisaged that the future constitution of India should be settled by a Constituent Assembly composed in the manner suggested therein, of representatives of all communities and interests in British India and of the Indian States.

5. Since the return of the Mission, an Interim Government has been set up at the Centre composed of the political leaders of the major communities. exercising wide powers within the existing constitution. In all the provinces Indian governments responsible to legislatures are in office.

6. It is with great regret that His Majesty's Government find that there are still differences among Indian parties which are preventing the Constituent Assembly from functioning as it was intended that it should. It is of the essence of the plan that the Assembly should be fully representative.

7. His Majesty's Government desire to hand over their responsibility to authorities established by a constitution approved by all parties in India in accordance with the Cabinet Mission plan. But unfortunately there is at present no clear prospect that such a constitution and such authorities will emerge. The present state of uncertainty is fraught with danger and cannot be indefinitely prolonged. His Majesty's Government wish to make it clear that it is their definite intention to take the necessary steps to effect the transference of power to responsible Indian hands by a date not later than June 1948.

8. This great sub-continent now containing over four hundred million people has for the last century enjoyed peace and security as a part of the British Commonwealth and Empire. Continued peace and security are more than ever necessary today if the full responsibilities of economic development are to be realised and a higher standard of life attained by the Indian people.

9. His Majesty's Government are anxious to hand over their

responsibilities to a Government which, resting on the sure foundation of the support of the people, is capable of maintaining peace and administering India with justice and efficiency. It is therefore essential that all parties should sink their differences in order that they may be ready to shoulder the great responsibilities which will come upon them next year.

10. After months of hard work by the Cabinet Mission a great measure of agreement was obtained as to the method by which a constitution should be worked out. This was embodied in their statements of May last. His Majesty's Government there agreed to recommend to Parliament a constitution worked out in accordance with the proposals made therein by a fully representative Constituent Assembly. But if it should appear that such a constitution will not have been worked out by a fully representative Assembly before the time mentioned in paragraph 7, His Majesty's Government will have to consider to whom the powers of the central Government in British India should be handed over, on the due date, whether as a whole to some form of central Government for British India, or in some areas to the existing provincial Governments, or in such other way as may seem most reasonable and in the best interests of the Indian people.

11. Although the final transfer of authority may not take place until June 1948, preparatory measures must be put in hand in advance. It is important that the efficiency of the civil administration should be maintained and that the defence of India should be fully provided for. But inevitably, as the process of transfer proceeds, it will become progressively more difficult to carry out to the letter all the provisions of the Government of India Act, 1935. Legislation will be introduced in due course to give effect to the final transfer of power.

12. In regard to the Indian States, as was explicitly stated by the Cabinet Mission, His Majesty's Government do not intend to hand over their powers and obligations under paramountcy to any Government of British India. It is not intended to bring paramountcy, as a system, to a conclusion earlier than the date of the final transfer, but it is contemplated that for the intervening period the relations of the Crown with individual States may be adjusted by agreement.

13. His Majesty's Government will negotiate agreements in regard to matters arising out of the transfer of power with representatives of those to whom they propose to transfer power.

14. His Majesty's Government believe that British commercial and industrial interests in India can look forward to a fair field for their enterprise under the new conditions. The commercial connection between

India and the United Kingdom has been long and friendly and will continue to their mutual advantage.

15. His Majesty's Government cannot conclude this Statement without expressing on behalf of the people of this country their goodwill and good wishes towards the people of India as they go forward to this final stage in their achievement of self-government. It will be the wish of everyone in these islands that notwithstanding constitutional changes, the association of the British and Indian peoples should not be brought to an end: and they will wish to continue to do all that is in their power to further the well-being of India.

CHANGE OF VICEROY

The House will wish to know of an announcement which is being made public today. Field Marshal the Right Honourable Viscount Wavell was appointed Viceroy in 1943, after having held high military command in the Middle East, South-East Asia and India with notable distinction since the beginning of the war. It was agreed that this should be a wartime appointment. Lord Wavell has discharged this high office during this very difficult period with devotion and a high sense of duty. It has, however, seemed that the opening of a new and final phase in India is an appropriate time to terminate this war appointment. His Majesty has been pleased to approve, as successor to Lord Wavell, the appointment of Admiral the Viscount Mountbatten, who will be entrusted with the task of transferring to Indian hands responsibility for the government of British India in a manner that will best ensure the future happiness and prosperity of India. The change of office will take place during March. The House will be glad to hear that His Majesty has been pleased to approve the conferment of an earldom on Viscount Wavell.

Viceroy's Staff Meetings
Uncirculated Record of Discussion No. 5

Mountbatten Papers

TOP SECRET

Those present during this discussion which took place at the end of The Viceroy's Twelfth Staff Meeing held at The Viceroy's House, New Delhi on 10 April 1947 at 10 am were : Rear-Admiral Viscount Mountbatten of Burma, Lord Ismay, Sir. E. Mieville, Mr Abell, Captain Brockman, Mr Campbell-Johnson, Lieutenant-Colonel Erskine Crum

An Outline Plan

HIS EXCELLENCY THE VICEROY said that the cardinal principles of the plan at present uppermost in his mind were as follows :—

(i) Although Mr. Jinnah was determined to have Pakistan, and Congress, with the exception of Mr. Gandhi, appeared to be prepared to let him have it, no mention of Pakistan as such should be made in the announcement giving the plan for India's future.

(ii) There would be demission of power to Provinces, who would be free at their own discretion to join together into one or more groups. These groups would be free to form their own Constituent Assemblies. States would be free to join groups if and as they desired.

(iii The Interim Government, possibly strengthened by the inclusion of Mr. Jinnah, would remain in being until at least June 1948; Provinces would, however, be at liberty to withdraw to themselves such subjects excluding certain reserved subjects, as they wished.

(iv) The Punjab and Bengal would be partitioned.

(v) There would be a general election in the N.W.F.P. and possibly in other Provinces also.

(vi) Apart from the plan proper, which would simply be announced and not subject to agreement, advice in the form of a charter would be tendered to the Indian leaders on how certain points might be dealt with after the departure of the British. Their

agreement to these would have to be obtained. An example would be a standstill order on the disposition ot troops which would be laid down by the Commander-in-Chief before we left.

HIS EXCELLENCY THE VICEROY emphasized the necessity in reaching a solution, which not only would do justice, but would also make it clear to the eyes of the world that justice was being done. The plan which he had outlined above fulfilled this proviso by giving the greatest measure of self determination. It was also important that the Indian people should take the onus of making a decision. Thus Britain could not then be blamed after the event. Arbitrary imposition of grouping, which was a weakness of the Cabinet Mission's plan, was to be avoided. Another point in favour of this outline plan was that advantage could be taken of that great principle of Indian procedure—the slow pace at which events moved.

SIR ERIC MIEVILLE expressed the opinion that points (ii) and (iii) above of the Viceroy's plan would be difficult to combine. If demission to Provinces was intended, all subjects without exception should, it seemed, be handed over. MR ABELL agreed that this would raise constitutional difficulties. But, in any case, it was generally agreed by all authorities that it would be impossible to bring in new Constitutions before June 1948. In effect, the de facto authorities in each Province would have to rule by decree.

LORD ISMAY emphasized that Provinces would not get full power until after June 1948. They would only be warned, in the announcement of the plan, to prepare themselves to assume full power after that date.

Mr. Jinnah

On the question of the inclusion of Mr. Jinnah in the Cabinet, HIS EXCELLENCY THE VICEROY related that he had made a tentative suggestion of Mr. Jinnah that he might become Prime Minister. This suggestion had a far greater effect on Mr. Jinnah than he would have thought possible. HIS EXCELLENCY THE VICEROY said that he believed that Pandit Nehru was a big enough man to stand down in Mr. Jinnah's favour from his position of Vice-President on the Interim Government. The question arose whether Mr. Jinnah should be offered this post alone or a portfolio.

MR ABELL said that the Muslim League would probably want the portfolio with the maximum patronage. LORD ISMAY suggested the possibility of Mr. Jinnah being made Defence Member, but MR ABELL said that this suggestion had been tried before without success. The Commander-in-Chief was very much opposed to it. MR ABELL added that he considered it very doubtful whether Mr. Jinnah would co-operate

at all before he knew the chosen plan.

HIS EXCELLENCY THE VICEROY said that he intended to take the following line with Mr. Jinnah when he saw him that afternoon :—

(i) He had not yet made up his mind on the issue of Partition.

(ii) He had made up his mind that if he became convinced that Partition was in the best interests of India and decided on it, the same principle would have to apply to the "doubtful" Provinces—the Punjab and Bengal.

Thus nothing would shake him in the decision that the solution would have to be either a "moth-eatern" Pakistan or united India.

(iii) If he did eventually decide on a form of Pakistan it would not be for him to say whether it would be necessary for the Indian Armed Forces to be divided or not. The mechanics of the division would have to be worked out by representatives of the parties concerned. Moreover, there would be no question of division until after June, 1948, because it would compromise his mandate to ensure maintenance of law and order.

THE PROGRAMME OF EVENTS

LORD ISMAY said that, in a rough forecast of events which he had made out, he had suggested that the Viceroy's Simla house party should take place on 1-8 May and that His Excellency should return to England with firm proposals on 8-15 May. HIS EXCELLENCY THE VICEROY said that these dates appeared highly optimistic to him.

During discussion of the future programme,

(1) It was agreed that the first preliminary step should probably be the partition of the Punjab.

(2) MR ABELL expressed doubts as to the advisability of holding the Simla house party at all. He thought that it might only make matters more difficult, as there was so little chance of reaching agreement between the parties. HIS EXCELLENCY THE VICEROY said that at least a fortnight's notice of the Simla house-party would be necessary, if it were to take place.

(3) HIS EXCELLENCY THE VICEROY said that he was beginning to weaken on the desirability of his returning to London with the plan of H.M.G.'s approval. It might be better to telegraph the outline plan home and ask permission to tell the Indian leaders of it. He intended to show how his mind was working in his next letter to the Secretary of State.

(4) LORD ISMAY said that he saw no necessity for immediate Parliamentary legislation for approval of the plan. It could

surely be announced by H.M.G. in the same way as the announcement of 20 Februaiy. Parliamentary legislation for the details could follow in due course.

INDIA AND THE COMMONWEALTH

HIS EXCELLENCY THE VICEROY said that it was his belief that the Indian leaders would have to ask that India should remain within the British Commonwealth, and that a Viceroy should stay on with constitutional powers and the right of veto, accorded voluntarily, over the control of the armed forces. He recalled that Pandit Nehru, the first time he had seen him, had made it apparent that he was groping for a formula—possibly "dual nationality"—whereby India would retain a close link with the United Kingdom. One possibility was that all the other parts of India would wish to stay on in the Commonwealth, and the Congress-dominated area or areas would be able to "save their face" on the pretext of "bowing to the wishes of the majority". Anyhow, no pressure would be brought to bear—it was a matter for decision by the Indians alone.

Statement Made By His Majesty's Government, 3 June 1947

INTRODUCTION

1. On 20 February 1947, His Majesty's Government announced their intention of transferring power in British Inida to Indian hands by June 1948. His Majesty"s Government has hoped that it would be possible for the major parties to co-operate in the working-out of the Cabinet Mission Plan of 16 May 1946, and evolve for India a constitution acceptable to all concerned. This hope has not been fulfilled.

2. The majority of the representatives of the provinces of Madras, Bombay, the United Provinces, Bihar, Central Provinces and Berar, Assam, Orissa and the North-West Frontier Province, and the representatives of Delhi, Ajmer-Merwara and Coorg have already made progress in the task of evolving a new constitution. On the other hand, the Muslim League Party, including in it a majority of the representatives of Bengal, the Punjab and Sind, as also the representative of British Baluchistan, has decided not to participate in the Constituent Assembly.

3. It has always been the desire of His Majesty's Government that

power should be transferred in accordance with the wishes of the Indian people themselves. This task would have been greatly facilitated if there had been agreement among the Indian political parties. In the absence of such agreement, the task of devising a method by which the wishes of the Indian people can be ascertained has devolved upon His Majesty's Government. After full consultation with political leaders in India, His Majesty's Government have decided to adopt for this purpose the plan set out below. His Majesty's Government wish to make it clear that they have no intention of attempting to frame any ultimate constitution for India; this is a matter for the Indians themselves. Nor is there anything in this plan to produce negotiations between communities for a united India.

THE ISSUES TO BE DECIDED

4. It is not the intention of His Majesty's Government to interrupt the work of the existing Constituent Assembly. Now that provision is made for certain provinces specified below, His Majesty's Government trust that, as a consequence of this announcement, the Muslim League representatives of those provinces, a majority of whose representatives are already participating in it, will now take their due share in its labours. At the same time, it is clear that any constitution framed by this Assembly cannot apply to those parts of the country which are unwilling to accept it. His Majesty's Government are satisfied that the procedure outlined below embodies the best practical method of ascertaining the wishes of the people of such areas on the issue whether their constitution is to be framed :--

(a) in the existing Constituent Assembly; or

(b) in a new and separate Constituent Assembly consisting of the representatives of those areas which decide not to participate in the existing Constituent Assembly.

When this has been done, it will be possible to determine the authority or authorities to whom power should be transferred.

BENGAL AND THE PUNJAB

5. The provincial Legislative Assemblies of Bengal and the Punjab (excluding the European members) will, therefore, each be asked to meet in two parts, one representing the Muslim-majority districts and the other the rest of the Province. For the purpose of determining the population of districts, the 1941 census figures will be taken as authoritative. The Muslim-majority districts in these two provinces are set out in the Appendix to this Announcement.

6. The members of the two parts of each Legislative Assembly sitting

separately will be empowered to vote whether or not the Province should be partitioned. If a simple majority of either part decides in favour of partition, division will take place and arrangements will be made accordingly.

7. Before the question as to the partition is decided, it is desirable that the representatives of each part should know in advance which Constituent Assembly the Province as a whole would join in the event of the two parts subsequently deciding to remain united. Therefore, if any member of either Legislative Assembly so demands, there shall be held a meeting of all members of the Legislative Assembly (other than Europeans) at which a decision will be taken on the issue as to which Constituent Assembly the Province as a whole would join if it were decided by the two parts to remain united.

8. In the event of partition being decided upon, each part of the Legislative Assembly will, on behalf of the areas they represent, decide which of the alternatives in paragraph 4 above to adopt.

9. For the immediate purpose of deciding on the issue of partition, the members of the Legislative Assemblies of Bengal and the Punjab will sit in two parts according to Muslim-majority districts (as laid down in the Appendix) and non-Muslim majority disctricts. This is only a preliminary step of a purely temporary nature, as it is evident that for the purposes of a final partition of these provinces a detailed investigation of boundary questions will be needed; and, as soon as a decision involving partition has been taken for either province, a Boundary Commission will be set up by the Governor-General, the membership and terms of reference of which will be settled in consultation with those concerned. It will be instructed to demarcate the boundaries of the two parts of the Punjab on the basis of ascertaining the contiguous majority areas of Muslims and non-Muslims. It will also be instructed to take into account other factors. Similar instructions will be given to the Bengal Boundary Commission. Until the report of a Boundary Commission has been put into effect, the provisional boundaries indicated in the Appendix will be used.

SIND

10. The Legislative Assembly of Sind (excluding the European members) will at a special meeting also take its own decision on the alternatives in paragrapsh 4 above.

NORTH-WEST FRONTIER PROVINCE

11. The position of the North-West Frontier Province is exceptional.

Two of the three representatives of this Province are already participating in the existing Constituent Assembly. But it is clear, in view of its geographical situtation. and other considerations, that if the whole or any part of the Punjab decides not to join the existing Constituent Assembly. it will be necessary to give the North-West Frontier Province an opportunity to reconsider its position. Accordingly. in such an event, a referendum will be made to the electors of the present Legislative Assembly in the North-West Frontier Province to choose which of the alternatives mentioned in paragraph 4 above they wish to adopt. The referendum will be held under the aegis of the Governor-General and in consultation with the provincial Government.

BRITISH BALUCHISTAN

12. British Baluchistan has elected a member, but he has not taken his seat in the existing Constituent Assembly. In view of its geographical situation, this Province will also be given an opportunity to reconsider its position and to choose which of the alternatives in paragraph 4 above to adopt. His Excellency the Governor-General is examining how this can most appropriately be done.

ASSAM

13. Though Assam is predominantly a non-Muslim province. the district of Sylhet which is contiguous of Bengal is predominantly Muslim. There has been a demand that. in the event of the partition of Bengal, Sylhet should be amalgamated with the Muslim part of Bengal. Accordingly. if it is decided that Bengal should be partitioned. a referendum will be held in Sylhet district under the aegis of the Governor-General and in consultation with the Assam Provincial Government to decide whether the district of Sylhet should continue to form part of the Assam Province or should be amalgamated with the new Province of Eastern Bengal. if that Province agrees. If the referendum results in favour of amalgamation with Eastern Bengal. a Boundary Commission with terms of reference similar to those for the Punjab and Bengal will be set up to demarcate the Muslim-majority areas of Sylhet district and contiguous Muslim-majority areas of adjoining districts. which will then be transferred to Eastern Bengal. The rest of the Assam Province will in any case continue to participate in the proceedings of the existing Constituent Assembly.

REPRESENTATION IN CONSTITUENT ASSEMBLIES

14. If it is decided that Bengal and the Punjab should be partitioned, it will be necessary to hold fresh elections to choose their representatives on the scale of one for every million of populaltion according to the principle contained in the Cabinet Mission Plan of 16 May 1946. Similar elections will also have to be held for Sylhet in the event of it being decided that this district should form part of East Bengal. The number of representatives to which each area would be entitled is as follows :—

Province	*General*	*Muslims*	*Sikhs*	*Total*
Sylhet District	1	2	Nil	3
West Bengal	15	4	Nil	19
East Bengal	12	29	Nil	41
West Punjab	3	12	2	17
East Punjab	6	4	2	12

15. In accordance with the mandates given to them, the representatives of the various areas will either join the existing Constituent Assembly or form the new Constituent Assembly.

ADMINISTRATIVE MATTERS

16. Negotiations will be initiated as soon as possible on the administrative consequences of any partition that may have been decided upon :—

(a) Between the representatives of the respective successor authorities about all subjects now dealt with by the central Government, including defence, finance and communications.

(b) Between different successor authorities and His Majesty's Government for treaties in regard to matters arising out of the transfer of power.

(c) In the case of provinces that may be partitioned, as to the administration of all provincial subjects such as the division of assets and liabilities, the police and other services, the High Courts, provincial institutions, etc.

THE TRIBES OF THE NORTH-WEST FRONTIER

17. Agreements with tribes of the North-West Frontier of India will have to be negotiated by the appropriate succcessor authority.

THE STATES

18. His Majesty's Government wish to make it clear that the decisions announced above relate only to British India and that their

policy towards Indian States contained in the Cabinet Mission Memorandum of 12 May 1946 remains unchanged.

NECESSITY FOR SPEED

19. In order that the successor authorities may have time to prepare themselves to take over power, it is important that all the above processes should be completed as quickly as possible. To avoid dealy, the different provinces or parts of provinces will proceed independently as far as practicable within the conditions of this Plan. The existing Constituent Assembly and the new Constituent Assembly (if formed) will proceed to frame constitutions for their respective territories : they will of course be free to frame their own rules.

IMMEDIATE TRANSFER OF POWER

20. The major political parties have repeatedly emphasized their desire that there should be the earlist possible transfer of power in India. With this desire His Majesty's Government are in full sympathy, and they are willing to anticipate the date of June 1948, for the handing over of power by the setting up of an independent Indian Government or Governments at an even earlier date. Accordingly, as the most expeditious, and indeed the only practicable way of meeting this desire, His Majesty's Government propose to introduce legislation during the current session for the transfer of power this year on a Dominion Status basis to one or two successor authorities according to the decisions taken as a result of this announcement. This will be without prejudice to the right of the Indian Constituent Assemblies to decide in due course whether or not the part of India in respect of which they have authority will remain within the British Commonwealth.

FURTHER ANNOUNCEMENTS BY GOVERNOR-GENERAL

21. His Excellency the Governor-General will from time to time make such further announcements as may be necessary in regard to procedure or any other matters for carrying out the above arrangements.

APPENDIX

THE MUSLIM-MAJORITY DISTRICTS OF THE PUNJAB AND BENGAL ACCORDING TO THE 1941 CENSUS

1. THE PUNJAB

Lahore Division—Gujranwala, Gurdaspur, Lahore, Sheikhupura, Sialkot.

Rawalpind Division—Attock, Gujrat, Jhelum, Mianwali, Rawalpindi, Shahpur.

Multan Division—Dera Ghazi Khan, Jhang, Lyallpur, Montgomery, Multan, Muzaffargarh.

2. BENGAL

Chittagong Division—Chittagong, Noakhali, Tippera.

Dacca Division—Bakergani, Dacca, Faridupur, Mymensingh.

Presidency Division—Jessore, Murshidabad, Nadia.

Rajshahi Divivion—Bogra, Dinajpur, Malda, Pabna, Rajshahi, Rangpur.

Parties in the Constituent Assembly

Total strength of the Constituent Assembly :

	General	Muslim	Sikh	Total
Section — A	167	20	—	187
Section — B	9	22	4	35
Section — C	34	36	—	70

Total of British India (Section A, B & C)	292
Indian States	93
Chief Commissioners' Provinces	4

SECTION — A	Congress.	164	(7 General, 2 Muslim)
	Muslim League.	19	(Muslim)
	Independent.	7	(General)

SECTION — B	Congress.	9	(7 General, 2 Muslim)
	Muslim League.	19	(Muslim)
	Unionist Party.	3	(2 General, 1 Muslim)
	Independent.	1	(Muslim)

(4 Sikh seats remained vacant)

SECTION — C	Congress.	32	(General)
	Mulsim League.	35	(Muslim)
	Communist.	1	(General)
	Scheduled Castes Federation.	1	(General)
	Krishak Praja Party	1	(Muslim)

Grand Total.	Congress	201
	Muslim League	73
	Independent	8
	Unionist Party	3
	Communist Party	1
	Scheduled Castes Federaton	1
	Krishak Praja Party	1
		292

Resolution of the Central Committee of the Communist Party (on H.M.G's Plan on June 3, 1947) dated New Delhi, 20th June 1947.

The Mountbatten Award does not give India real independence but is the culmination of a double-faced imperial policy which, while making concession to the national demand to transfer power sets in motion disruptive and reactionary forces to obstruct the realisation of real independence. The British policy of divide and rule exploiting Hindu-Muslim differences, produced an unprecedented civil war and has now culminated in the final act of partiton of the country into two hostile States which they plan to control by entering into new alliances with reactionary forces in the different partitioned areas.

While the Plan provides "new opportunities for national advance" and the Dominion Governments and the Constituent Assemblies could be strategic weapons to realise that aim, the resolution warns the people that "the strategy of British Imperialism is to exploit all the weakness in our national and social life, disrupt the unity of our national forces and forge a new alliance with Princes, landlords and Indian Big Business to be able to control through them the Indian States of the future as also Indian economy and thus manoeuvre the transition from direct to indirect rule."

"The procedure outlined by the Mountbatten Plan", said the resolution, "is as disruptive as the Plan itself and calculated to ensure the fulfilment through a series of British awards.Further intensification of Hindu-Muslim Sikh conflict is provided for through the Boundary Commission and a series of commissions on financial and other assets and on division of the armed forces so that the British arbiters can give their

awards in such a way as to keep up the conflict."

The Committee assures the national leadership its full co-operation in the task of building the Indian Republic on democratic foundations and paving the way for Indian unity. It asks that immediate steps be taken to formulate a five year plan based on the abolition of landlordism, nationalisation of key industries and a planned economy through co-operation between popular Government, experts and popular organisations.

The resolution gives a similar programme for campaign inside the Pakistan State where the Muslim League would be the major political party. But it warns the Muslim masses that they will be faced with a very difficult and dangerous situation if the intrigues of reactionary elements inside the League succeed in making Pakistan a British Dominion or an American subsidiary through loans."

Calling for the establishment of a non-communal democratic State based on the recognition of national self-determination of Sikhs, Pathans, Bengalees, etc, it appeals to all anti-imperialist progressive Muslim Leaguers that "democracy in Pakistan can be won througth unity with the non-Muslim masses and friendly relation with the Indian Republic."

The Committee calls for "total repudiation of the League leadership's present policy of support to princely autocracy."

SIR CYRIL RADCLIFFE'S AWARD

TO HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR-GENERAL.

1. I have the honour to present the decision and award of the Bengal Boundary Commission, which by virtue of section 3 of the Indian Independence Act 1947, is represented by my decision as Chairman of the Commission. This award relates to the division of the Province of Bengal, and the Commission's award in respect of the District of Sylhet and areas adjoining thereto will be recorded in a separate report.

2. The Bengal Boundary Commission was constituted by the announcement of the Governor-General, dated the 30th of June, 1947, Reference No. D50/7/47R. The members of the Commission thereby appointed were—

Mr. Justice Bijan Kumar Mukherjea,
Mr. Justice C. C. Biswas,
Mr. Justice Abu Saleh Mohamed Akram, and
Mr. Justice S. A. Rahman.

I was subsequently appointed Chairman of this Commission.

3. The terms of reference of the Commission, as set out in the announcement, were as follows :—

"The Boundary Commission is instructed to demarcate the boundaries of the two parts of Bengal on the basis of ascertaining the contiguous areas of Muslims and non-Muslims. In doing so, it will also take into account other factors."

We were desired to arrive at a decision as soon as possible before the 15th of August.

4. After preliminary meetings, the Commission invited the submission of memoranda and representations by interested parties. A very large number of memoranda and representations was received.

5. The public sittings of the Commission took place at Calcutta, and extended from Wednesday, the 16th of July, 1947, to Thursday the 24th of July, 1947, inclusive, with the exception of Sunday, the 20th July. Arguments were presented to the Commission by numerous parties of both sides, but the main cases were presented by counsel on behalf of the Indian National Congress, the Bengal Provincial Hindu Mahasabha and the New Bengal Association on the one hand, and on behalf of the Muslim League on the other. In view of the fact that I was acting also as Chairman of the Punjab Boundary Commission, whose proceedings were taking place simultaneously with the proceedings of the Bengal Boundary Commission, I did not attend the public sittings in person, but made arragements to study daily the record of the proceedings and all material submitted for our consideration.

6. After the close of the public sittings, the remainder of the time of the Commission was devoted to clarification and discussion of the issues involved. Our discussion took place at Calcutta.

7. The question of drawing a satisfactory boundary line under our terms of reference between East and West Bengal was one to which the parties concerned propounded the most diverse solutions. The Province offers few, if any, satisfactory natural boundaries, and its development has been on lines that do not well accord with a division by contiguous majority areas of Muslim and non-Muslim majorities.

8. In my view, the demarcation of a boundary line between East and West Bengal depended on the answers to be given to certain basic questions which may be stated as follows :—

(i) To which State was the City of Calcutta to be assigned, or was it possible to adopt any method of dividing the City between the two States ?

(ii) If the city of Calcutta must be assigned as a whole to one or other of the States, what were its indispensable claims to the control of territory, such as all or part of the Nadia river system or the Kulti rivers, upon which the life of Calcutta as a city and port depended ?

(iii) Could the attractions of the Ganges-Padma-Madhumati river line displace the strong claims of the heavy concentration of Muslim majorities in the districts of Jessore and Nadia without doing too great a violence to the principle of our terms of reference ?

(iv) Could the district of Khulna usefully be held by a State different from that which held the district of Jessore ?

(v) Was it right to assign to Eastern Bengal the considerable block of non-Muslim majorities in the districts of Malda and Dinajpur ?

(vi) Which State's claim ought to prevail in respect of the districts of Darjeeling and Jalpaiguri, in which the Muslim population amounted to 2.42 per cent. of the whole in the case of Darjeeling and to 23.08 per cent. of the whole in the case of Jalpaiguri but which constituted an area not in any natural sense contiguous to another non-Muslim area of Bengal ?

(vii) To which State the Chittagong Hill Tracts be assigned, an area in which the Muslim population was only 3 per cent. of the whole, but which it was difficult to assign to a State different from that which controlled the district of Chittagong itself ?

9. After much discussion, my colleagues found that they were unable to arrive at an agreed view on any of these major issues. There were of course considerable areas of the Province in the south-west and north-east and east, which provoked no controversy on either side : but, in the absence of any reconciliation on all main questions affecting the drawing of the boundary itself, my colleagues assented to the view at the close of our discussions that I had no alternative but to proceed to give my own decision.

10. This I now proceed to do : but I should like at the same time, to express my gratitude to my colleagues for their indispensable assistance in clarifying and discussing the difficult questions involved. The demarcation of the boundary line is described in detail in the sehedule which forms Annexure A. to this award, and in the map attached thereto, Annexure B. The map is annexed for purposes of illustration, and if there should be any divergence between the boundary as described in Annexure A and as delineated on the map in Annexure B, the description in Annexure A is to prevail.

11. I have done what I can in drawing the line to eliminate any avoidable cutting of railway communications and of river systems. which are of importance to the life of the Province : but it is quite impossible to draw a boundary under our terms of reference without causing some interruption of this sort, and I can only express the hope that arrangements can be made and maintained between the two States that will minimize the consequences of this interruption as far as possible.

CYRIL RADCLIFFE.

NEW DELHI
The 12th August. 1947.

THE SCHEDULE

ANNEXURE A

1. A line shall be drawn along the boundary between the thana of Phansidewa in the district of Darjeeling and the thana Tetulia in the district of Jalpaiguri from the point where that boundary meets the Province of Bihar and then along the boundary between the thanas of Tetulia and Rajganj; the thanas of Pachagur and Rajganj, and the thanas of Pachagar and Jalpaiguri, and shall then continue along the northern corner of the thana Debiganj to the boundary of the State of Cooch-Behar. The district of Darjeeling and so much of the district of Jalpaiguri as lies north of this line shall belong to West Bengal, but the thana of Patgram and any other portion of Jalpaiguri district which lies to the east of south shall belong to East Bengal.

2. A line shall then be drawn from the point where the boundary bewteen the thanas of Haripur and Raiganj in the disctrict of Dinajpur meets the border of the Province of Bihar to the point where the boundary between the districts of 24-Parganas and Khulna meets the Bay of Bengal. This line shall follow the course indicated in the following paragraphs. So much of the Province of Bengal as lies to the west of it shall belong to West Bengal. Subject to what has been provided in paragraph 1 above with regard to the districts of Darjeeling and Jalpaiguri, the remainder of the Province of Bengal shall belong to East Bengal.

3. The line shall run along the boundary between the following thanas :—

Haripur and Raiganj; Haripur and Hemtabad; Ranisankail and Hemtabad; Pirganj and Hemtabad: Pirganj and Kaliganj: Bochaganj; and Kaliganj; Biral and Kaliganj; Biral and

Kushmundi; Biral and Gangarampur; Dinajpur and Gangarampur; Dinajpur and Kumarganj; Chirirbandar and Kumarganj; Phulbari and Kumarganj; Phulbari and Balurghat.

It shall terminate at the point where the boundary between Phulbari and Balurghat meets the north-south line of the Bengal-Assam Railway in the eastern corner of the thana of Balurghat. The line shall turn down the western edge of the railway lands belonging to that-railway and follow that edge until it meets the boundary between the thanas of Balurghat and Panchbibi.

4. From that point the line shall run along the boundary between the following thanas :—

Balurghat Panchbibii; Balurghat and Joypurhat; Balurghat and Dhamairhat; Tapan and Dhamairhat; Tapan and Patnitala; Tapan and Porsha; Bamangola and Porsha; Habibpur and Porsha; Habibpur and Gomastapur; Habibpur and Bholahat; Malda and Bholahat; English Bazar and Bholahat; English Bazar and Shibganj; Kaliachak and Shibganj to the point where the boundary between the two last mentioned thanas meets the boundary between the districts of Malda and Murshidabad on the river Ganges.

5. The line shall then turn south-east down the river Ganges along the boundary between the districts of Malda and Murshidabad; Rajshahi and Murshidabad; Rajshahi and Nadia; to the point in the north-western corner of the district of Nadia where the channel of the river Mathabanga takes off from the river Ganges. The district boundaries, and not the actual course of the river Ganges, shall constitute the boundary between East and West Bengal.

6. From the point on the river Ganges where the channel of the river Mathabanga takes off, the line shall run along that channel to the northern most point where it meets the boundary between the thanas of Daulatpur and Karimpur. The middle line of the main channel shall constitute the actual boundary.

7. From this point the boundary between East and West Bengal shall run along the boundaries between the thanas of Daulatpur and Karimpur Gangani and Karimpur; Meherpur and Karimpur; Meherpur and Tehatta Meherpur and Chapra; Damurhuda and Chapra; Damurhuda and Krishnaganj; Chuadnga and Krishnaganj; Jibannagar and Krishnaganj; Jibannagar and Hanskhali; Maheshpur and Hanskhali; Maheshpur and Ranaghat; Maheshpur and Bongaon; Jhikargacha and Bongaon; Sarsa and Bongaon; Sarsa and Gaighata; Gaighata and Kalaroa; to the point where the boundary between

those thanas meets the boundary between the districts of Khulna and 24-Parganas.

8. The line shall then run southwards along the boundary between the disctricts of Khulna and 24-Parganas. to the point where that boundary meets the Bay of Bengal.

BENGAL (Pre-Partition) BOUNDARY COMMISSIO

REPORT OF NON-MUSLIM MEMBERS

Mr. Justice B. K. Mukherjea
and
Mr. Justice C. C. Biswas

The announcement of His Majesty's Government, dated the 3rd June, 1947. provided inter alia for determination of the question of partition of the Provinces of Bengal and Punjab through the Legislative Assemblies of both the Provinces. Each Assembly (with the exception of the European members) was directed to meet in two parts, one representing the Muslim majority districts and the other the rest of the Province, and decide whether or not the Prvoince should be partitioned. For the purpose of arriving at a decision on the question of partition, the whole of Bengal was notionally divided into Muslim and non-Muslim majority districts. the basis of division being the census figures of 1941. This, as the statement itself indicated, was "only a preliminary step of a purely temporary nature "; and for the purposee of a final partition "a detailed investigation of boundary questions" was considered to be necessary which would require the setting up of a Boundary Commission.

2. On the 20th June, 1947 the representatives of the non-Muslim majority districts in the Bengal Legislative Assembly decided in favour of partition of the Province, and on the 30th June following the Boundary Commission for Bengal was constituted by His Excellency the Viceroy in terms of the Declaration of His Majesty's Government, dated the 3rd June, 1947.

3. The terms of reference for this Commission, as they appear from the statement of the Viceroy, are as follows :—

"The Boundary Commission is directed to demarcate the boundaries of the two parts of Bengal on the basis of ascertaining the contiguous majority areas of Muslims and non-Muslims. In doing so, it will take into account other factors."

4. The Commission had its first sitting on the 9th July, 1947, when

preliminary discussion took place regarding the procedure to be followed and the lines on which the enquiry should proceed. There have been eight open sittings then, in none of which the Chairman could be present.

5. We examined the written memoranda filed by different parties and heard arguments advanced by the lawyers appearing for some of them. The principal parties we heard were. on the side of the non-Muslims. (1) the Indian National Congress and (2) the Bengal Provincial Hindu Mahasabha jointly with the New Bengal Association, and on the side of the Muslims, the Muslim League. No witness was examined; in fact. we could examine none as we were not given the powers of a Court. No document was formally proved or exhibited before us, but there was a large mass of statements field by different parties and organisations. We wish we had more time at our disposal, so that we could sift the materials with greater care and thoroughness.

6. After the sittings were concluded, there was a discussion amongst the four members of the Commission. We regret that no unanimous decision could be arrived at. We could agree so far that the districts of Chittagong, Noakhali. Tippera, Dacca, Mymensingh, Pabna and Bogra should be assigned to East Bengal, and the districts of Midnapore, Bankura. Howrah, Hooghly and Burdwan should go to West Bengal. We could not agree as to the other areas and as to how or where the boundary line or lines should be drawn to separate the two parts of Bengal.

7. In these circumstances, it has become necessary for us to embody our views in a separate report.

8. At the outset we should like to indicate the general principle we have endeavoured to keep in view. As the terms of reference quoted above will show, our task is, first, to ascertain the areas in which either community, Muslim or non-Muslim, is in a majority, and then, after these majority areas have been so determined. to consider the question of linking up the majority areas of either community into large compact blocks. In doing so, the element of physical contiguity will doubtless be an important consideration. but "other factors" will also have to be taken into account.

9. It is needless to point out that the terms of reference merely indicate the procedure to be followed in effecting the division and relate only to what may be called the "machanics" of partition. They do not purport to set out the objective of the partition. The main objective, as we conceive it in the context of the events that led up to the proposal for the partition of Bengal. is to divide the Province into Muslim and non-Muslim zones. This does not mean that any of the zones should contain a population belonging exclusively to one community; it merely implies that one zone should be

predominantly Muslim and the other predominantly. non-Muslim in character. We think, therefore, that there is considerable force in the Congress contention that one of the cardinal principles to be followed in making the division should be that either of the zones into which the Province is divided should contain as large a proportion as practicable of the total population of Bengal belonging to the particular community which is predominant there. In other words, the partition must be so effected that there may be as many non-Muslims as possible in West Bengal, and as many Muslims as possible in East Bengal. In order, however, that this principle may work out equitably, it is essential that two conditions must be satisfied. Firstly, the proportion of Muslims in East Bengal to the total Muslim population of the Province should be as nearly equal as possible to the proportion that the non-Muslims of West Bengal will bear to the total non-Muslim population of the Province. Secondly, the ratio of Muslims to non-Muslims in one zone must be as nearly equal as possible to the ratio of non-Muslims to Muslims in the other. We may clarify our point by an illustration. Suppose it was possible to draw the boundary line in such a way that 95 per cent. of the total non-Muslim population of Bengal would be in the western part. But if, as is likely, that would leave only a small proportion of the total Muslim population of Bengal in the other part, such a scheme of partition, however satisfactory from the non-Muslim point of view, would be extremely unfair to the Muslims. Equity demands (i) that as large a percentage of Muslims of the Provinces should find their place in East Bengal as the percentage of non-Muslims who find room in West Bengal, and (ii) also that the majority enjoyed by the non-Muslims over Muslims in one zone should as far as practicable be equivalent to the majority enjoyed by the Muslims over non-Muslims in the other zone. If it is permissible to make use of mathematical symbols, the matter may be put in the following way :—

Let M represent the total Muslim population of Bengal, and M_E and M_W the Muslim population in East Bengal and West Bengal respectively after partition. Similarly, let N represent the total non-Muslim population of Bengal, and N_E and N_W the non-Muslim population in East Bengal and West Bengal respectively after partition. Then, according to the principles we have enunciated above, $\frac{M_W}{M}$ and $\frac{N_W}{N}$ should not only be each as high as possible, but also as nearly equal to each other as possible.

At the same time, M_E/N_E should be approximately equal to $\frac{N_W}{M_W}$

10. We venture to think that every conceivable scheme of partition that may be formulated must be ultimately judged by reference to these tests, and a scheme that fails to satisfy any of them should be rejected straightaway.

11. Coming back to the terms of reference, the first point we deisre to emphasise is that these must be interpreted with reference to the objective of partition as outlined above. There is little difficulty in understanding the meaning of the expression "majority areas of Muslims or non-Muslims", which obviously refers to areas the majority of the population wherein are Muslims or non-Muslims, as the case may be. The important question that arises is as to the unit of area with reference to which the majority factor is to be decided. In our opinion, this unit must be one which is the most convenient and practicable index for the purpose of judging the distribution of the Muslims and non-Muslim population within the area in question. In selecting such a unit, there are three fundamental postulates which can at once be laid down and which admit of no controversy :

(i) that none of the present administrative units in which the Province is divided is to be considered either sacrosanct or indivisible;

(ii) that whatever unit is selected, it must be one for which authentic official data in the shape of census figures and survey maps are available; and

(iii) that the unit should be as small as possible.

12. As regards the first point, we may point out that for the convenience of administration, the whole province of Bengal has been divided into five divisions; under each Division there are several districts; a District, again, has various subdivisions under it, and there is a large number of thanas or police-stations appertaining to each Subdivision. There are still smaller units, viz., village Unions (constituted under Bengal enactments), several of which are grouped under one Police Station, and also Mouzas or villages themselves which constitute the smallest units in the administrative set-up of the Province. The terms of reference do not limit us to any of these units, and we are free to select any unit which we may find most convenient and suitable for our purpose.

13. The second proposition is so obvious that it requires no elaboration, except perhaps to point out that under the circumstances in which this Commission had to work, there was no alternative but to work on such materials and data regarding the accuracy of which there could be no reasonable suspicion or which did not require any elaborate enquiry for establishment or authentication.

14. The third point calls for a few words of explanation. It is a common place of statistics that for the purposes of studying the distribution of any statistical population, the smaller the unit which is used for grouping of data the better is the picture we get about actual distribution. This principle is

subject to an important limitation, viz., that the range of the group must not be too small, otherwise we might get lost in details. All data must be studied in groups or "areas" large enough to allow the significant features to stand out clearly and prominently. One must get out of the situation in which one cannot see the wood for the trees. Hence, subject to this one limitation which is based on practical grounds, we must go for the smallest unit in studying the distribution of population. Both the Muslim League and the Congress have agreed that the smallest available unit should be selected as the unit of partition. Only the Congress think that the police-station in the smallest area that can serve as a convenient or practicable unit, while the Muslim League think that the union is the smallest convenient unit.

15. There is no denying that the union is a smaller unit than the police-station, and if by adopting the union as our unit, we could get a clear-cut picture of the distribution of population in Bengal, there could perhaps be no objection to selecting this unit in preference to the "police-station". But a mere look at the maps prepared by the Muslim League on union basis would convince anybody that the union cannot possibly be our unit for studying the distribution of population, which after all, is our main purpose. It brings in a chaotic mass of details which serve only to confuse the picture. On the other hand, if we look at a map in which the next larger unit is selected, i.e., the police-station, we get a clear-cut picture showing large and compact blocks in which the Muslims or the non-Muslims are in a majority.

16. As the Muslim League have laid considerable stress on the suitability of the union as the unit of partition, and have in fact on that basis suggested a union-wise division of the Province, it would be convenient for us at this stage to point out the other fundamental objections to the adoption of this unit. (In support of some of these objections, cogent arguments will be found in the Congress reply to the Muslim League Memorandum). These objections are as follows :—

(i) There are no union-wise published maps of Bengal and there are no published census figures for unions. The published census figures stop with the thanas. Village figures and union figures were undoubtedly prepared during the census operations of 1941, but they were never published by the Government. It was stated to us that village figures and union figures were kept in sealed covers in District Offices as well as in the Office of the Director of Land Records and Surveys, Bengal. But from certain official papers which were placed before us, we were satisfied that these figures were not invariably kept in sealed covers or in such custody as would exclude the possibility of tampering and interpolation;

(ii) Union and village figures were never made accessible to the public, and all requests for such figures and for maps prepared on the basis of such figures were turned down. The Secretary of the Indian Statistical Institute had approached the Director of Land Records for the unpublished census figures some time in the last week of June, 1947, but the Director of Land Records refused to supply these figures on the ground that census records were not public documents. It appears that the Director made a reference to the Hon'ble Member, Board of Revenue, on the subject, and was told by Khan Bahadur M. Ahmed, Secretary, Board of Revenue, that these figures could not be supplied to the public. He was further directed not to supply any maps prepared in his office on the basis of census figures to any private party or any public organisation (Annexure A*).

As regards such maps, it is necessary to state that no such maps had been in existence in the office of the Director of Land Records, until recently, when the Hon'ble Minister, Land and Land Revenue, Mr. Fazlur Rahman, who happens also to be the Chairman. of the Muslim League Bounπdary Committee. ordered the preparation of such maps, showing union-wise communal distribution. On receipt of information regarding the preparation of such maps, the Congress and some other organisations formally applied to the Board of Revenue for the same, but were told that they were not available to the public. From the papers relating to this matter which were placed before us, it appeared that these maps and figures, specially made and collected for the occasion, though not supplied to any party, had been made available to the Muslim League. It is obvious that maps and figures which could not be tested or,worked upon by all parties cannot be accepted by the Commission.

(iii) The boundaries of the unions are altered from time to time by notifications of the Local Government. So the boundaries or limits of any of the unions at the present day may not be the same as they stood in 1941 (Annexure B*) will give a list of 45 such changes since 1941. The list is not exhaustive.

(iv) Reference may be made in this connection to certain notes (Annexure C*) exchanged between the Secretary of the Board of Revenue and the Director of Land Records and Surveys, from

* Not given here

which it will appear that the latter was ordered to have union maps prepared for the whole of Bengal showing the Muslim and non-Muslim majority areas in different colours. The Director of Land Records was advised that different. Collectors had been asked to send him the census figures. union by union, and he was also asked to obtain from the District officers maps showing the boundaries of the unions. In reply, the Director of Land Records stated that he had already explained to the Hon'ble the Revenue Minister that "no accurate map of this kind can be prepared", and that he could only "attempt at a sketch map showing the position of the different unions in green or yellow, the position being only approximate and in relation to the contiguous unions". Sketch maps of village union, it may be mentioned, are kept in the District offices for the convenience of the Circle Officers, but they are not drawn to scale, and are neither published nor authenticated by the Survey Department. On the 12th July, 1947, we find a memorandum made by the Director of Land Records to the effect that two copies of union map were prepared in accordance with the directions of the Hon'ble Minister and one of the copies was to be handed over to the Officer-in-charge. There is a note, attached to it by the Technical Adviser and Assistant Settlement Officer which stands as follows :—

"As desired by the Director of Land Records and Survey, a Union-wise Provincial map of Bengal showing Muslim and non-Muslim majority areas, *partially done and not checked*, is made over to Officer-in-charge, Bengal Drawing Office, for transmission to the Board of Revenue."

From this map it seems certain abbreviated copies have been made by the Muslim League and produced before us. The copies differ from one another and do not give the boundaries of the unions, for which we are referred to the Provincial map spoken of above. Certainly these copies do not enjoy any presumption of accuracy under section 83 of the Indian Evidence Act, being made by the Muslim League Ministry with the assistance of its subordinate officers with the express purpose of being used before the Boundary Commission.

17. The considerations stated above are quite sufficient to throw suspicion on the accuracy of these maps. To prove them to be accurate, it is necessary, first of all, to ascertain what the boundaries of the different unions were in the year 1941, when the census figures were compiled. In the second place, investigation is necessary as to whether the boundaries declared by the different notification have been correctly depicted on any

properly authorised survey map. In the third place, one has got to find out with reference to the original census figures which were not published as to whether the majority of population within these unions were Muslims or non-Muslims in the year 1941.

18 If we have got to satisfy ourselves on these points, we have to embark on an elaborate enquiry which is beyond the scope of our authority and which would require a long period of time to be completed.

19. We may state that there is some amount of suspicion regarding the reliability of the union figures that have been placed before us. There is a letter, dated the 18th July, 1947, addressed by the Collector of 24-Parganas, to the Secretary of the Borad of Revenue, in which the following statement occurs :—

> "There are a number of cases and containers in this District Record Room which are supposed to contain the census enumeration slips of 1941, but since the census operations there has been no occasion to open or examine any of them except that a few days ago an officer was brought along by the Secretary of the Board of Revenue who had some boxes opened out."

20. It is alleged on the non-Muslim side that these figures might have been tampered with. If we are to accept these figures as correct, it would be necessary, according to the ordinary law of evidence, to examine the officers from whose custody they were brought, or who opened the boxes and allow them to be cross-examined by the parties who impeach the genuineness of the figures. Quite apart from any rule of evidence, we think that it would be a gross travesty of justice to allow them to be used against parties who have been given no opportunity to prove that these figures and maps were not correct and have been got up for the purpose of inflating the claim of the Muslim League before the Boundary Commission. In these circumstances, we think that it would not be proper to rely on the union maps at all for the purpose of demarcating the boundaries of the two parts of Bengal.

21. It may be pointed out here that no map of the entire Province has been prepared by the Muslim League on the basis of village unions, and they do not show what would be the result, if the whole of Bengal was partitioned on the basis. The only purpose for which it seems that the Muslim League wants to use the union maps is to attempt to show that wherever there are contiguous non-Muslims majority areas in accordance with the thana map, there are Muslim majority unions within them which destroy their contiguity. Mr. Gupta is right in saying that although non-Muslim areas have always been cut off by Muslim majority unions, it is

rather peculiar that not by any chance have any Muslim majority union blocks been ever cut by non-Muslim majority areas.

22. On these grounds we must reject the union as a basis for ascertaining the communal distribution of population in Bengal. In our opinion, the only possible unit to adopt for this purpose would be the thana or police-station, this being the smallest unit for which published figures and maps are available and which gives a well-defined picture of the relative distribution of the two communities in the Province.

23. The Muslim League in their memorandum say that if the union is rejected,the sub-division should be adopted as the unit. We, however, consider the sub-division to be equally unacceptable for the following reasons, amongst others :—

(i) That a smaller workable unit being available, there is absolutely no reason for selecting a larger unit which will inevitably obscure the real position regarding the relative distribution of population. It may well happen that a heavy concentration of one particular community in one or two thanas in the sub-division may wholly change the communal character of the sub-division, although there may be a preponderence of the other community in the majority of thanas in the sub-division.

(ii) That a sub-division-wise partition of the Province is bound to leave considerable majority areas of Muslims or non-Muslims within the zone of the other community, and thereby defeat the ultimate object of partition. It is important to bear in mind in this connection the significant observation of His Excellency the Viceroy, while announcing the State Plan of the 3rd June 1947—"There can be no question", said His Excellency, "of coercing any, large areas in which one community has a majority, to live against their will under a Government in which another community has a majority."

24. Having now disposed of the question as to how majority areas are to be determined, we have next to consider the principles according to which such majority areas are to be amalgamated community-wise. As we have already pointed out, the terms of reference indicate that this is to be done on the basis of contiguity, which means physical contiguity, as well as "other factors". The mention of "other factors" makes it clear that contiguity is not to be the only determining principle : it may well happen that "other factors" will override the claims of contiguity. What these "other factors" are has not been specified in the terms of reference, nor do we think are they capable of specific enumeration. Undoubtedly, they

would include matters relating to strategy and defence, to historical and cultural associations, and to economic requirements considered from the standpoint of modern industry and commerce, as well as to other considerations which, to borrow the words used by His Excellency the Viceroy in another context, may aptly be summed up as "Geographical compulsion". The river system in Bengal as well as the means of communication between different parts of the Provicne would certainly be pertinent factors for consideration.

25. In this connection there is one important fact which we must not lose sight of, namely, that the division that is to be made is not an administrative or internal division between two Provinces, or between two units of a Federation. The boundary will be an international boundary, separating two independent sovereign States. Such boundary marks the limits of the region within which a State can exercise its sovereign authority, and with its location, various matters relating to immigration and restriction on visitors, imposition of custom duties and prevention of smuggling and contraband trade, are bound up. The boundary should undoubtedly be drawn up in such a manner as would obviate chance of friction and clashes in peace time. In addition to these peace-time functions, the requirements of military defence will also have to be considered. Natural boundaries are certainly to be preferred, but when they are not available recourse cannot but be had to artificial boundaries.

26. As regards the relative weight to be attached to "other factors" we cannot lay down any hard and fast rules. The task of weighing and appraising the merits of different factors is by no means easy, and the difficulty is obviously greater when conflicting considerations arise. In such cases, all that can be said is that the rule of justice, equity and fairness should prevail. Thus, for example, in our opinion, no factor should be allowed to operate in such a way as to militate against the fundamental rule of equity which we have emphasised before, that the proportion of Muslims in East Bengal to the total Muslim population of the Province should not be unduly lower or higher than the proportion of non-Muslims in West Bengal to the entire non-Muslim population of the Province.

27. Having cleared the ground, we shall now proceed to consider what areas should be assigned to the Muslim and non-Muslim parts of Bengal.

Burdwan Division.

We start with the six western districts, namely, Midnapore, Bankura, Howrah, Hooghly, Burdwan and Birbhum, which comprise what is known as the Burdwan Division. There is an overwhelming majority of non-

Muslim population in this area, the percentage of the Mulsims being only 13.90 of the total. In these six disctricts, the total number of police-stations is 120 and out of them only one, namely, Muraroi, which is situated at the extreme north-west corner of the Birbhum district, has a Muslim majority, the percentage of Muslim population being 54.65 only. The Muslim League wants that the Bhagirathi should be the natural boundary between West Bengal and East Bengal, but they are not willing to allot to West Bengal even the whole area west of the Bhagirathi, and they have claimed the Muraroi police-station along with a portion of Nalhati which is situated to the south, although the latter is a predominantly non-Muslim area, the percentage of Muslims therein being 44.84.

28. The whole scheme of partition presented by the Muslim League is so manifestly unfair and one-sided that one finds it difficult to take it seriously. According to the Muslim League, East Bengal should have the entirety of three out of five Divisions of Bengal (Chittagong, Rajshahi and Dacca Divisions), the city of Calcutta and practically the whole of the Presidency Division, the only areas left out of the latter being a portion of the Kandi sub-division of the Murshidabad district and a small portion of the Nadia district, including the town of Nabadwip which is situated on the west of the river Bhagirathi. Even in Burdwan Division, where the percentage of Muslim population is 13.90 in a total of 10,287,369, as already stated, they have not hesitated to claim a portion of the Birbhum district. It has been said by the Muslim League that a natural boundary is absolutely necessary in carving out a state. If the fixing of a natural boundary is the primary consideration, there is absolutely no reason why the Bhagirathi and another unknown river, known as the Brahmani, should be taken as the dividing line. There are mighty rivers in Bengal, like the Ganges, the Brahmaputra and the Meghna, which would serve admirably as a strong and well-marked natural frontier. Then, again, the Ganges on the north, the Bhagirathi on the west and the Garai or Madhumati on the east, would give a compact territory comprising practically the whole of the Presidency Division, and these rivers could very well be taken as boundaries so far as southern Bengal is concerned. There is no lack of suitable rivers in the northern portion of Bengal, and it is difficult to see on what conceivable principle the Bhagirathi must be taken to be the dividing line beyond which no claim of the non-Muslims could be entertained. It is not suggested that there are no non-Muslim majority areas on the east side of the Bhagirathi. If it is said that for the areas which could be claimed by West Bengal on grounds of contiguity and excess of non-Muslim population, it is not possible to find any natural boundary, the more proper course

would be to fix artificial boundaries rather than to take away non-Muslim majority areas from West Bengal. Mr Gupta on behalf of the Congress has given us a statistical analysis of the Muslim League scheme of partition, not challenged by any party, which shows at a glance the staggering results it involves. (See page 2 of the critical notes by the Congress in reply to Muslim League Memorandum). The Province of Bengal, with the exception of the Chittagong Hill Tracts, comprises an area of 71, 435 square miles. By the division suggested by the Muslim League, West Bengal would get 14,283 square miles only and the balance of 58,152 square miles would go to East Bengal. As the Muslim League claims the Chittagong Hill Tracts also, the total area ot Eastern Pakistan would be 63,159 square miles. As regards the population of the two parts, 4.45 of the total Muslim population of Bengal would be in the West Bengal area, while 95.55 per cent. would remain in East Bengal. Of the non-Muslim population, again, merely 33.11 per cent will have a place in West Bengal and 66.89 per cent will have to remain in East Bengal. It will be seen, therefore, that the Muslim League scheme outrageously violates one of the most fundamental principles of partition we have laid down above, namely, that the percentage of Muslims in East Bengal to the total Muslim population of the Province should be as nearly equal as possible to the percentage of non-Muslims in West Bengal to the total non-Muslim population of the Province. We shall have to discuss the scheme in detail when we deal with the different districts. It would be enough to say at the present moment that the scheme stands self-condemned.

29. So far as the Burdwan Division is concerned, we have no hesitaiton in saying that the entire Division should go to West Bengal without any diminution whatsoever. It would be an unnatural extension of the principle of contiguity, if the police-station of Muraroi which is the only Muslim majority thana in the whole of the Burdwan Division could be claimed as a part of East Bengal simply because two adjoining thanas in the adjacent district of Musrhidabad (Suti and Shamserganj) happen to possess a majority of Muslim population. We shall point out later that in our opinion the whole of the district of Murshidabad should be allotted to West Bengal, and if this position is accepted, obviously the question of Muraroi being a Muslim majority police-station would not at all be material. On no conceivable ground could the Muslim League claim Nalhati police-station which is a purely non-Muslim majority area, and even if Muraroi and Nalhati are taken together as one compact block, there will be still an excess of non-Muslim population.

Calcutta.

30. We now proceed to deal with Calcutta and the Presidency Division. Calcutta is a non-Muslim city per excellence. It is practically the heart of West Bengal situated entirely in a non-Muslim area, and its claim to be the capital of West Bengal seems to us to be irresistible. In the census of 1941, the total population of the city of Calcutta was estimated at 2,108,891, of which the Muslims numbered 497,535 and the non-Muslims 1,611,356. The Muslims, therefore represent only 23.59 of the total population. The records of the Calcutta Corporation prove beyond doubt that out of the total number of 81,159 premises which are assessed to consolidated rates, only 6,863, that is, 8.45 per cent. are held by Muslims. In 7 out of the 32 wards of the city, the percentage of Muslim holdings is less than 1 per cent., and in 13 out of the remaining 25 wards, it is less than 5 per cent. The total number of consolidated rates collected by the Calcutta Corporation per quarter is Rs. 52,19,674-4-6, and out of that the Muslims pay Rs. 3,23,324-4, which is 6.2 per cent. of the total. The contiguous areas of Calcutta are predominantly non-Muslim. It is really a city within the district of 24-Parganas, which forms its northern, southern and eastern boundary, and 67.53 per cent. of the population of 24-Parganas are non-Muslims. On the west of Calcutta, there is the Hooghly river which separates it from the Howrah district, and Howrah is pre-eminently a non-Muslim area, the non-Muslims constituting 80.12 per cent. of the total population. The city of Calcutta is the centre of a big industrial area which has grown up on both sides of the Hooghly, stretching from Kanchrapara to Budge Budge on one side and from Bansberia to Sankrail on the other. The population of the industrial area is overwhelmingly non-Muslim. It is difficult to see how in the face of these facts which no amount of ingenuity can rebut, a claim could be laid on behalf of the Muslim League to include either the whole or a portion of Calcutta within Eastern Pakistan. A claim has, however, been made. In the long and rambling statement that has been filed on behalf of the Muslim League many things have been said in a vague and elusive way. The arguments advanced by the Muslim League in support of their claim to Calcutta can be classified under two heads. In the first place, they claim some portion of Calcutta on the principle of contiguity of Muslim majority areas. In the second place, they claim the whole of the city by reference to "other factors".

31. Now, as regards the first agrument, what is said on behalf of the Muslim League is this :

> Certain wards of Calcutta which have a majority of Muslim population are contiguous of Bhangar police-station where also

the Muslims are in a majority. Bhangar is adjacent to Barasat sub-division, while Barasat is connected with Jessore, and both Barasat and Jessore are Muslim majority areas.

32. The argument is altogether unfounded and the Muslim League completely failed to establish it by any means. We shall deal with Bhangar and Barasat leater on, but assuming that Bhangar which is a Muslim majority area is connected with Barasat on the one hand and Calcutta on the other, there can be no doubt whatsoever that the contiguous areas of Calcutta which are touched by the Bhangar police-station are all non-Muslim areas. We have examined the map of the Bhangar police-station carefully, and Mr. Hamidul Huq on behalf of the Muslim League has placed before us a big map of the city of Calcutta. The Bhangar police-station undoubtedly touches a small portion of ward No. 28 and possibly also of ward No. 18 of the Calcutta Corporation. Both wards Nos. 18 and 28, however, are non-Muslim areas. Ward No. 18 is known as Tangra, where out of a total population of 28, 169 the Muslims number 6,632. In ward No. 28 or Belliaghata, again the strength of the Muslim population is 32,153 out of a total of 86,408. It is absolutely incorrect to say that the Muslims are in a majority in district No. III of the Calcutta Corporation. They enjoy a majority in five wards out of 32 : to wit, wards Nos. 8,14,20,21 and 25, and only wards Nos. 20 and 21 are included in district III. In ward No. 21, again, their majority is 927 in a total of 62,519. Mr. Hamidul Huq completely failed to establish that any Muslim majority area in Calcutta abuts on the Bhangar police-station.

33. The "other factors" which have been pressed for consideration by the Muslim League in support of their demand for the whole of Calcutta appear to us to be altogether fanciful and not worthy of serious consideration. The first ground put forward is that Calcutta is preeminently a city of jute. As jute comes mainly from East Bengal, Calcutta should go to Pakistan. The reply to this is of a two-fold character. In the first place, it is not correct to say that Calcutta is primarily a city of jute. As a great emporium of trade and an exporting centre, Calcutta deals with various commodities besides jute, such as tea, coal, hardware, textiles and others. The Administration Report of the Commissioners of the Port of Calcutta for the year 1938-39 goes to show that the quantity of jute exported form Calcutta during this period did not go up to even one-tenth of the total goods exported. In the second place, Calcutta does not grow but only exports jute. and the mere fact that jute is exported from a particular place can hardly be a ground for demanding that that place should be included in the area where jute is grown. As said above, Calcutta exports a large

number of other articles like coal, manganese, mica, etc., and nobody can seriously suggest that Calcutta should be made a part of those areas where these minerals are to be found or are worked out.

34. The next ground urged is that the Port of Calcutta is largely a product of labour and toil of generations of Muslim laskars, seamen, rivermen, etc. The obvious answer is that laskars and seamen did not create the city or the port. It is the trade that is carried on in the port that attracts these workers from outside and keeps the whole thing going. The extent of the trade, again, depends upon many other factors, such as the financial set-up in the city, the currency and exchange facilities, the business enterprise and so forth. Those who worked as seamen and laskars undoubtedly contributed their share to the development of trade and industry in the city, but it is absurd to suggest that because a section of workers belong to a particular community, the city should be made over to that area where that community has a numerical majority. It cannot be disputed that the trade and industry of Calcutta are mostly in the hands of non-Muslims and the majority of educational and charitable institutions have been founded by them. Out of a total endowment of Rupees one crore thirty lakhs which is held by the Calcutta University for eudcational purposes, Rupees one crore twenty-nine lakhs have been contributed by non-Muslims. In the building up of Calcutta, as it now stands, the maximum part has undoubtedly been played by the non-Muslims. It is difficult to sense any logic or justice in the argument that because the Muslim laskars and seamen work in large numbers in the Calcutta port, the city ought to be allotted to Muslim Bengal.

35. The third ground taken is that the entire "water front" stretching from Garden Reach to Armenian Ghat including the High Court is manifestly Muslim. This is another fallacious argument. The entire port area is the property of the Port Commissioners. As regards the building, docks and jetties which abut on this line, the Kidderpore Docks, the Garden Reach Jetty, and the headquarters of the Bengal Nagpur Railway are certainly not owned by the Muslims. After these there is the Clive Mill, and the Teaware House of the Calcutta Port Commissioners, none of which can be claimed by Muslims on communal grounds. Leaving aside the ownership of docks, buildings and jetties, what completely demolishes the argument of the Muslim League is that even if there is a "water front" as alleged, it is predominantly non-Muslim in its composition. A separate census is taken for the port area, and the Census Report of 1941 shows that the total population of this area is 31,873 of which 12,494 are Muslims.

36. It is next stated in the memorandum of the Muslim League that as Calcutta is the centre of a big industrial area, it should be in Pakistan, but

as has been said already, the whole industrial area form Kanchrapara to Budge Budge is a non-Muslim majority area.

37. It is stated then that there are two Ordanance Factories at Ichapore and Cossipore and it is proper that they should be allotted to Pakistan along with Calcutta. The argument is that as the Indian Army is going to be divided, the Pakistan must be given some Ordnance Factories. We do not think that the existence of Ordnance Factories in a particular area which is entirely non-Muslim in character is a ground for claiming that area, even though it is not at all contiguous to any Muslim majority territory. The Ordnance factories are assets which would undoubtedly have to be divided between the two States, but that is a matter entirely, out of our jurisdiction. The question of dismantling the Ordnance Factories or moving parts of it does not concern us at all. It could be dealt with by other persons to whom this work has been entrusted.

38. Similarly, the Muslim League claim to the whole of Bengal Assam Railway system and the Kanchrapara workshop is altogether unfounded. The argument of the Muslim League seems to be that as the entire Bengal Assam Railway runs through a large part of Muslim area, they should he given the entire railway system. At any rate, they must get the Railway Workshop at Kanchrapara, although it is situated in an entirely non-Muslim area. The only reason put forward is that otherwise they would find it difficult to repair and construct locomotives, wagons and coaches. We agree with Mr. Gupta that this is typical of the many arguments which have been put forward by the Muslim League. The Eastern Pakistan will be put in a disadvantageous position unless they get something and, therefore, that thing must be given to it. When a territory which was once an integral whole is divided into two separate and indepedent States, disadvantages are bound to arise in one State or the other, which would not have arisen if no partition had taken place. This must be taken to be the inevitable consequence of the decision of the major political-parties who agreed to divide India. Both East and West Bengal would lack many things at the present moment and they would have to build up factories and workshops that might be needed. When the Province is being divided, the railways and the railway stock would also be divided, and undoubtedly, there would be treaties between the two States in regard to railways which run through both of them. Each of the States would have its due share of the existing railways assets, but as we have said above, this is a matter relating to division of assets and not of demarcation of boundaries at all. We may point out, however, that the Bengal Assam Railway has got two main workshops, one at Kancharapara and the other at Saidpore. They are for

repairs of all classes of stock, locomotives, coaches and wagons. There is another and a small workshop at Dacca. The Saidpore factory undoubtedly does metre gauge work primarily, but with little modification it can be utilised for broad gauge work also and this was partially done during the war time when a scheme for re-conditioning this workshop was taken up and a sum of nearly sixty-four lakhs of rupees was spent upon it. The reconditioning was dropped as broad gauge works were taken up by East Indian and Bengal Nagpur Railways' workshops. It has been suggested by certain non-Muslim organisations that the few additional plants and machinery that might be required for reconditioning the Saidpore workshop for undertaking broad gauge work might be transferred from the assets falling to India on account of division of railway assets in other areas. This is a matter, however, which does not concern us at all.

39. The last argument put forward in support of the claim to Calcutta is that there are telegraph, telephone and motor workshops in Calcutta which are not in the Pakistan area at the present moment. The Eastern Pakistan certainly would have to provide for these things in their capital, but that is a question of money and nothing else.

40. In course of argument, a suggestion was made that some portion of Calcutta where the majority of the residents are Muslims might be allotted to Pakistan. We do not think that this claim is at all proper or even feasible. A town ordinarily should not be partitioned and much less a capital-city, and the idea of a capital city being shared by two different and indepedent States is smiply absurd on the face of it. It is necessary that the frontier of a State should be removed from the capital city and must not be close to it. In these circumstances, the suggestion of dividing Calcutta itself into Muslim and non-Muslim parts seems to us to be altogether preposterous.

41. In our opinion all the grounds mentioned above, are frivolous and it is against all canons of fairness for the Muslim League to claim nearly the whole of Calcutta either on grounds of contiguity and majority of population and where these grounds fail, simply on the plea that it would suit them very well to have these areas within Pakistan.

24-Parganas.

42. After Calcutta, we come to the district of 24-Parganas, which is in close proximity to the city and literally surrounds it on three sides. The district of 24-Parganas has a decidedly non-Muslim majority, the Muslims being only 32.47 per cent., of the total population. There are five sub-divisions under the district, namely, Diamond Harbour, Sadar, Barrackpore, Barasat and Basirhat. All these sub-divisions, with the exception of

Barasat, are non-Muslim majority areas.

(i) Diamond Harbour—In the Diamond Harbour sub-division, all the police-stations have non-Muslim majority. Absolutely no reason has been assigned by the Muslim League as to why this area should be allotted to Pakistan, except that according to the League, the river Bhagirathi is the only boundary possible between West and East Bengal and whatever is to the East of the river should go to Pakistan.

(ii) Sadar—The Sadar sub-division contains 11 thanas, of which 2 only, namely, Metiabruz and Bhangar, have a majority of Muslim population. Metiabruz is admittedly a small Muslim pocket sorrounded on all sides by non-Muslim areas. Bhangar has a Muslim populaiton of 57.78 per cent. As has been said already, it is very near to Calcutta and some portions of it are in close proximity to wards Nos. 18 and 28 of the Calcutta Corporation. It seems to us that Bhangar is a sort of inseparable adjunct of, or appendage to, the city of Calcutta and the people living there are for economic purposes, absolutely dependent on the latter. There is a Salt Lake on one portion of the police-station, the rest being mainly agricultural lands, and the agriculturists and vegetable growers have their only market in Calcutta.

· (iii) Barasat and (iv) Basirhat.—Contiguous to Bhanagar, is the Barasat sub-division of the 24-Parganas and to the east of that is Basirhat. To the further east is the Satkhira sub-division of the Khulna district. Barasat, Basirhat and Satkhira sub-division area connected with each other and with Calcutta socially, culturally and economically. Barasat is only 14 miles distant from Calcutta and the distance of Satkhira from the city is about 38 miles. Barasat has a slight Muslim majority, and of the 5 thanas comprised in the sub-division only one, namely, Rajarhat, has a majority of non-Muslim population. Basirhat, taken as a whole has a non-Muslim majority. It has 6 thanas, 3 of which namely, Surupnagar. Baduria and Basirhat, have a majority of Muslim, while the rest are non-Muslim majority thanas. The total poputation of Barasat and Basirhat sub-division taken together comes up to 911,238 of which 434,353 (that is, less than half), are Muslims. If we add to these the Satkhira sub-division, the total becomes 1,605,174; but even then the number of Muslims remains less than half, that is, 800,420. In our opinion, the Bhangar police-station as well as the areas comprised in the sub-divisions of Barasat, Basirhat and Satkhira, which really form one continuous compact block, should remain in West Bengal and must not be detached from Calcutta. The main reasons are these—

(a) In the first place, it would be seen that the eastern boundary of Bengal would be the eastern Frontier of India and the dividing line between India and Eastern Pakistan. It is a well-accepted

proposition that the frontier of a State should be removed as far as possible from its capital city, its main power and its industrial establishments. There can be no doubt that Calcutta will be the capital city and port of West Bengal and around about Calcutta there is a big industrial area. The frontier should be kept at least at a distance of 40 to 50 miles from this region. It is immaterial, as has been suggested, at some quarters, that there is no place in lower Bengal which can be made useful for strategic purposes. Apart from military defence, well-defined and effective frontiers are necessary form peace purposes also. They are necessary to prevent border raids and smuggling, to ward off the unsocial activities of criminals and the roving banditti who are always tempted to make the border regions their hunting ground. Lord Curzon who as Viceroy of India organized and conducted not less than five boundary commissions, said in one of his memorable speeches : "Frontiers are indeed the razor's edge on which hang suspended the modern issues of war and peace, of life and death of nations. Just as the protection of house is the most vital care of the private citizen, so the integrity of our borders the condition of the existence of the State" (Vide Roman Lectures, 1902-10, Frontiers, page 7). It would be disastrous for West Bengal if its frontier is allowed to be placed in proximity to its capital city in the vicinity of Barasat Bhangar police-station.

(b) In the second place, the closeness to the capital city and economic establishments has made these areas absolutely dependent on Calcutta for economic purposes, and Calcutta is dependent on them for its daily supplies of food and other necessaries. Fish, eggs, milk; vegetables and other foods required for consumption in Calcutta come in large quantity from these places and the producers and the middlemen earn their livelihood by selling these articles in the Calcutta market. Waterways and roads have been constructed at enormous expenses by the Hindu zamindars of these localities for establishing easy trade routes with Calcutta, and the quantities of perishable articles that come daily to Calcutta cannot possibly be diverted to any other market in East Bengal. The number of daily passengers from these places, who travels by local trains and are employees under Government mercantile firms, or carry on their business in Calcutta, run into thousands and there would be a total economic collapse if this area is severed from Calcutta and joined to Eastern Pakistan.

(c) In the third place, it is absolutely necessary to keep this area attached to Calcutta with a view to preserve the drainage and conservancy arrangements of the capital city. Since silting up of the river Bidyadhari, Calcutta is dependent for drainage outfall entirely on the Kulti series of rivers and new drainage system has been in operation since 1936, upon which nearly a crore of rupees has been spent already. The Kulti channels lie within Basirhat and Barasat sub-divisions as such they form an integral part of the drainage system of Calcutta. It is to be noted that Bhangar thana has no other drainage outlet than the Corporation drainage channels. (See. note submitted at our instance by the Chief Engineer of the Corporation of Calcutta : Annexure D.*)

(d) Barrackpore.—The only other sub-division of 24-Parganas is Barrackpore, which is overwhelmingly non-Muslim in its composition. In this sub-division, the Muslim represent only 23.70 per cent. of the total population, and all the 11 thanas comprised in it have a non-Muslim majority. It is difficult to see on what grounds the Muslims could lay any claim to this non-Muslim area which is contiguous to Calcutta on the south and the non-Muslim area of Ranaghat sub-division on the north. One ground suggested in the memorandum of the Muslim League is that this being an industrial area there is a considerable amount of floating population, and the census figures cannot be accepted as a proper criterion for determining whether it is a Muslim or non-Muslim majority area. By way of illustration it is said that Barasat which is a non-industrial area has a majority of Muslim population. The argument, if we may say so, is one of despair. If there is a floating population in an industrial area, that does not consist of non-Muslims only but must comprise Muslims as well, so that this is no criterion for holding that if one leaves out the floating population altogether, the remaining 23.70 per cent. of the Muslim population in this locality would be converted into a majority. It is well known that there is a considerable body of permanent residents in these areas who do not change their place of employment too frequently. It is not at all correct to say that because Barasat is a non-industrial area, it has a majority of Muslim population. Barasat is really a part of the industrial area which has grown round Calcutta. On the other hand Basirhat and Diamond Harbour sub-divisions of 24-Parganas which are far from this area have both of them a majority of non-Muslim population.

The other argument of the Muslim League that there is a Railway

* Not given here

Workshop at Kaachrapara and a Station Yard at Naihati and these things would be very much advantageous to the Pakistan Bengal, is one that we have already discussed in connection with the Muslim League's claim to Calcutta and any further discussion of this point is unnecessary.

43. In our opinion, the whole of the district of 24-Parganas should remain in West Bengal.

Khulna.

44. The district of Khulna lies to the contiguous east of 24-Parganas. It is a non-Muslim majority district and, in our opinion, with the exception of the areas covered by police-stations Moralgunge and Sarankhola and the portion of Sundarban forest lying to the south of the latter, the rest of the district should remain in West Bengal. There are three sub-divisions in the district of Khulna, viz, Satkhira, Sadar, and Barasat, and the Sundarban forest is a continuous belt which stretches across the southern portions of all the three sub-divisions. This tract is an uninhabited territory of reserved forests, and we propose to deal with it separately.

(i) Satkhira.—We have already given reasons as to why Satkhira should remain in West Bengal. We may further point out that the only motorable road connecting the town of Khulna with Calcutta lies to the north of Satkhira and passes through Tala, Basirhat, Deganga and Barasat. The area south of the Calcutta-Khulna road via Satkhira is intersected by estuarian creeks and swamps, and these form a terrain quite unsuitable for railways or good roads being built thereon. This sub-division, it may be noted, contains seven police-stations out of which three, viz., Debhatta, Assasuni, and Shyamnagar are non-Muslim majority areas and are contiguous to large tracts of non-Muslim areas on the east as well as on the west. Of the four Muslim majority thanas, Kaliganj forms an island surrounded on all sides by non-Muslims areas.

(ii) Sadar.—To the east of the Satkhira sub-division is Khulna Sadar and to the west is Basirhat, and both are non-Muslim areas. The Sadar sub-division of Khulna has a non-Muslim majority. There are 8 thanas, of which one only, namely, police-station Fultala, has an excess of Muslim population. Fultala is surrounded on all sides by non-Muslim areas and cannot be claimed by East Bengal. It is pointed out on behalf of the Muslim League that police-station Tarakheda, which was non-Muslim during the census operations of 1941, has now got a Muslim majority by reason of the fact that one union appertaining to it has been separated from the station and attached to the contiguous thana of Doulatpur. We think that we are to proceed on the basis of the census figures of 1941, a subsequent change is

immaterial, but even if Tarakheda be now regarded as a Muslim majority police-station. it will also be a Muslim "pocket" along with Mollahat.

(iii) Bagerhat.—As a sub-division, Bagerhat has a slight majority of Muslim population, the percentage of Muslims being 53.77. There are 7 thanas, of which 4 have non-Muslim majority, and 3 Muslim majority. Of the 3 Muslim majority thanas, Mollahat is surrounded on all sides by non-Muslim areas and has a Muslim population only of 51.89 per cent. The other two, namely, Morelganj and Sarankhola, contain the heaviest concentration of Muslims in the sub-division, the percentage being as high as 71.63 and 80.38, respectively. Both these thanas are in the extreme east and abut on the Bakarganj district. We have no hesitation in saying that these two predominantly Muslim thanas should go with Bakarganj and form a part of East Bengal. Of the other 5 thanas, 4 as we have said already, have non-Muslim majority, and only one namely, Mollahat, which has an excess of Muslim population would have to be reckoned as a Muslim "pocket". The entire sub-division of Bagerhat, therefore minus the police-stations of Morelganj and Sarankhola, should remain in West Bengal. Excluding these two thanas, the entire area will be found to be predomimantly non-Muslim.

45. The Muslim League's claim to Khulna rests upon a three-fold ground. In the first place, it is said that the census figures relating to this area were inflated and could not be looked upon as a proper criterion for ascertaining the character of the population. It is said, in the second place, that the Sundarban forest was reclaimed primarily by the Muslims and they have a moral claim to it. In the third place, it is asserted that the contiguity of the non-Muslim areas is cut off by the presence of a number of Muslim unions.

46. The first ground is one which can be urged by the non-Muslims also with regard to various other areas which show a Muslim majority, and in fact the non-Muslims never accepted the census figures of 1941 as correct, as the census operations were conducted by the Mulsim League Ministry of Bengal. We have, however, no means of investigating whether the census figures are correct or not. Even if the census figures of a particular locality could be proved to be incorrect, that would not warrant the conclusion that had these been correct, the communal majority character of that area would have been reversed.

47. As regards the second ground, no materials have been placed before us to show that the Sundarbans were re-claimed by the Muslims only and that the non-Muslims had no share in the work of reclamation.

48. Regarding the third ground, we have already stated that no reliance could be placed upon union maps and we cannot determine the queston of contiguity of areas on the basis of such maps. Undoubtedly,

there is contiguity between Khulna and 24-Parganas, even if all the non-Muslim majority police-stations are left out.

49. The Sundarbans.—We now proceed to give some details regarding the forest tract which is situated to the extreme south of the Khulna district. This area really forms part of the five southernmost thanas of the district., viz., Shyamnagar, Paikgacha, Dacope, Rampal and Sarankhola (of which only the last one is a Muslim majority area). For the purposes of census, however, the Sundarban forest was taken as a separate unit in 1941, though not at the previous census in 1931. The last census figures for these thanas do not, therefore, include the forest area. The forest is recorded as comprising an area of 2,314 square miles, of which the entire populaiton is stated to be 7,474. Out of these, 4,925 are Muslims and the rest non-Muslims. And of the entire population, be it noted, only 95 are females.

50. The position, therefore, is that for every square mile there are less than 4 inhabitants, and the female populaiton is practically nil. An explanation for this abnormal state of affairs is furnished by many official documents among which reference may be made to the Disctrict Gazetteer of Khulna, the Abridged Annual Report of Forest Administration in Bengal for the year 1943-44, and the Final Report of Mr. L. R. Fawcus, I.C.S., of the Khulna Settlement. We gather from these that the clearance of Sundarban forest was rigidly controlled by Government, as experts were of opinion that unless the sea-front was guarded by roots of trees of deep forests, the soil would be swept away by erosion. The result was that no permanent population was allowed to stay in the forest. They could only come for the purpose of getting timber, honey and fish, etc., and a strict permit system was enforced for regulating the movement of the forest population (*vide* page 118, paragraph 174 of Fawcus's Final Report on Khulna Settlement). The Abridged Annual Report of Forest Administration, 1943-44 (*vide* pages 64-65) shows that the revenue receipts were only from forest products in the Sundrabans and not form any rents realised from settled lands. In the District Gazetteer of Khulna, the follwing statement occurs in connection with census figures of the forest population :

> "Two points call for notice regarding these enumerations (that is, census enumerations) : the first is that the returns depend to a large extent on the labourers from other districts who happened to be temporarily in the district at the time of the census and whose proportion varies with the season" (*vide* page 53.)

It is pertinent to refer to a short extract from the Census Report of 1931 (Volume V, Part I, page 97, paragraph 121) :—

> "After the rains a number of immigrants from Chittagong and

further east go to Khulna to catch and dry or salt fish which is considered a great delicacy in Burma and further East, and there was a certain number of the temporary residents engaged in their trade in the Sundarbans of Khulna and 24-Parganas when the census was taken."

The same state of things must have prevailed also in 1941 when the last census was taken.

51. The inescapable conclusion, therefore, is that the whole forest tract must be treated as an area without any permanent populaiton, in other words, as an uninhabited area, and it must go with the police-station of which it forms a part.

52. It is worth pointing out that even if the entire Sundarban population is taken along with the population of all the thana areas on its north, including the heavy Muslim majority thana of Sarankhola, the Muslim percentage works out only at 45.3, and if Sarankhola is excluded, it will be substantially lower.

53. It follows that the Khulna Sunderbans so far as they are the southern part of Sarankhola police-station should go to East Bengal (along with the rest of the thana), while the remaining area of the forest constituting the southern portions of the other police-stations with non-Muslim majority, should remain in West Bengal.

N.B.—In connection with the Sunderban area it is necessary to point out a vital mistake occurring in the maps prepared by the Director of Land Records and Surveys at the ad hoc direction of ihe Hon'ble Minister of Land and Land Revenue, Mr. Fazlur Rahaman, as they give an entirely misleading idea of the communal composition of the population in the sub-divisions and thanas of the Khulna district. The entire area in the south of Khulna, including the police-stations of Shyamnagar, Paikgacha, Dacope and Rampal, has been painted green (representing Muslim majority), though all these police-stations have non-Muslim majority, and the only Muslim majority thana lying to the north of the Sunderbans is Sarankhola. (*See* copy of D. O. letter No. 383D., dated the 23rd July, 1947, from the Director of Land Records and Surveys with enclosures—Annexure E*).

Faridpur And Bakarganj

54. Touching Khulna on the north-east side is the Gopalgunj sub-division of the Faridpur district, comprising police-station Gopalgunj, Kotalipara, Mukshedpur, and Kasiani, all of which have non-Muslim

* Not given here

majority. To the contiguous east of this group of thanas is police-station Rajair of Madaripur sub-division and to the west lie the four thanas of the Jessore district, viz., Salikha, Abhaynagar, Kalia and Narail, all of which have a majority of non-Muslim population. To the adjacent south of the Gopalgunj sub-division are the non-Muslim majority police-stations of Gournadi, Nazirpur, Swarupkati and Jhalakati. This whole tract of land which abuts on the Khulna district on its northern and eastern side constitutes a compact block of non-Muslim majority area and should certainly be made a part of West Benga!. The large majority of the Hindu population in this area are Namasudras and other Scheduled Caste people.

It should be mentioned here that Kotalipara of the Gopalgunj sub-division is an ancient seat of Hindu learning, and Orakandy within police-station Kasiani is regarded as a place of pilgrimage by the Namasudras.

The town of Khulna is more easily accessible to this part of Faridpur than the headquarters town of the Faridpur district.

55. Quite apart from the consideration of these additional facts, we have no hesitation in saying that on grounds of contiguity and excess of non-Muslim population the entire Gopalgunj sub-division of the Faridpur district as well as the police-station Rajair in the sub-division on Madaripur should go to West Bengal.

56. So far as the disctrict of Bakarganj is concerned, as we have said above, the four contiguous police-stations of Gournadi, Swarupkati, Jhalalkati and Nazirpur are non-Muslim majority areas, and being contiguous to Gopalgunj in the north and Khulna on the west, they cannot but be included in West Bengal. We think that two other police-Stations, viz., Uzirpur and Banaripara, as also a part of police-station Barisal which lies on the west of the river Barisal, should be included in this group. Uzirpur was originally a part of Gournadi and was included in the same revenue unit, whereas police-station Banaripara was once a part of Swarupkati and Nazirpur. As regards the part of police-station Barisal which we recommend for inclusion, this area includes the town of Barisal which is overwhelmingly non-Muslim in the composition of its population. It is a remarkable fact that these thanas of Barisal, constituting as they do about one-sixth of the total area of the district, form a block in which nearly half the entire non-Muslim population of the district is concentrated.

57. With the exception of the portions of Faridpur and Bakarganj districts referred to above, no other part of the Dacca Division can possibly be included in West Bengal.

Jessore

58. The only four police-stations in the district of Jessore which have a non-Muslim majority are (i) Abhaynagar in the Sadar sub-division, (ii) Salikha in the Magura Sub-division, and (iii) Narail and Kalia in the Narail sub-division. They are contiguous to each other, and as we have said already, form a compact block with Gopalgunj sub-division of Faridpur and the northern portion of the Khulna Sadar sub-division. There can be no question that the whole of this area should be included in West Bengal.

59. In our opinion, the police-station of Bagherpara, Jessore, Jhikargacha, Manirampur, Keshabpur, Sarsa, Gaighata and Bongaon, though Muslim majority, should also be added to the four police-stations mentioned above, and the consideration which impels us to make this recommendation is the very important factor of communication and transport. The railway line and also the principal road which connect Calcutta and 24-Parganas with Khulna run over this area. If Calcutta and the districts of 24-Parganas and Khulna are to remain parts of West Bengal, as recommended by us, this area, which is covered by the Calcutta-Khulna railway and the Calcutta-Khulna road, would be indispensable to West Bengal, as otherwise, one part of West Bengal would, in spite of physical contiguity, be separated completely for all practical purposes from the other part. As has been already pointed out, the area connecting Khulna directly with 24-Parganas and Calcutta consists of marshy swamps on which no railway or good road could be built. It is an accepted principle of international law that frontiers should be fixed in such a way that railways joining different portions of the same territory should not pass through an intervening strip of foreign territory. If the terminal of a railway line is a port or a capital city, the area through which is passes is a natural objective of the State to which the port or the capital belongs. One of the Polish claims to certain parts of the Corridor region was to bring the Danzig-Dvischan-Mlawa-Warsaw Railway within their control. This was the shortest line from the Polish Capital to the sea, but it passed through German territory. The Committee of Polish Affairs at the Paris Conference of 1919 decided in its First Report that the territory should be given to Poland and the view was confirmed in the Second Report (*vide* Norman Hill, Claims to Territory in International Law and Relation, pages 101 and 102). On this principle also, it seems to us that West Bengal can legitimately claim this portion of the Jessore district.

Nadia and Murshidabad

60. There remain two other districts in the Presidency Division, viz., the district of Nadia and the district of Murshidabad. We may take both of

them together.

61. *Ranaghat, Sadar, Meherpur, Chuadanga and Kustia.*—The district of Nadia consists of five sub-division, viz., Ranaghat, Sadar, Meherpur, Chuadanga and Kustia. Proceeding from south upwards, the Ranaghat sub-division, which has a non-Muslim majority touches the 24-Parganas north of the district and the latter is admittedly a non-Muslim area. Within Ranaghat there are five police-stations; three of them have a majority of non-Muslims and two an excess of Muslim population. Ranaghat, Santipur and Chakdah are not only non-Muslim majority police-station, but all the three Municipal towns within them are predominantly non-Muslim in their composition. Haringhata and Hanshkhali are the two Muslim majority police-stations.

62. Contiguous to Ranaghat is the Sadar sub-division of Krishnagar, which also has a non-Muslim majority. In the Sadar sub-division, there are five police-stations; of which three have non-Muslim and two Muslim majority. Nakashipara and Chapra are the two Muslim majority police-stations.

63. In our opinion, the entire area covered by all the ten police-stations in the Ranaghat and Sadar sub-division, which forms a compact block and economically and geographically constitutes an integral unit, having an overall excess of non-Muslim population, should go to West Bengal. An additional factor which we cannot ignore is that the entire area comprising Ranaghat and Krishnagar is the cultural stronghold of the Bengali Hindus. Many cultural and religious movements radiated from this area in the past, and there are many sacred places within it which are looked upon with reverence by the entire Hindu community.

64. We may add a word here as regards the town of Nabadwip, which together with two adjacent villages constitues the only portion of the Nadia district situated on the west bank of the river Bhagirathi. It is not disputed by any of the parties that it should remain in West Bengal. This area, though linked up for administrative purposes with the district of Nadia, is geographically situated within the Kalna sub-division of the Burdwan district, which has not been claimed by the Muslims. It is not only a place of great sanctity to the Vaisnavas all over India, but is the seat of one of the oldest Universities of Sanskrit learning. The Muslims in Nabadwip constitute only 2 per cent., of the entire population.

65. An argument was advanced by one of the Muslim organisations that in the Sadar sub-divisions of Krishnagar and Ranaghat there is a preponderance of non-Muslim population only in the four towns of Chakdah, Ranaghat, Krishnagar and Santipur. It is said that the villages round these towns have a majority of Muslim inhabitants, and if these

towns are excluded for purposes of computations, this area would be a Muslim majority area. It is difficult to appreciate the logic of this argument. Obviously, you cannot exclude these towns for the purpose of making the area Muslim majority one, and then include these towns on that very same ground. The other argument is that contiguity is broken by the presence of Muslim majority unions. We have said already that we cannot attach any value to the union maps which have been produced before us and which do not show the boundaries of the unions at all. On the principle of contiguity and majority of population, West Bengal can legitimately claim the entire stretch of land comprising all the police-stations of Ranaghat and Krishnagar sub-divisions and the police-station of Krishnagunj as well. The police-stations comprised in the other three sub-divisions on Nadia, viz., Kustia, Chuadanga and Meherpur, are Muslim majority police-stations, and no claim can obviously be laid too them by West Bengal on grounds of contiguity and excess of non-Muslim population.

66. In our opinion, however, there are certain overriding considerations referred to below which induce us to recommend that all the police-stations in the Meherpur and Chuadanga sub-divisions of the Nadia district which lie to the west of the Matabhanga river, or through which the river flows, should be assigned to West Bengal. This would include the whole of the Meherpur sub-division and a very small portion of Chuadanga (police-stations Krishnaganj and Damurhuda). The bulk of Chuadanga (containing the remaining three police-stations) and the entire Kustia sub-division would remain in East Bengal. The same factors should, in our opinion, require the inclusion in West Bengal of the entire district of Murshidabad and not merely of the portions which are convered by the non-Muslim police-stations of the district.

67. It is stated by no less an authority than A. Webster (*vide* his Report on the Future Deyelopment of the Port of Calcutta. page 5) that the existence of the Port of Calcutta depends entirely upon the maintenance of adequate water-supply in the river Hoogly. Not only the existence of the Calcutta Port but the health, sanitation and industrial life of the entire tract of land known as Central Bengal hinges upon this river. The river Hooghly is formed by the confluence of the Bhagirathi with the Jalangi at Nabadwip, and the Mathabhanga subsequently joins them at Chakdah. The Bhagirathi, the Jalangi and the Matabhanga are known as the Nadia rivers, and they are the principal fresh water feeders of the Hooghly. It is well known that the Bhagirathi which once constituted the main channel of the Ganges now practically remains cut off from the latter except during the floods, and even then, the share of the Ganges flood that it receives is almost

insignificant as compared with what passed before the division. In the words of Sir William Willococks, "The Ganges at the head of this river (Bhagirathi) has played havoc with it altogether and until protection works fix the bank and dredging works keep the Ganges in a suitable channel. the Bhagirathi will contiune to silt up and the Hooghly will become shallower and shallower". "The Calcutta Port Trust", he says, "spent their time and money on the Hooghly. They would show wisdom if they spent some of both on the head of the Bhagrathi. The Ganges is out of hand and old landmarks are disappearing. If any of the Port Trust, think, I am over-stating, I am prepared to go with them to the heads of the Bhagirathi. Once the Ganges is trained and the banks protected and the Nadia barrage built, the Hooghly will become suitable, and there will be enough of water all the year round for perennial irrigation by pumps for scores of miles above and below Calcufta and for 20 miles inland. The dirty grubby slumps and environment of the city will have had their place taken by a much larger landscape as we see around Cairo" (*vide* The Restoration of the Ancient Irrigation of Bengal by Sir William Willcocks pages 13-14).

68. According to Sir William, the construction of a barrage across the Ganges is the only solution of the problem. The feasibility of the proposal from the economic point of view has been doubted by other experts (*vide* S. C. Majumdar's Rivers of the Bengal Delta, page 77). Whether a barrage could be constructed or not, it is essential that to maintain the water-supply ot the Hooghly and resuscitate the various distributary channels which are dead or dying, some steps would have to be taken. Another difficulty has arisen from the fact that owing to the absence of supply of sweet water from the Ganges and other rivers, there has been an increase of salinity in the water of the Hooghly, on which the city of Calcutta is dependent for its water supply (*vide* Majumber, page 76). It is admitted by all experts that the only solution of all these difficulties is the restoration of the Ganges spill. "The principal spill channels, which are not yet completely dead and on which we have to depend for the purpose of drawing from the Ganges are carrying a portion of her flood and for flushing this area, are the Bhagirathi the Jalangi and the Matabhanga" (*vide* Majumder, page 77).

69. The improvement of these rivers is essential for the preservation, of Central Bengal, and whether a barrage is to be constructed, or dredging has to be resorted to, it is not pertinent for us to discuss for our present purpose. It is necessary that some means or other should be found by which an appreciable portion of the Ganges flood can be induced to pass through these three Nadia rivers in preference to the Padma the hydraulic conditions of which are, of course, much more efficient. In order to do this, and to

prevent the Hooghly from languishing altogether and ruining the health and industry of Bengal, it is absolutely necessary that the head waters of the Hooghly should be under the control of the West Bengal State. The Bhagirathi, the Jalangi and the Matabhanga take off from the Ganges at Mondai, Akrigunj and Jalangi, and it is essential that these places which are within the districts of Nadia and Murshidabad should be within the West Bengal State. The League has shown great anxiety to show that the river Hooghly can maintain herself without the Jalangi and the Matabhanga, for she receives supply from the West Bengal rivers like the Ajoy, the Dwarka and the Damodar. The Damodar has joined the Hooghly at a point far south of Calcutta; neither of these three rivers has any flowing channel and they remain dry except during the monsoon. The West Bengal rivers, as Mr. Majumdar points out, contribute very little supply of fresh water to the Hooghly during the dry season, and as their connections with the Ganges also remain cut off then, the only source of supply of sweet water for these spill channels in Central Bengal is what they can draw by percolation from the Ganges from the sandy beds at their off-takes and sub-soil storage. This, as Mr. Majumdar rightly points out, is a serious position, and unless a proper solution could be found, the result would be disastrous to Bengal.

70. Mr. T. M. Oag, whose authority is cited by Mr. Hamidul Huq, himself states in his Report on the river Hooghly and its head-waters (*vide* page 33) that the condition of the off-take of the Bhagirathi in the year 1939 indicated that a further period of deterioration was in store for her unless a new entrant opened. In his opinion, the Bhagirathi, the Jalangi and the Matabhanga off-takes are in more favourable positions for the improvement of these rivers, and the Jalangi has great possibilities of serving the Hooghly as an effective feeder for many years. Mr. Oag summarises his conclusion in the following manner :–

> "There must come a time of retrogression if the fresh water-supply continues to be cut off during the dry season and reliance is placed solely on tidal action and limited dredging to maintain the channels. There seems no doubt that the fresh water-supply has diminished during the dry season and therefore a critical condition lies ahead if the supply cannot be restored" (*vide* page 130)

71. In our opinion, in order to keep alive the Jalangi, the Matabhanga and the Bhagirathi, it is absolutely necessary that their off-takes from the Ganges should be included in West Bengal.

72. This undoubtedly implies the inclusion of the whole of the Murshidabad district within the West Bengal state. We are conscious of the fact that in the district of Murshidabad only the Kandi sub-division and all

the police-stations comprised within it have a non-Muslim majority. With the exception of Berhampore town and two other police-stations known as Jiagunj and Nabagram, the other police-stations have a Muslim majority. But as the question of having the head-waters of the river Hooghly is a matter of vital importance to the existence of Bengal and its capital, we think that this is an overriding factor to which the principle of contiguity and majority of population ought to be subordinated.

73. Before we leave the Presidency Division we desire to notice one general argument that has been advanced on behalf of the Muslim League in support of their claim to the whole of this Division along with the districts of Faridpur and Bakarganj. The Muslim League assert that the whole of Bengal falls into five natural Divisions each constituting a river belt and they claim for Eastern Pakistan four of these Divisions in which, they say, they have a majority of Muslim population, conceding only one Divesion (corresponding more or less to the Burdwan Division) to West Bengal. The Gangetic delta is said to constitute one of these Divisions and it is supposed to embrace not only the whole of the Presidency Division but also the two districts of Faridpur and Bakarganj belonging to the Dacca Division. It is difficult to appreciate the basis of this claim. The division of Bengal is not to be made on a geological basis or on the principle that the deltaic region of one river is to go to one State and that of another river to another State. The fundamental principle underlying the division is entirely different. It is not necessary to reiterate the Viceroy's declaration made on the 3rd June, 1947, when he made it quite clear that the whole object of the partition is to avoid placing large areas in which one community has the majority under the rule of the other community.

74. Secondly, it is exceedingly doubtful whether the entire area claimed by the Muslim League as the Gangetic delta is really a delta only of the Ganges. Westland at page 1 of his report on the district of Jessore refers as the following extract will show :-

> "If that tract of land which forms the double delta of the Ganges and the Brahmaputra rivers be imagined to be divided by lines running north and south into three equally broad portions, then the western portion would represent the districts of Nadia on the north and 24-Panganas on the south, the eastern portion would comprise the districts of Faridpur in the north and Bakarganj in the south and the central portion would be the district of Jessore."

It is not necessary to refer to the history of the formation of the Faridpur and Barisal districts which is highly interesting. An intersting account will be found in a paper by Fergusson published in hte Quarterly Journal of the

Geological Society of London, Volume 19 (Pages 332-36) This shows that in the beginning of the 19th century this tract of land was a gap or gulf which was "mainly the result of the straining of the waters of the Brahmaputra through the Sylliet jheels and consequently reaching the Bay of Bengal deprived of all their silt". The area began to be filled up where the Brahmaputra changed its course in the beginning of the 19th century. Fergusson refers to this gap as the "great gap or gulf that exists to the eastward of the Gangetic half of the delta". The expression "Gangetic half" is significant and shows that the other half is the delta of the Brahmaputra.

75. According to some authorities, the eastern limit of the Gangetic delta is the Garai-Madhumati (*vide* Romance of the River of the Gangetic Delta by G. C Chatterjee) and if this be the correct view, it would exclude the major portion of the sub-division as well as the districts of Faridpur and Bakarganj.

76. The theory of Mr. Kanan Gopal Bagchi, a young scholar of the Calcutta University, upon which the Muslim League relies, is in direct contradiction to the view expressed by Adams Williams in his work on the Gangetic delta as incorporated in Stevens Moore Committee's Report. At any rate it is an almost accepted theory that the Lands in the vicinity of Calcutta and a portion of 24-Parganna do not come within the Gengetic delta as they had been built up by the Bhagirathi, the Saraswati, the Jamna and the Adi Ganga. It is not necessary to pursue the matter further except to say that one cannot help feeling that the Muslim League included the districts of Faridpur and Bakarganj within the Gangetic delta only to turn an area which is predominantly non-Muslim into a Muslim majority area.

Rajshahi division

77. *Darjeeling and Jalpaiguri.*–We now pass on to the Rajshahi Division, and proceeding from the extreme north start with the districts of Darjeeling and Jalpaiguri. The total population, of Darjeeling district is 3,76,369 of which the Muslims number 9,125; so they represent 2.42 percent. of the total population. There is not one single police-station in the whole of the district which has not an overwhelming non-Muslim majority. In Jalpaiguri district, the Muslims constitute 23.08 per cent. of the total population. Of the 17 police-stations, only 3 have Muslim majority, namely, Tetulia, Pachagar and Boda. Pachagar is not contiguous to Komar police-station in the district of Rangpur which has a Muslim majority ; as, between them the non-Muslim majority police-station of Debiganj intervenes. Both Darjeeling and Jalpaiguri have been placed in the non-Muslim block by the notional division of the Viceroy, and on the principle of contiguity and majority of population, no portion of these districts can be

claimed by East Bengal. The Muslim League, however, have claimed both these districts in their entirety, and the grounds put forward by them may be summarised as follows :–

(i) As these two districts are not contiguous to the main non-Muslim majority block of West Bengal, they must be included in East Bengal.

(ii) The means of communication and trade routes of these districts lie primarily through Muslim majority areas.

(iii) East Bengal should have these districts because it is necessary for the East Bengal State to have control of the Catchment Basin of the river Teesta for the maintenance of the flow of that river and for resuscitation of other North Bengal rivers. It is further said that East Bengal wants to put through the hydro-electric scheme which the Government of Bengal had recently to start in the Darjeeling district and which would be useful for irrigation purpose as well as for supply of electric energy.

(iv) Darjeeling and Jalpaiguri districts are required by East Bengal for timber and forest produce which are lacking there.

78. We proceed to take up these points one after another.

Now so far as the first ground is concerned, we do not see why the contiguity contemplated in the expression "contiguous majority areas of Muslims and non-Muslims" should refer necessarily to contiguity to areas within Bengal. Nor do we understand why the two "parts" into which Bengal is to be divided must necessarily each constitute one single compact of Bengal, three distinct non-Muslim majority blocks seem to have been created under the notional partition of the Viceroy : one block consisting of Darjeeling and Jalpaiguri, covering an area of 4,242 square miles; another block comprising Khulna, 24-Parganas, Calcutta and the Burdwan Division making a total area of 22,670 square miles: and the third block consisting of the Chittagong Hill Tracts with an area of 5,007 square miles. They are separate from each other in Bengal, but they are all contiguous to the Indian Union. The terms of reference do not use the words "in Bengal" or "within Bengal" in connection with contiguity, and we do not think that contiguity through other territories of the Indian Union is rigorously shut out.

79. Secondly, even if we assume that contiguity means contiguity only through any area in Bengal and not outside it, still it seems to us that this interpretation does not help the Muslim League in any way with regard to their claim to Darjeeling and Jalpaiguri. This is a predominantly non-Muslim area. If there were both contiguity and Muslim majority, then and

then only could the Muslim League claim this territory as a part of Pakistan. Mere contiguity without majority of Muslim population should not be enough. If a Muslim majority area and a non-Muslim majority area exist side by side, neither can be attached to the other on the ground of territorial proximity. The position would no doubt be different if any area in which a particular community is in a majority, be surrounded on all sides by areas containing a majority of the other community, in which case the former might be treated as a "pocket" or "island", and allowed to be absorbed by the surrounding areas, unless of course, this was contra-indicated by "other factors". But we do not think that the districts of Darjeeling and Jalpaiguri with the non-Muslim majority areas of Dinajpur and Maldah to which they are immediately contiguous can be regarded as a pocket, simply because a few Muslim majority police-stations in District Maldah separate them from the main non-Muslim block in the south. As Mr. Gupta so aptly remarked, a pocket cannot be larger than the coat. It would clearly be against the express direction of His Majesty's Government of this huge area covering more than 8,500 square miles which is occupied predominantly by one community is coerced to accept the government of another community which is an insignificant minority in that area. Since the Muslims cannot establish any claim to this area either on the ground of contiguity or of majority, it shall lie where it is under the national partition and cannot be made a part of Eastern Pakistan.

We think that in these circumstances it would be inequitable to allow only three police-stations, namely, Kaliachak in the district of Maldah and Syamsergunj and Suti in the district of Murshidabad to break the contiguity between the two large non-Msulim blocks on the north and the south.

80. The second ground urged by the Muslim League does no require any serious consideration. There are railways and good roads connecting Jalpaiguri and Darjeeling with other non-Muslim areas; more could be built in future as and when they become necessary.

81. The third ground taken is totally misconceived and is without any substance. To appreciate the point, it will be necessary to give a brief account of the North Bengal river system. The river Teesta flows from the far side of the Himalayas, and after passing through Sikkim she enters the Darjeeling district. Previous to 1787, she used to discharge her waters through three channels, namely, the Punarbhaba, the Atrai and the Karatoa, which joined the Ganges near about Goalundo. In 1787, owing to a devastating flood and seismic action, the Teesta changed her course completely. She took an easterly course, forsaking the old bed altogether, and met the river Brahmaputra at a place known as Teestamukh, the result is that the Punarbhaba, the Atrai

and the Karatoa have become completely independent of the Teesta; neither feed the Teesta, nor receive any supply of water from the latter (*vide* Majumdar's Rivers of the Bengal Delta, page 55).

82. The Muslim League's argument is that if Darjeeling and Jalpaiguri are given to West Bengal, the West Bengal State might take to deforestation on a large scale, and that might reduce the sub-soil storage of the river Teesta and its flow might be dried up. in order that there might not be deforestation, Darjeeling and Jalpaiguri should go to East Bengal.

83. The whole argument is based upon hypothetical fears and conjectures. In the first place, the head-waters of the Teesta are not in Darjeeling, but lie higher up within the snowy mountains and could not be controlled and looked after either by East Bengal or by West Bengal. Secondly, there is absolutely no ground, however, for assuming that West Bengal would go on denuding the Darjeeling and Jalpaiguri districts of their forest wealth on larger scale than the East Bengal State itself might do. In the third place, deforestation affects only those rivers which are not perennial and where the flow has got to be maintaind by the water retained in the catchment basin collected during the rainy months (*vide* Majumdar, pages 45 to 49). The Teesta is not such a river. It is a perennial and snow-fed river. After entering Bengal, she flows for about 51 miles in the district of Darjeeling and Jalpaiguri and for about 17 miles through the Cooch-Behar State, and then for more than 60 miles she passes through Rangpur till she meets the Brahmaputra. While the Bhagirathi has maximum discharge of 57,758 cusecs and a minimum discharge of 127 cusecs at Berhampore (the ratio being 1 in 500), the maximum discharge of the Teesta at Mondalghat is 145,418 cusecs with a minimum of 4,628 cusecs (the ratio being 1 in 30). This shows that there is no chance of the Teesta drying up or losing its current during the dry season. Moreover, there is a very heavy rainfall in the Darjeeling district, varying from 100 to 150 inches every year, and this circumstance is alone sufficient to show that there is no probability of the Teesta drying up within any range of time that man can foresee. As we have said already, the other North Bengal rivers, like the Karatoa, the Punnarbhaba and the Atrai have no manner of connection with the Teesta, and consequently increase or decrease of water in the Teesta cannot affect them in any way. Practically all spill channels of the Teesta with head-waters lie in the districts of Rangpur, Bogra, Pabna and Rajshahi. As this area would go to East Bengal, there will be no difficulty in resuscitating these channels, if the East Bengal State so wants.

84. As regards the hydro-electric scheme, notheing has been done as yet by way of giving effect to the scheme, but even if the scheme had been

in operation, we do not think this is a ground at all for East Bengal getting two non-Muslim areas measuring more than 4,000 square miles. We think Mr. Gupta is right in saying that Darjeeling and Jalpaiguri are coveted not for the reasons expressly given, but because both the districts produce tea in large quantities, the finest tea in India being the Darjeeling tea. If the Pakistan State wants to generate hydro-electricity, they can do so in their own territory in Rangpur, and they can utilise the waters of the Teesta and the Brahmaputra by making canals, if they so desire.

85. The fourth ground put forward does not require any detailed discussion. After partition is made on population basis, many things would be necessary to make the two States self-sufficient. All things cannot be produced in every State, otherwise no question of importing things from abroad would have arisen at all. It is said that Pakistan would have no coal. If that is so, certainly it can and should make arrangements for importing coal from colliery districts. France and Italy, we are told have no coal, but they do not on that account claim any portion of another State where coal can be had. It is no good saying that as I have no coal and want trees for being used as fuel, you must give me that territory where trees grow in large number. Moreover, this shows that the fear of deforestation would be more from the East Bengal State than the West Bengal State In our opinion, there could not be a pretence of a claim by the Muslim League in regard to Darjeeling and Jalpaiguri districts.

Rangpur district

86. After Darjeeling and Jalpaiguri, we come to Rangpur which lies to the south-east of Jalpaiguri. The district of Rangpur is a Muslim majority district, and only 2 police-stations, namely, Dimla and Hatibandha, have non-Muslim majority. They are contiguous to Jalpaiguri and touch Patgram police-station which is in the Sadar sub-division of Jalpaiguri. In our opinion, these two police-stations should go with Jalpaiguri and form part of West Bengal.

Dinajpur District

87. The district of Dinajpur comes next in order. The census figures of 1941 show the Muslim population of the district to be 50.20 per cent, and thus the Muslims and the non-Muslims are practically equal in number. It is rather interesting to note that of the 20 police-stations in the district 15 have Muslim majority, and exactly the same number have a majority of non-Muslims. Of the Muslim majority police-stations, 9 are in the east and 6 on the west, the middle portion consisting of the remaining 15 police-

stations, being a compact block of non-Muslim majority area. The case of Dinajpur is very similar to that of the district of Gurdaspur in the Punjab, and the remarks of His Excellency the Viceroy in this connection made at the Press Conference held on the 4th June, 1947, are very opposite and could be made opplicable to this district :–

> "For the simple reason that in the district of Gurdaspur in the Punjab, the population ratio is 50.4 per cent. Muslims and 49.6 per cent non-Muslims. The difference is .8 per cent. You will see at once it is unlikely the Boundary Commission will place the whole of the district in Muslim majority areas."

88. In our opinion, with the exception of Dinajpur, all the other Muslim, majority police-stations lying to the east should be excluded, and the remaining 22 police-stations should all be allotted to West Bengal. The eight police-stations that are to be excluded are Khansama, Chirir Bundar, Parbatipur, Phulbari, Nawabganj, Ghoraghat, Patnitola and Porsha. As for the remainning 6 Muslim majority police-stations on the west, they would rank as "pockets". We are including the policé-station of Dinajpur in this area in view of the fact that it contains the headquarters town of the district which is a non-Muslim majority area and the Muslim percentage is only very slightly over 50 per cent. The population of the 22 police-stations in all, excluding the 8 eastern police-stations, would have a non-Muslim majority, the Muslims being 44.3 per cent. of the tatal.

Malda District

89. Just below Dinajpur is the district of Malda. As a district, Malda has a Muslim majority. There are 15 police-stations, of which eight have an excess of Muslim population. Four of these lie to the east and four are on the western side. In our opinion the four eastern police-stations, to wit, Bholahat, Shibganj, Nawabganj and Gomasthapur, which have a Muslim majority may be excluded, and with these, Nachole which has majority of non-Muslim population, should also go to Pakistan, but the remaining 10 police-stations should be all allotted to West Bengal. This would include six non-Muslim majority police-stations and four Muslim majority police-stations in the west which would be converted into "pockets". The total population of this area would have a non-Muslim majority. As we have said already, the police-station of Kaliachak which really is the connectiong link between Murshidabad and Malda, is absolutely necessary to establish connection between North and Central Bengal. By assigning Kaliachak, Suti and Syamsergunj to West Bengal, a clear connection would be established from the top of the Darjeeling Hills down to the sea.

Rajshahi District

90. The only other area in the Rajshahi Division which we recommend for inclusion in West Bengal is the police-station of Rampur Boalia. This non-Muslim majority area includes the predominantly Hindu town of Rajshahi, the stronghold of Barendra Brahmaputal a seat of ancient Hindu culture. Though the district of Rajshahi a Muslim majority area, must go to Eastern Pakistan, we think that this small town should be allotted to West Bengal.

Chittagong Hill Tracts

91. The only other area that requires consideration is the Chittagong Hill Tracts. The position of the Chittagong Hill Tracts seems to us to be a bit obscure. The Hill Tracts comprising an area of 5, 007 square miles has an overwhelming non-Muslipn majority, the Muslims being only a little over 2 per cent, of the total population. It is a tribal and excluded area which is governed by sections 91 and 92 of the Government of India Act, 1935, and does not send any representative to the Bengal Legislative Assembly. The keynote of the Declaration of His Majesty's Government, dated the 3rd June, 1947, is that power should be transferred in accordance with the wishes of the Indian people themselves, and as regards Bengal and the Punjab it was left to the member of the Legislative Assemblies of both the Provicnes to decide whether the Provinces should be partitioned or not. The Chittagong Hill Tracts has got no representative in the Legislative Assembly, and it had no voice in the declarations of the 20th June, 1947, which decided the question of the partition of Bengal. For the purpose of arriving at a decision on the question of partition, a notional division of the Province of Bengal was made by His Excellency the Viceroy. and the Muslim majority districts were specifically mentioned in the Schedule. the rest of the Province being taken apparently to represent the non-Muslim area. The Chittagong Hill Tracts not being a Muslim area. was not specifically mentioned, and there is nothing in the Declaration by which it could be said that it was expressly assigned to either the one or the other area.

92. It is argued before us that the subject-matter of partition by this Commission is the Province of Bengal minus the excluded areas. We believe that much could be said on this point, and it is difficult for us without further materials to come to any decision with regard to it either one way or the other. Assuming that in the notional partition it has been assigned to non-Muslim Bengal, we are of opinion that the Muslim League have not been able to make out any case for inclusion of this area within Pakistan. As we have said more than once in course of this Report, mere contiguity is not enough to found a claim to a particular area either by West Bengal or by East

Bengal, unless it is a majority area of the community claiming it.

93. Here, the population is overwhelmingly non-Muslim. The mere fact that it is close to the Chittagong district which is a Muslim area would not be a sufficient or just ground to include it as a part of Chittagong. There are no Muslim areas on the other side of the Hill Tracts, and it would be altogether violating the letter and spirit of the Declaration of His Majesty's Government, if we were to coerce the people of this big block of land having an area of 5,007 square miles to submit to the Government of a community which represents only 2 per cent, of the population of the area.

94. The other factors stressed by the Muslim League are, in our opinion, not sufficient to over-ride the claim of the huge non-Muslim population. It is said, in the first place, that the Chittagong Hill Tracts, though contiguous to Assam, Hill Tipperah and other places, has no means of communication with the latter either by road or by river, and the only means of communication with the outside world is through the Chittagong district. The learned Advocate, appearing for the Chittagong Hill Tracts people pointed out to us from a map prepared by the Government that there are at least 6 roads, 3 connecting the Hill Tracts with Assam or Lusai Hills and the other 3 with Hill Tipperah. Rivers like the Karnafully have their origin in the Lushai Hills and Hill Tipperah, and though it is difficult, it is certainly not impossible to proceed by boat upstream. It has also been pointed out that there is an existing telegraphic connection between the Chittagong Hill Tracts and Demagiri in Assam, and other telegraphic lines could be laid in future, if they are found necessary.

95. Another ground raised by the Muslim League is that the Chittagong Hill Tracts is really a deficit area, which depends entirely upon Chittagong for making up the deficiency of its food supply. We are not satisfied that this is really the position. "There is surplus of food in this district which is exported abroad and famine in the strict sense is never known". (*Vide* the District Gazetteer of the Chittagong Hill Tracts, pages 67, 76 and 91.)

96. The next ground is that in the interests of future development of the Port of Chittagong, the control of the catchment basis of the Karnafully river by the Pakistan Government is necessary. They say that it is necessary that there should not be deforestation and that the process of cultivation known as Jhum should be stopped or controlled. Deforestation to a large extent of the Chittagong Hill Tracts by the tribes people is not at all likely. On the other hand, the East Bengal State, if it takes possession of the Chittagong Hill Tracts, might cut down a considerable quantity of its forest wealth for the purpose of using the trees as fuel. The Port of Chittagong moreover is close to the sea and can be served by the sea.

97. The last ground is that as there is no coal in Pakistan area, the latter should get the Chittagong Hill Tracts, so that it may be possible for her to set up a hydro- electric plant in the falls of the Karnafully. This is certainly not an argument for coercing the majority population of an extensive area to submit to the government of the minority. As we have observed before. the East Bengal State can make arrangemetns with the Indian Government regarding the importation of coal, and it can, if it likes, set up hydro-electric machinery within its own region.

98. Regarding the Chittagong Hill Tracts. the position. in our opinion, may be summed up as follows:–

(i) If it is not included in the Province of Bengal because of its being an excluded area, it does not come within the scope of our Reference, and we have no authority to allot it either to West or East Bengal.

(ii) If it is within the scope of the Reference, as the Muslim League cannot have it on the ground of contiguity and majority of population or on a consideration of other factors. it must remain with non-Muslim Bengal. to which it has been assigned by the notional partition.

(iii) Whether for administrative convenience, it should be linked up with Assam or any other Indian State it is for the Government of India to consider.

99. We need only add that we cannot accept the argument that if for any reason it may not be possible to allot this area to West Bengal .

100. Our conclusion, therfore , is that leaving aside the Chittagong Hill Tracts, the following areas should be included in and constitute West Bengal:–

The entire Burdwan Division ; Calcutta; the whole of 24-Parganas, the district of Khulna minus the police-stations of Morelgunj and Sarankhola; the sub-division of Gopalgunj and thana Rajair in the district of Faridpur; the seven police-stations of Bakarganj including the town of Barisal; 12 thanas of Jessore as indicated in our report; the sub-divisions of Ranaghat and Krishnagar of the district of Nadia and all the police-stations of that district which lie on the west of the river Matabhanga or through which the river passes, and the whole of the district of Murshidabad. As regards North Bengal, it will include the whole of Darjeeling and Jalpaiguri districts, two police-station of Rangpur and the portions of Dinajpur and Malda as have been indicated already. To these, is to he added the police -station of

Rampur Boalia in the district of Rajshahi.

The rest of the Province would go to East Bengal. We annex to this report two maps, one drawn to the scale of1" to 8 miles and the scale. of 1" to 16 miles, showing the distribution of Muslims and non Muslims in the different police- stations of Bengal, and also showing the boundaries of the areas which we recommend for the two parts of Bengal .The two maps are practically the same, but the larger map shows the main river system and the main railway lines (*Annexures F and G).

101. We also attach to our Report a statistical Appendix (Annexures H & I)* which will show inter alia the respective areas of the two States, the population in each and the relative strength of the Muslim and non-Muslim populations therein. At first sight it might appear that West Bengal has got really more areas than she can legitimately claim, having regard to the strength of the non-Muslim population in Bengal, but this . apparent excess is in our opinion, not a real excess at all.

102. It would appear from the Report of the Floud Commission , Volume I, page 85, that "the soil in Eastern and Northern Bengal is far more fertile than in other parts, and there is also a larger percentage of double-cropped area in Eastern Bengal. A holding of 2.5 acres in the district of Tipperah has the same value as holding of 10 acres in West Bengal". The western part of the Burdwan Division is rugged barren and hilly land , consisting primarily of spurs and ridges from the table land of Chota Nagpur, while between them there is an irregular band of laterite which is not at all suitable for cultivation. (*Vide* Notes on Soils of Bengal by D.N. Mukherjee of the Agricultural Department of the Government of Bengal). Bankura is proverbially barren, and famine is almost chronic in the area. The Govenment of Bengal appointed a West Bengal Forest Committee in the Year 1938, and it was expressly stated in the resolution that it had been brought to the notice of Government that owing to progressive denudation of forest in West Bengal, large tracts of land were becoming barren and unproductive and the Committee was appointed to report as to what steps should be taken in the districts of Midnapore, Burdwan and Bankura and Birbhum for the conservation of forests and the prevention of injury that was being done to the land. There are various official reports pointing out the difference beween the fertility of the soil in East Bengal and that in West Bengal. (*vide* Sir F.W. Robertson's Reports of the Survey and Settlement Operation in the district of Bankura.) In one report it is stated as follows:–

. "In East Bengal the land is fertile, the source of irrigation

* Not given here

sufficient and the population flourishing and rapidly increasing. In Western Bengal the crops never so abundant are dependent mainly on the rainfall, the increase in population is small and the people themselves on the whole are poor and backward"

103. In the Agricultural Statistics compiled by Mr. H.S. M. Ishaque of the Government of Bengal, the whole cropped area in Bengal is shown and it would indicate that the cropped area is far less in West Bengal than in East Bengal.

104. If we take along with these the fact that Western Bengal will have a large tract of Reserve Forest , which can neither be cultivated nor used for habitation amounting to about 4,888 square miles, and that East Bengal will have 852 sqare miles only , the total area that has been assigned to West Bengal minus the forest tracts and the uncultivable area would certainly be less than 45 per cent. of the total area of Bengal.

105. Before we couclude, we deem it necessary to say a few words about river boundaries upon which considerable stress seems to have been laid by the Muslim League. We cannot help feeling that the supposd anxiety for natural boundaries which has led the Muslim league to fix upon the Bhagirathi and the Brahmani as most suitable boundaries between the two parts of Bengal, is only a pertext for depriving West Bengal of more than four-fifths of the territory of the Province. The Brahmani is a thin rivulet which more or less serves the purpose of natural drain for the rain-water which collects in the rice fields. The Bhagirathi is undoubtedly a well-known river, but everybody knows that in its upper reaches it is neither wide nor deep, and remains dry for nerarly 8 months in the year . The absurd result that will be produced by accepting these rivers as natural bundaries, we have indicated already. Nearly 67 per cent. of the non-Muslim population would have to settle in Muslim Bengal, and only about 33 per cent. of them would have a chance of living in West Bengal .

106. It is a fact that there are no natural bundaries in Bengal except rivers. But if we have got to make rivers the natural bundaries for purposes of delimitation as well as for defence, the rivers Padma Barhmaputra and Meghna would undoubtedly be an ideal selection. The adoption of these boundaries would, however result in almost as grossly unfair a division of the population as the selection of the Bhagirathi, for this would compel a considerable body of Muslim population to live under non-Muslim rule. To ensure as fair and equitable a division as in possible in the circumstances, we have therefore not thought it right to give undue perference to natural boundaries. According to the schme that we have adopted, there would be river boundaries in certain parts only, namely, where we have

taken the Padma, the Mathabhanga and the Barisal rivers as the limits of particular areas. If however, natural boundaries are deemed to be essential, then we would and do recommend that the rivers Atrai, Boral, Padma. Madhumati, Kumar Arialkhan, Barisal, Baleswar and Bhola should be taken to be the boundaries of West and East Bengal, and they will form nearly one continuous dividing line.

B. K. MUKHERJEA
C. C. BISWAS.

The 29th July, 1947.